পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহ তা Dat Ret

ছাত্রবোধ।

ছাত্রদিগের বোধার্থ গদ্য-পদ্যময় নানাবিধ

জ্ঞানগর্ভ পাঠ।

শ্রীদ্বারকানাথ রায় কবিকুঞ্জর-প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

ভবানীপুর ;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে, শ্রীব্রজমাধব বসুকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৬।

বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণ।

কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা ব্যতীত নিরবছিন্ন গদ্যদ্বারা প্রকৃত সাহিত্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ভাষাজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে সকল ভাষাতেই গদ্য ও পদ্য উভয়েরই অধ্যাপনার প্রথা প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ, প্রধান প্রধান ভাষাতে কেবল পদ্য-পাঠনারই প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গলা ভাষায় পদ্য-পাঠনার প্রথা প্রচলিত নাই। ভাষা-কাব্যকে জঘন্য বোধ করিয়া বিদ্যালয়ের অব্যবহার্য্য বোধ করা কোন ক্রমেই বিচার-সঙ্গত নহে। কারণ, ভাষা-কাব্যের শব্দচাতুরী, রসমাধুরী, অনুপ্রাসচ্ছটা ও ভাবঘটা প্রভৃতি সকলই সংস্কৃত কাব্যের তুল্য। অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। তবে আধুনিক মহাভারত ও রামায়ণ (যাহা কাশীদাস ও কৃত্তিবাস-রচিত নহে, অথচ ঐ দুই কবি-রচিত বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ) মনসার ভাসান, বত্রিশসিংহাসন প্রভৃতি কুকবি-প্রণীত কাব্যের রচনা-শৈথিল্য দৃষ্টে এক কালে বাঙ্গলা কাব্য মাত্রেরই অধমত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, সকল ভাষাতেই কুকবি-প্রণীত কাব্য মাত্রই নিতান্ত নীরস ও অলঙ্কারদুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য সকল আদিরস-ঘটিত ও পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক হেতু, এবং বাঙ্গলাভাষাজ্ঞ প্রধান পদস্থ মহাশয়দিগের কবিতাশক্তি ও রসজ্ঞতার বিহীনতা বশতঃ অসৎ সঙ্গ নিবন্ধন বিদ্যালয়-মধ্যে বাঙ্গলা কাব্য-পাঠনার প্রথা প্রচলিত নাই।

কবিতা ও কবিতা-শক্তির ন্যায় দুর্লভ পদার্থ জগতে আর কি আছে! "কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্।" অতএব, যদি প্রাগুক্ত প্রধান পদস্থ মহাশয়দিগের সেই স্বর্গীয় সুধাভিষিক্ত অমূল্য কবিতা-শক্তি ও রসজ্ঞতা থাকিত, তবে তাঁহারা স্বভাবতঃই কাব্যরসাকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া অবশ্যই প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী নব নব কাব্য প্রণয়ন করিতেন; এবং কবিদিগকে এবিষয়ে যথোচিত উৎসাহ দিতেন। এমন অমূল্য ধনে ধনী হইলে কোন্ বুদ্ধিবৃত্তিধারী ব্যক্তি না সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রভাকর কি বিশ্বরাজ্যে প্রভা প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? ফলতঃ কাব্য-পাঠনা রহিত হইলে, সাহিত্য শাস্ত্রের যে কি পাঠনা হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাব্যই সাহিত্য শাস্ত্রের নির্য্যাস ও সর্ব্বস্ব স্বরূপ। যাঁহারা এই কাব্য-পাঠনা রহিত করিয়া ছাত্র-

দিগের সাহিত্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার প্রয়াস পান, তাঁহারা বর্ণ-পরিচয় ব্যতিরেকেও ছাত্রদিগকে গ্রন্থ-পাঠনায় সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, বিদ্যোৎসাহীপ্রবর, দেশোপকারনিষ্ঠ-চেতা, গুণগ্রাহী, গুণিগণাগ্রগণ্য, বক্তৃপ্রধান শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড আলেক্‌জাণ্ডর ডফ্‌, ডি ডি, এল্‌, এল্‌, ডি, আমাকে গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া আমি গদ্য-পদ্যময় এই ছাত্রবোধ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এবং এতদ্দেশস্থ বাঙ্গলা ভাষানুশীলনকারী মহাশয় মাত্রেই আমার গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার প্রতিই বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই ভরসায় ভর করিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রচারে সাহসী হইলাম। অতএব এতদ্দ্বারা ছাত্রদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বোধাধিকার জন্মিলেই সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব। এবং শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লাল বিহারী দে মহোদয় আমার এই রচনা বিষয়ে বিলক্ষণ অনুমোদন করেন, অতএব তাঁহাদের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হওয়া আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার এই সুকৌশল-সম্পন্ন বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় বহুবিধ প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত, নানাপ্রকার ঐতিহাসিক বিচিত্র বিবরণ, সামাজিক লোকের মহোপকারী কতিপয় শিল্পতত্ত্ব, অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ও উপাখ্যান, এবং কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ কবিতা প্রভৃতি প্রকৃত পাঠ ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। বোধ করি, অবাস্তবিক গল্প পাঠ অপেক্ষা, এই সকল বিষয় পাঠে ছাত্রদিগের ভাষাশিক্ষা সহকারে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

যে সকল বিষয় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে সুলভ-পত্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ জ্ঞানোদয়, সংবাদ বিশ্ববিলোকন, গ্রামবর্ত্তশুভকরী পত্রিকা, বঙ্গদেশীয় সভা-প্রকাশিত জ্ঞানমালা পত্রিকা এবং রাসরসামৃত কাব্যে প্রকাশ করা যায়; অপর কয়েকটি নূতন রচিত হইয়াছে। আর অস্মদাদির পূর্ব্ব-প্রকাশিত পাঠামৃত গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। অতএব পাঠামৃতের পুনঃ পুনঃ প্রচার রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই ছাত্রবোধ প্রকাশ করা গেল।

অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, যে, আমার পরম বন্ধু নিবাধই গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত সাহারা, সূর্য্য, লাপলণ্ড, হেক্লা, চীনদেশীয় স্ত্রীলোক, বায়ু ও ঝটিকা, এবং পক্ষিচতুষ্টয়, এই কয়েকটি প্রস্তাবের ইংরেজী হইতে অনুবাদ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এমন কি, তিনি তৎসমুদায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, আমি কেবল সংশো-ধন করিয়া নিজ রচনায় আনিয়াছি মাত্র। আর, কামাখ্যানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়ের নিকটে গারো জাতির তথ্য পাওয়া যায়।

কলিকাতা, হিন্দুস্কুল।
২৮ এ বৈশাখ, ১২৬৬

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ছাত্রবোধ দ্বিতীয় বার প্রচারিত হইল। প্রথমবারে ইহা ১৮৬২ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠার্থ প্রচারিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে কি ছাত্র, কি শিক্ষক, অনেকেই ইহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহোদয়েরা ইহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত, যে, প্রতিবারের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তক-মধ্যে ইহা হইতে ভূরি ভূরি রচনা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কোন কোন বার এই সমগ্র পুস্তকই প্রচলিত করেন। আর সমাচার পত্র সম্পাদক মাত্রেই কেহ কেহ ইহাকে উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরি-গণিত করিয়াছেন, কেহ২ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং কোন কোন কৃতবিদ্য ইহার বিস্তর গুণ বর্ণন করি-য়াছেন। ফলতঃ তদবধি ছাত্রদিগের পদ্য-পাঠের উপকারিতাও অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয়; এবং পদ্যময় পাঠ্য পুস্তক সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ একই পুস্তকে গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনা-পাঠনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার কেবল ছাত্রবোধই মূলীভূত কারণ। ইহার পূর্ব্বে এরূপ গ্রন্থ কেহই প্রকাশ করেন নাই। এই উপায় দ্বারা ছাত্রদিগের গদ্য-পদ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক ক্রয়ের ব্যয়লাঘব হয়,এবং অধ্যাপক ও অধ্যেতৃ-গণের অধ্যাপনাধ্যয়নের অনেক সুবিধা হয়। ইংলণ্ডস্থ বিদ্যালয় সকলের ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক সকল প্রায় এই নিয়মেই সঙ্কলিত হইয়া থাকে। এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের কোন কোন বিদ্যোৎসাহী মহোদয় অনুরোধ করাতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। এবারে যত দূর সাধ্য, পরিশোধিত হই-য়াছে। এবং আমার রচিত প্রকৃতি-প্রেম ও প্রকৃত-সুখ কাব্য হইতে কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং কয়েকটি বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর যে সকল রচনা অসংলগ্ন বোধ হইয়াছিল, তাহা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এবারেও আমার যত্নের কিছুই ত্রুটি হয়

নাই। অতএব, এবারেও ইহা পূর্ব্বমত সাদরে পরিগৃহীত হইলে সমুদায় পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা, হিন্দুস্কুল।
১৫ ই ফাল্গুণ, ১২৭৫।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।

—০ঃ০—

পঞ্চম সংস্করণ।

ছাত্রবোধ পঞ্চমবার প্রচারিত হইল। ইহা সকল সংস্করণ অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এবার শিক্ষাবিভাগের কোন কোন মহোদয়ের অনুরোধে ইহাতে প্রথম সংস্করণের (অর্থাৎ ১৮৬২ খৃঃ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের) সমগ্র বিষয়, এবং মৎপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থ হইতে ইহার অতিরিক্ত কয়েকটি সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং এ সংস্করণের কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়াতে, এবার ইহার মূল্য ৸০ বার আনা নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে। এমন কি, পূর্ব্ববারে ইহা চারিটি মাত্র পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল, এবার পাঁচটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পুস্তকের হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক। ফলতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথম সংস্করণের ২ দুই টাকা মূল্য অপেক্ষা ইহা অনেক অংশে ন্যূন বলিতে হইবে। এবার ইহার মুদ্রাঙ্কনকার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে আমার পীড়া নিবন্ধন এই পুস্তক নিয়মিত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এজন্য এবার অবধি এ পুস্তক এরূপ উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, যে, ইহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যাঘাত বশতঃ আর কখনই পুস্তকের অসদ্ভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই, যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রসিদ্ধ "ছাত্রবোধ" স্ব স্ব বিদ্যালয়ে পূর্ব্ববৎ প্রচলিত রাখিয়া এই অকিঞ্চনের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। এবং যাঁহারা প্রচলিত করেন নাই, তাঁহারা অনুকম্পা পূর্ব্বক এবার অবধি সেই সমগ্র ছাত্রবোধ প্রচলিত করিয়া এই দীন হীন গ্রন্থকারের অপরিসীম পরিশ্রমের সার্থকতা সাধন করুন। এবং ছাত্রদিগেরও ভাষা-শিক্ষা সহকারে গদ্য-পদ্যময় নানাবিধ নীতিগর্ভ বিষয়ে জ্ঞান দান করুন।

কলিকাতা, থন্তপার।
১ লা ফাল্গুন, ১২৮৩।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।
হিন্দুস্কুলের পেন্সনভোগী পণ্ডিত।

সূচী-পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চ মপরিচ্ছেদ।

ছাত্রবোধ।

—•◦•✻•◦•—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সময়।

জগদীশ্বর সময় রূপ অমূল্য নিধি আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং এই সময়ের সদ্ব্যবহার করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সময়ের সদ্ব্যবহার-প্রভাবে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি সমুদায়ই লাভ হয়। পুরাকালে যে সকল মহাত্মা এই অবনীমণ্ডলে মহীয়সী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার-প্রভাবেই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভূমণ্ডলে এমন কোন প্রকার সৎকীর্ত্তি নাই, যে, সময়ের সদ্ব্যবহার-দ্বারা লাভ না হয়। যে ব্যক্তি এমন অমূল্য-রত্নকে হেলায় অপব্যয় করে, সে কি নির্ব্বোধ! কি অনভিজ্ঞ! এই অমূল্য-রত্ন অপব্যয় করিলে, কি প্রচুর ধনসম্পত্তি, কি অপরিসীম বলবিক্রম, কি প্রভূত মানসম্ভ্রম, কিছুতেই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে যেমন ইহা অপব্যয় করে, এমন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না!

পরম-কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদায় যথোপযুক্ত সময়ে পরিমার্জ্জিত ও উদ্দীপিত না হইলে, তাহারা মলিন ও মন্দীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলে শরীর কেবল মেদমাংসাস্থি-পুরীষাদি-পরিপূরিত

আহার-নিদ্রা-ভয়াদির বশবর্ত্তী একটা দুর্ব্বহ-ভার স্বরূপ হয় মাত্র; সুতরাং সে জড়পিণ্ড-প্রায় অকর্ম্মণ্য ও অকিঞ্চিৎকর দেহ-ধারণের কি আবশ্যকতা আছে! সে দেহ ও মৃৎপিণ্ডে কিছুই প্রভেদ বোধ হয় না।

বাল্যকালে বিদ্যাচিন্তাতেই কালযাপন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যা অশেষ সুখের আকর। বিদ্যা না থাকিলে হিতাহিত বিবেক-শক্তি জন্মে না;—বিদ্যা না থাকিলে প্রকৃত রূপ ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি কিছুই লাভ হয় না;—এবং বিদ্যা না থাকিলে বিশ্বপতির এই বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র কৌশল সমস্ত অবগত হইতে পারা যায় না। এই বিদ্যাধনের অধিকারী হওয়াতেই যাবতীয় প্রাণী হইতে মনুষ্যের এত গৌরব—এত মাহাত্ম্য হইয়াছে; নচেৎ মনুষ্য ও পশুতে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না। অতএব সময়-রত্নকে সদ্ব্যয় না করিলে কোন ক্রমেই প্রকৃত মনুষ্য-নামের অধিকারী হইতে পারা যায় না।

বাল্যকালে যেমন বিদ্যা শিক্ষায় কালযাপন করা কর্ত্তব্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদশাতেও তদ্রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কাল-যাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য*। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! প্রায় সাধারণ্যে বিশেষতঃ তরুণবয়স্ক যুবকেরা ভবিষ্যৎ সময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান সময় কেমন অলীক আমোদে নষ্ট করিয়া থাকেন! তাঁহাদের এ মহা ভ্রম! যখন এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের স্থায়িত্বের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন তাঁহারা যে সেই ভবিষ্যৎ সময় প্রাপ্ত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কি! মৃত্যু করাল

---

* বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥
ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

বদন ব্যাদান করিয়া অহর্নিশ সংসারের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে,এবং কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কত অসংখ্য অসংখ্য লোককে প্রতিদণ্ডে গ্রাস করিতেছে। এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কত জননী প্রাণাধিক প্রিয়তম শিশুসন্তান-বিয়োগে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে!—কত জনক জ্ঞানবান্ পূর্ণযৌবন মহাকৃতী পুত্রের শোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া মৃতকল্প হইতেছে!—কত পতিপরায়ণা কুলকামিনী সংসারের সারভূত প্রাণ-বল্লভ-বিয়োগে উন্মাদিনীপ্রায় শিরে করাঘাতপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতেছে! অতএব মৃত্যুর যখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন ভবিষ্যৎকালের প্রতি নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান কাল অপচয় করা উচিত নহে। যদি প্রকৃত মনুষ্য-মধ্যে গণ্য না হইয়াই মৃত্যু হয়, তবে জন্মগ্রহণে কি ফল দর্শে!

যে মহাত্মা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে কালযাপন করেন, তাঁহার তুল্য সুখী জগতে আর কে আছে! যে সময়ে তিনি কোন জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া অমৃতময় উপদেশ লাভ করেন,—যে সময়ে তিনি নিতান্ত দুঃখভারাক্রান্ত দীনহীন অনাথ ব্যক্তির দুঃখ বিমোচন করেন,—যে সময়ে তিনি কোন দেশহিতকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,—যে সময়ে তিনি জ্ঞানাপন্ন পরমধার্ম্মিক বন্ধু-সহবাসে শাস্ত্রালাপ করেন, এবং যে সময়ে তিনি ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার চিত্তক্ষেত্র কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দহিল্লোলে প্লাবিত হইতে থাকে! ফলতঃ যে মহাত্মা যাবজ্জীবন এই অমূল্য রত্নকে সদ্ব্যয় করেন, তাঁহার সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না,—গৌরবের আর ইয়ত্তা হয় না।

কেবল সদনুষ্ঠানেই যে কালযাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রোম রাজ্যেশ্বর টাইটস্ ভূপতির চিরস্মরণীয় প্রসঙ্গই ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এক দিন তিনি রাজ্যসংক্রান্ত কোন শুভ-কর কর্ম্ম করেন নাই; এ বিষয় রজনীযোগে স্মরণ হওয়াতে দারুণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "হায় হায়! আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।"

অতএব সময় সামান্য ধন নহে। করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা আমাদের সমুদায় সুখসাধনের নিমিত্ত, সময় রূপ অমূল্য রত্ন আমাদিগকে দান করিয়াছেন। এই অমূল্য রত্ন সদ্ব্যয়-পূর্ব্বক আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সাধন করা উচিত। ফলতঃ ইহা সদ্ব্যয় করিয়া যে মহাত্মা এই অবনীমণ্ডলে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনিই ধন্য! তিনিই ধন্য! তিনিই ধন্য!

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
যশঃ-কীর্ত্তি-পরিভ্রষ্টোজীবন্নপি ন জীবতি॥"

জ্ঞান ও প্রেমমাহাত্ম্য।

(রূপক)

ওরে মানস বিহঙ্গ, ওরে মানস বিহঙ্গ।
বিষম বিষয়-বনে কর কত রঙ্গ॥
তায় ফলে রে কেবল, তায় ফলে রে কেবল।
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল॥
তায় করিলে প্রয়াস, তায় করিলে প্রয়াস।
আপাতত সুখ কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ॥

তবে কি ফল সে ফলে, তবে কি ফল সে ফলে।
যে ফল ভোজনে প্রাণ যায় রে বিফলে॥
সে যে দেখিতে সরল, সে যে দেখিতে সরল।
কিন্তু মন জেনো তার অন্তর গরল॥
তারে ভাব হিতকর, তারে ভাব হিতকর।
কিন্তু সে তোমার শত্রু জেনো নিরন্তর॥
তারে কর সুধাজ্ঞান, তারে কর সুধাজ্ঞান।
কিন্তু শেষে সেই হবে বিষের সমান॥
কেন সে রসে বিভোর, কেন সে রসে বিভোর।
"যার লাগি চুরি কর সেই বলে চোর॥"
তাই বলি ওরে মন, তাই বলি ওরে মন।
রাখ রাখ অধীনের এই নিবেদন॥
ত্যজি বিষয়ের বন, ত্যজি বিষয়ের বন।
জ্ঞানারণ্যে আসি বাস কর অনুক্ষণ॥
আছে সাধুসঙ্গ চর, আছে সাধুসঙ্গ চর।
সেই চিনাইয়ে দেয় সে বন সত্বর॥
তাই অনুরাগে অতি, তাই অনুরাগে অতি।
সাধুসঙ্গ ধর মন স্থির করি মতি॥
তবে অবশ্য সে বনে, তবে অবশ্য সে বনে।
যাইতে পারিবে তুমি মহাসুখী মনে॥
মরি তার কিবা শোভা, মরি তার কিবা শোভা।
এ তিন ভুবন-জন-প্রাণ-মনোলোভা॥
আমি অনুমান করি, আমি অনুমান করি।
যেখানে যতেক ছিল মাধুরী-লহরী॥

সব সংগ্রহ করিয়ে, সব সংগ্রহ করিয়ে।
রাখেন প্রকৃতী দেবী সে বনে আনিয়ে ॥
তায় ফলে রে যে ফল, তায় ফলে রে যে ফল।
অতি তুচ্ছ তার কাছে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥
নাম নিত্যপ্রেম তার, নাম নিত্যপ্রেম তার।
তেমন মধুর রস কোথা পাবে আর ॥
আমি কি বর্ণিব তায়, আমি কি বর্ণিব তায়।
অমৃত তাহার কাছে যেন মৃতপ্রায় ॥
এই উপদেশ ধর, এই উপদেশ ধর।
মনোসাধে সেই ফল খাও নিরন্তর ॥
সেই ফলের এ ফল, সেই ফলের এ ফল।
নিত্যসুখামৃত-রসে রসায় কেবল ॥
মনে কোন দুঃখ আর, মনে কোন দুঃখ আর।
রবে না রবে না কভু মন রে তোমার ॥
যদি কর এই খেদ, যদি কর এই খেদ।
এও বন সেও বন তবে কি প্রভেদ ॥
তবে একেরে ত্যজিয়ে, তবে একেরে ত্যজিয়ে।
কেন রব বল বল অন্যেতে মজিয়ে ॥
দুই এক বটে নামে, দুই এক বটে নামে।
কিন্তু দুই বিপরীত হবে পরিণামে ॥
দেখ এক নাম ধরি, দেখ এক নাম ধরি।
এক হরি পালক নাশক এক হরি ॥
তবে কেন সাধে সাধে, তবে কেন সাধে সাধে।
মজিলে অবোধ মন সে রসে অবাধে ॥

নিজ বিনাশী কারণ, নিজ বিনাশ কারণ।
পতঙ্গের গুণ কেন করিলে ধারণ ॥

আফ্রিকা-খণ্ডের সাহারা নামক বালুকাময় মহাপ্রান্তর।

আফ্রিকা-খণ্ডের অর্দ্ধভাগ কেবল বালুকাময় প্রান্তরমালায় পরিপূর্ণ। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে আর এপ্রকার অদ্ভুত প্রান্তর-মালা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রান্তর-মালার মধ্যে সাহারা নামক সিকতাময় মহাপ্রান্তর এরূপ বৃহৎ, যে, তাহার বিস্তারের বিষয় মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই মহাপ্রান্তর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের তীর অবধি মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫০ ক্রোশ, এবং প্রস্থদেশ প্রায় ৩৬০ ক্রোশ হইবে। এই মহা-প্রান্তর কেবল রক্তবর্ণ কঙ্করবিকীর্ণ বালুকারাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নিরীক্ষণ করিলে, কেবল রক্তবর্ণ বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, ইহাই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে এক বালুকাময় মহারাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেও করা যাইতে পারে।

এই মহাপ্রান্তর-মধ্যে সর্ব্বদাই বায়ু-সহকারে প্রভূত বালুকা-রাশি তরঙ্গের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়, তন্নিবন্ধন গগনমণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তখন পর্য্যটকেরা সেই বালুকাতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

প্রসিদ্ধ পর্য্যটকেরা বর্ণন করেন যে, এই মহাপ্রান্তরের স্থানে স্থানে চলদ্বালুকাস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান

হইতে থাকে। কখন কখন সেই বালুকাস্তম্ভ বায়ু সহকারে চালিত হইয়া দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে দৃষ্টিপথের অন্তর্হিত হইয়া যায়;—কখন কখন মন্দ মন্দ গমনে হেলিতে দুলিতে চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব আনন্দকর শোভাসম্পাদন করে;—কখন কখন তাহার উপরিভাগ নিম্নভাগ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার আর মিলিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে আকাশ-পথে বিচরণ করিতে থাকে; আর কামানের আঘাত-দ্বারা যেমন কোন পদার্থ চূর্ণ হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে, সেই রূপ কখন কখন বায়ুপ্রবাহে সেই বালুকাস্তম্ভ চূর্ণ হইয়া ছত্রাকারবৎ ভূতলে পতিত হয়।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় অসাধ্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম ছিল, এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি নিবন্ধন সে সকল বিষয় ক্রমশঃ সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে;—অকূল-মহার্ণবে সচ্ছন্দে গমনাগমনের নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইয়াছে;—এক মাসের পথ এক দিবসে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান প্রস্তুত হইয়াছে;—ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় প্রদেশের সংবাদ অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্তির নিমিত্ত তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে;-এবং শত শত সুলেখক এক দিবসে যাহা লিখিয়া শেষ করিতে না পারেন, তাহা অনায়াসে এক ঘণ্টায় সুসম্পন্ন করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ অনেক বিষয়ের সুগমের নিমিত্ত অনেক প্রকার কল-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই বালুকাপূর্ণ মহাবিস্তীর্ণ প্রান্তরে অদ্যাপি সচ্ছন্দে গমনাগমনের সুযোগ, কি তথায় শস্যোৎপাদনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে, কেহই সমর্থ হন নাই; এবং কস্মিন্‌কালেও যে কেহ

তত্তৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, এমনও বোধ হয় না। মনুষ্যবুদ্ধি এ বিষয়ে নিতান্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া রহিয়াছে।

যেমন বিস্তৃত মহাসাগরের কোন কোন স্থলে এক এক দ্বীপ আছে, তদ্রূপ এই সিকতাময় মহাপ্রান্তর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এক এক উর্ব্বরা ভূমি আছে। বৃক্ষ, লতা, জল ইত্যাদি ঐ সকল উর্ব্বরা ভূমি ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ইহাতে অদ্যাবধি যে সকল উর্ব্বর ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেপান নামক স্থানই সর্ব্বপ্রধান। ইহার মধ্যভাগে টিম্বক্টু নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। ঐ নগর আফ্রিকা-খণ্ডের মধ্যভাগস্থ লোকদিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান।

অতীব বালুকাপূর্ণ প্রদেশ পদব্রজে, কি অশ্বে, কি গজারোহণে কিছুতেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, কেবল উষ্ট্রই সেই বালুকারূপ সাগর-পারের পোত স্বরূপ। এই নিমিত্ত বণিকেরা টিম্বক্টু নগরে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য, সাহারার নিকটস্থ আরবদিগের নিকট হইতে উষ্ট্র ঋণ করিয়া লয়; এবং পথের দুর্গমতা ও বিপদ্-পাতের আশঙ্কা প্রযুক্ত সেই আরবদিগের মধ্য হইতে কোন কোন লোককে সঙ্গে করিয়া লয়; তাহারা তাহাদের রক্ষক ও পথপ্রদর্শক স্বরূপ হইয়া যায়।

এই পথপ্রদর্শকেরা ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গম প্রান্তরের এক এক উর্ব্বরা ভূমি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়। উর্ব্বরা ভূমি লক্ষ্য করিয়া গমন করিবার অভিপ্রায় এই, যে, তথায় উত্তীর্ণ হইলে ধৈর্য্যশীল উষ্ট্র সকল জলপান ও বৃক্ষলতাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, এবং আরোহিগণ বিশ্রাম করিয়া

পথের সম্বল স্বরূপ জল সঙ্গে লইতে পারে। এই সিকতাময় মহাপ্রান্তর মধ্যে যদি উর্ব্বরা ভূমির অভাব হইত, তবে মনুষ্য-শক্তিদ্বারা কখনই ইহা উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। করুণাময় পরমেশ্বর এমন দুর্গম ও দুঃখময় স্থান মধ্যে এমন এক এক সুখকর স্থান সৃষ্টি করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন!

বণিকেরা ঐ সকল উর্ব্বরা ভূমির কোথাও এক সপ্তাহ, কোথাও এক পক্ষ, কোথাও বা এক মাস অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহার অভিপ্রায় এই, যে, তথায় অপরাপর ব্যবসায়ী লোকদিগের সমাগম হইলে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে পারে। সমস্ত দিবসের মধ্যে তাহারা সাত ঘণ্টা চলিয়া থাকে। তাহারা পানার্থ চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র করিয়া জল লইয়া যায়। কিন্তু কখন কখন তথাকার সাইমুন নামক এক প্রকার উষ্ণতর বায়ুপ্রবাহে ঐ চর্ম্মাধারস্থিত সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং এ প্রকার দুর্ঘটনাতে দারুণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সমুদায় লোক ও উষ্ট্র সকল এককালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনায় এক দলবদ্ধ দুই সহস্র ব্যবসায়ী লোক ১৮০০ উষ্ট্র সমেত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

ভূমণ্ডলে সমুদ্র, নদ, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, সৈকতপ্রান্তর প্রভৃতি যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নৈসর্গিক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য। এই সকল নৈসর্গিক আশ্চর্য্য বিষয় অধ্যয়ন ও আলোচনায় ভাবুকের অন্তঃকরণে যে কত ভাবোদয় ও সুখানুভব হয়, তাহা বলিবার নহে। পরমেশ্বরের মহিমা অনন্ত!

জগদীশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

হে ভবনিধান, অখিলপ্রধান, সংসারবিধানকারী।
অখিলকারণ, ত্রিলোকতারণ, অনুপম ভাবধারী॥
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা, যত দেবগণ হারে।
ওহে পরেশ্বর, আমি মূঢ় নর, কি চিনিব হে তোমারে॥
যে দিকে নয়ন, হয় হে পতন, হেরি হে বিভব তব।
মরি কি স্বভাবে, রচিলে স্বভাবে, ওহে প্রভু ভব-ধব॥
এই চরাচর, ভূচর খেচর, জলচর আদি যত।
সকলি তোমার, মহিমা প্রচার, করিতেছে অবিরত॥
এই যে গগন, সহিত স্বগণ, শোভা পায় নিশিদিবা।
অপূর্ব্ব-রচিত, রতন-খচিত, তব চন্দ্রাতপ কিবা॥
তব সিংহাসন, এ ভবভবন, সচিব কাল নিয়ত।
বসন্ত-নায়ক কোকিল গায়ক, আর শারী শুক যত॥
করি গুন্‌গুন্‌, রটে তব গুণ, মাগধ মধুপচয়।
এই প্রভাকর, আর নিশাকর, তোমার প্রদীপদ্বয়॥
এই যে অনিল, জুড়ায় অখিল, তোমার বীজনকারী।
এরূপে সকল, অচল সচল, সদা তব কর্ম্মচারী॥
কিন্তু যত নর, বুদ্ধির সাগর, হইয়ে তব কৃপায়।
তোমার সেবন, না করে সঘন, একি দায় হায় হায়॥
তোমার প্রভাবে, অন্তরে না ভাবে, সতত বিভাবে মত্ত।
বাক্‌শক্তি ধরে, বর্ণন না করে, তব প্রকৃতির তত্ত্ব॥
ধরি যুগ পদ, তোমার সম্পদ, দেখিতে কভু না ভ্রমে।
পাইয়ে নয়ন, না করে দর্শন, তব প্রকৃতিরে ভ্রমে॥

পেয়ে মনোধন, না করে মনন, তোমার অসীম ভাব।
হৃদয় আগারে, না দেখে তোমারে, মানে না তব প্রভাব
শুন ওঁরে নর, বহু গুণাকর, হয়েছ কৃপায় যাঁর।
তাঁরে প্রাণ মন, না কর অর্পণ, একি তব ব্যবহার॥
বহু ভাগ্যফলে, এই ভূমণ্ডলে, পেয়েছ দুর্লভ জন্ম।
প্রেমেতে মজিয়ে, তাঁহারে ভজিয়ে, সার্থক কর এ তনু॥
পূজা কর তাঁয়, নৈবেদ্য শ্রদ্ধায়, আবেশ উপকরণে।
ভক্তি-গঙ্গাজলে, প্রেম-পুষ্পদলে, দক্ষিণান্ত করি মনে॥
তবে তো তোমার, হইবে নিস্তার, এই ভব-পারাবারে।
সেই দয়াময়, হবেন সদয়, তোমারে হে এ সংসারে॥
এই বেলা নর, তাঁরে পূজা কর, সময় পাবে না শেষে।
যত যায় কাল, তত আসে কাল, নিকটে বিকট বেশে॥
যদি কাল যায়, কার সাধ্য তায়, বল না পুন ফিরায়।
করিয়ে যতন, অমূল্য রতন, যদি দান কর তায়।
না পার রাখিতে, দেখিতে দেখিতে, চকিতে কোথায় যায়॥
ওরে মম মন, সে সাধন-ধন, কেবল চৈতন্যাধার।
অনন্ত আকাশ, ব্যাপি যাঁর বাস, শুদ্ধ সত্য ভাব যাঁর॥
সৃষ্টিস্থিতিকারী, ভক্তমনোহারী, পরি জ্ঞান-প্রেম-হার।
সদানন্দ রূপ, সেই বিশ্বরূপ, ধরেছেন আপনার॥
ওরে মম মন, তাঁহারে কখন, ভেব না রে বহু ভাবে।
যেই বহু ভাবে, সেই ধনে ভাবে, সে কভু তাঁরে না পাবে॥
কহিলাম সার, এক বিনে আর, দুই ব্রহ্ম নাই ভবে।
যদি ওরে নর, এই স্থির কর, জীবন্মুক্ত হয়ে রবে।
তখন তোমার, ভব-পারাবার, গোষ্পদ স্বরূপ হবে॥

গারো জাতি।

বঙ্গদেশের ঈশান-কোণস্থিত পর্ব্বত-শ্রেণীতে গারো জাতি বাস করে। এই জাতি (রক্স্থম, চিরাম, ডারা, মরঙ্গ, সিকিম, থাক্ডক, গোর, শান্ত প্রভৃতি) বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক এক জন অধিনায়ক আছে, তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর শাসন করিয়া থাকে।

গারো জাতি অত্যন্ত বলবান্ ও কুরূপ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা আরো কুৎসিতা। এই জাতি সভ্যতা বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদের কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়েই কটিতটে কৌপীন মাত্র পরিধান করে, এবং কপর্দ্দক বা কাংস্যাদি ধাতু-নির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার শরীরে ধারণ করে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়া; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কর্ণে এত অলঙ্কার ধারণ করে, যে, তদ্দ্বারা ইহাদের শরীর অবনত হইয়া যায়।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে গারোদিগের কিছুই বিচার নাই। ইহারা কুক্কুর, বিড়াল, ভেক, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জীবজন্তু ভক্ষণ করে। বিশেষতঃ কুক্কুর-মাংসই ইহাদের অতীব উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। কুক্কুর হনন-দ্বারা ইহাদের যে এক প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা ভোজনে ইহারা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। তাহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই ঃ—প্রথমতঃ, ইহারা একটা কুক্কুরকে উদরপূর্ণ তণ্ডুল ভোজন করাইয়া সজীব অবস্থাতেই প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করে। পরে উদরস্থ তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে বোধ হইলে, উদরচ্ছেদ করিয়া সেই সকল

তণ্ডুল বাহির করিয়া লয়। এই অপূর্ব্ব দ্রব্যকেই ইহারা "কুক্কুরপিঠা" বলিয়া থাকে। ইহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মদ্যপান করে, কদাচ গোদুগ্ধ পান করে না, দুগ্ধকে ক্লেদ বলিয়া ঘৃণা করে।

ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট। বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের মনোনীত এবং পরস্পরের সম্মতি না হইলে পরিণয়-সংস্কার সম্পন্ন হয় না। ইহাদের জননী যে গোত্রের কন্যা, পুত্রেরা সেই গোত্র প্রাপ্ত হয়; এজন্য ইহাদের মাতামহ-গোত্রে পাণিগ্রহণ হয় না।

গারো জাতির মধ্যে পরস্ত্রী-সম্ভোগ, চৌর্য্যক্রিয়া, মনুষ্য-হনন, এই তিন অপরাধই অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ ও মহাপাপজনক; এই নিমিত্তই এই তিন অপরাধে উহাদের প্রাণদণ্ড হয়। ইহাদের অন্যান্য অপরাধে তদনুযায়ী অর্থদণ্ড হইলেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। দণ্ডদ্বারা যে অর্থসঞ্চয় হয়, তৎসমু-দায়েই ইহারা মদিরা পান করে।

কোন গারোর মৃত্যু হইলে যত দিন পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলে সমবেত না হয়, তত দিন তাহার সৎকার হয় না। পরে তাহারা সকলে সমবেত হইলে, মহা সমারোহ-সহকারে ঐ মৃত দেহের সৎকার হয়। এ নিমিত্ত অনেকের শব তিন চারি দিন পর্য্যন্তও গৃহে থাকে।

গারো জাতি কার্পাসের কৃষিকর্ম্মে অত্যন্ত সুচতুর। ইহারা কার্পাস বিনিময় করিয়া ধান্য, লবণ, তাম্বূল, শুষ্কমৎস্য প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করে। অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় ইহারাও নানা দেবদেবী-পূজক।

'এই অসভ্য জাতির পাণিগ্রহণের প্রথা যে কেমন উৎকৃষ্ট, তাহা প্রকৃষ্ট রূপে পর্য্যালোচনা করিলে, অনেক সভ্য জাতিকে ইহাদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। আহারের বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহাদিগকে সমুদায় জঘন্য বন্যপশু অপেক্ষাও নীচ ও হেয় বোধ হয়।

পরদুঃখ অসহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য।

কিবা শোভা পায় মণি,
রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী,
পারিষদ-দলে॥
কিবা শোভা পায় শশী,
গগন-মণ্ডলে।
কিবা শোভা পায় অসি,
বীর-করতলে॥
কিবা শোভা পায় ভৃঙ্গ,
অমল-কমলে।
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ,
গিরিময় স্থলে॥
কিবা শোভা পায় শিশু,
জননীর কোলে।
কিবা শোভা পায় ইষু,
সমর-হিল্লোলে॥

কিবা শোভা পায় কেশ,
সুন্দরীর শিরে।
কিবা শোভা পায় বেশ,
সুন্দর শরীরে॥
কিবা শোভা পায় হাস্য,
শিশুর অধরে।
কিবা শোভা পায় লাস্য,
সভার ভিতরে॥
কিন্তু পর-দুঃখে যার,
আঁখি ভাসে জলে।
তার সম শোভা আর,
কি আছে ভূতলে!

স্বকর্ম্ম ফলভোগ।

কূপকারী যেমন ক্রমশ নীচে যায়।
স্থপতি সকল ক্রমে ঊর্দ্ধে স্থান পায়॥
সে রূপ মানবগণ নিজ কর্ম্ম-ফলে।
ক্রমে ক্রমে উচ্চ আর নীচ পথে চলে॥
নিজ কর্ম্ম-দোষে জীব নানা ক্লেশ পায়।
তবে কেন দোষী করে জগত্-পিতায়॥
তিনি নিত্য নিরঞ্জন শুদ্ধ সত্যময়।
পক্ষপাত-পরিহীন করুণা-নিলয়॥
সকল মঙ্গলালয় শুদ্ধ প্রেম-ধাম।
প্রেম ধন দানে তাঁর নাহিক বিরাম॥

সর্ব্বত্র প্রকাশে কর যথা প্রভাকর।
সর্ব্বত্র পতিত হয় যথা চন্দ্রকর॥
সর্ব্বত্র সতত বহে যথা সমীরণ।
সর্ব্বত্র শীতল শুদ্ধ করে যথা বন॥
তরু যথা ফল ছায়া সবে করে দান।
তেমনি তাঁহার দয়া সর্ব্বত্র সমান॥
রবি-শশি-কর যথা আচ্ছাদিত স্থলে।
পতিত না হয় কভু এই ভূমণ্ডলে॥
সেই রূপ কর্ম্ম-দোষে পূর্ণ যেই জন।
সে জন না হয় তাঁর করুণা-ভাজন॥

শত্রুদমনের সদুপায়।

পুরাকালে জয়স্থল নগরে জয়সেন নামে এক ধীশক্তিসম্পন্ন, নীতিবিশারদ, শান্তস্বভাব নরপতি ছিলেন। একদা তদীয় রাজ্যান্তর্গত কতিপয় অধার্ম্মিক কৃতবিদ্য চতুর লোক তদীয় রাজ্য গ্রহণার্থ অতীব অত্যাচার করিতে লাগিল। নরপতি বলপূর্ব্বক তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের চেষ্টা না করিয়া, পরম সমাদরে তাহাদের প্রত্যেককে এক এক সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দ্বারা তাহারা বৈরভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার বশীভূত হইয়া নিতান্ত শান্তস্বভাব হইল; এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গভীরস্বরে আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অহো! আমরা কি নরাধম দুর্ব্বৃত্ত দস্যু! এমন উদার-চরিত মহাত্মা পুরুষের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম!

আমাদের তুল্য পামর, পাপিষ্ঠ, নিষ্ঠুর ও নরাধম ভূমণ্ডলে আর কে আছে! মাতর্মেদিনি! তুমি এই দুরাত্মাদিগকে স্বকীয় অঙ্কে স্থান দান করিয়া কি ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ!

মহীপালের এই প্রকার অদ্ভুত ব্যবহার দর্শনে তাঁহার প্রধান প্রাড়্বিবাক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি-বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত-চূড়ামণি, কোন্ বিবেচনায় এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু-দিগকে প্রধান প্রধান পদে অভিষিক্ত করিলেন, ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে, যে, ভূভুজেরা সর্ব্বদাই দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিবেন। বিশেষতঃ রাজবিদ্রোহীদিগকে নিপাত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি-বেন। আপনি যে তদ্বিপরীত ব্যবহার করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার বিবেচনায় ইহাদিগকে সবংশে সংহার করা কর্ত্তব্য।

রাজা প্রাড়্বিবাকের এই বাক্য শুনিয়া সহাস্য আস্যে কহি-লেন, সচিবপ্রবর! যদি সামান্য উপায়ের দ্বারা শত্রুদিগের দুরভিসন্ধি দূর করিয়া বশীভূত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আর আবশ্যকতা কি! এরূপ উপায়ে কি দুষ্ট-দমন ও শত্রু-নিপাত হইল না? বস্তুতঃ বলপ্রকাশ অপেক্ষা এইরূপ উপায়েই সর্ব্বতোভাবে দুষ্টের দমন ও শত্রুর নিপাত হইতে পারে। আমার বিবেচনায় কৌশলেই শত্রুনিপাত করা কর্ত্তব্য, বল প্রকাশ করিয়া শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে, রিপুকে নীতিবলদ্বারা বশ করিবেক। "রিপুং নয়বলৈঃ কুর্য্যাদ্বশম্।"

রাজচক্রবর্ত্তীদিগের সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, শত্রু-দমনের

এই উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে আদৌ সাম, দান অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। যদি সহজেই বৈরনির্যাতন হয়, তবে ভেদ, দণ্ড অবলম্বনার্থ অশেষ ক্লেশ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? যদি সাম, দানদ্বারা একান্ত কার্য্যোদ্ধার না হয়, তবে অগত্যা ভেদ, দণ্ড অবলম্বন করা যাইতে পারে। শেষ পক্ষের নিমিত্তই ভেদ, দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। এস্থলে সাম, দানদ্বারাই কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, সুতরাং ভেদ, দণ্ড অবলম্বনের আবশ্যকতা কি?

চিত্ত-শুদ্ধি ও জ্ঞান-গৌরব*।

তৃণ পত্র জল, আহারে কেবল, যদি লোক যোগী হয়।
যতেক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ, তারা কেন যোগী নয়॥
যদি বল কায়, বিভূতি মাখায়, হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
কুকুরাদি তবে, কেন নাহি হবে, ধর্ম্মশীল সাধু-জন॥
বাস করি বনে, সমীর ভক্ষণে, যদি হে যোগীন্দ্র হবে।
যত অজগর, সর্প ভয়ঙ্কর, কেন যোগী নয় তবে॥
যদি শীত বাত, আতপ সংঘাত, যোগী হইলেই সহে।
শূকরাদি যত, পশু শত শত, তারা কেন যোগী নহে॥
যদি অনুক্ষণ, করি অধ্যয়ন, হইবে জ্ঞানী সকলে।
দেখ শুক-শারী, পড়ে মনোহারী, তাদের কে জ্ঞানী বলে॥
পুরীষ চন্দনে, সম ভাবি মনে, যদি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়।
পুরীষ পায়স, ভোজনে মানস, ষণ্ড কেন ব্রাহ্ম নয়॥
তাই বলি মন, কর রে শ্রবণ, এ সকল মিথ্যা ভাণ।
সংসার-তারণ, কল্যাণ-কারণ, চিত্তশুদ্ধি আর জ্ঞান॥

---

* কুলার্ণব হইতে অনুবাদিত।

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

ওরে নর যখন তোমার থাকে ধন।
কত মতে উপাসনা করে কত জন॥
নানা ছলে করে তব সম্পদ হরণ।
ছায়ার সমান সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥
বিপদে পড়িলে পরে হইয়ে নির্ধন।
তোমারে অমনি তারা করে বরজন॥
তখন তোমার আর না লয় সম্বাদ।
আরো তব নানা মতে দেয় অপবাদ॥
বলে কর্ম্ম মত ফল ফলিল এখন।
বহু ব্যয় করেছেন আগেতে যেমন॥
তাই বলি এমন অসৎ-সঙ্গ ত্যজি।
কর নিত্য জ্ঞানার্জ্জন সাধু-সঙ্গে মজি॥
সাধুর প্রকৃতি কভু বিকৃত না হয়।
সুখ-দুঃখে বন্ধুজনে সম ভাবে রয়॥
যে প্রকারে জ্ঞান জন্মে সুহৃদের মনে।
সেই চেষ্টা সাধুর অন্তরে সর্ব্বক্ষণে॥
পাইয়ে শশীর সঙ্গ নিশা সুখকরী।
সুধাসম হয় বিষ বৈদ্য-সঙ্গ ধরি॥
কুসুমের সহ কীট সুর-শিরে যায়।
সেই রূপ সাধুসঙ্গ অধমে তরায়॥

সূর্য্য।

সূর্য্য তেজোময় জড় পদার্থ। ইহার আকার গোল, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নহে; উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। সূর্য্য গ্রহ সমুদায়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; গ্রহ সমুদায় ইহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য গ্রহ সমূহের ন্যায় ২৫ দিবসে এক এক বার আপনার মেরুদণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া আসে।

সূর্য্য অত্যন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ। ইহার ব্যাস ৪,৪০,০০০ ক্রোশ, পরিধি ১৩,৮২,৩০০ ক্রোশ। এই ব্যাস ও পরিধির বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সূর্য্য যে কেমন প্রকাণ্ড পদার্থ, তাহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় ৪,৩৫,০০,০০০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, এজন্য উহাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়। ফলতঃ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য ১৪,০০,০০০ গুণ বড়।

সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল আলোক ও উত্তাপের আকর স্বরূপ। গ্রহ সকল স্বভাবতঃ আলোকপূর্ণ ও তেজোময় নহে, সূর্য্য হইতে আলোক ও তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্ব স্ব মণ্ডলাকার নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে পরিভ্রমণ করিয়া আসে।

পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের সূর্য্যকে কেবল দ্রবীভূত আগ্নেয় পদার্থ বলিয়া হৃদ্বোধ ছিল। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি অবধি সে ভ্রম ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই আশ্চর্য্য যন্ত্রের সহায়তায় নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, সূর্য্য কঠিন পদার্থ, তন্মধ্যে আলোক ও উত্তাপ সঞ্চয়োপযোগী নানা প্রকার

পদার্থ-সমষ্টি আছে। ঐ পদার্থ-সমষ্টির কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আলোক ও উত্তাপ বহিষ্কৃত হইতেছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সহকারে সূর্য্যমধ্যে নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট কৃষ্ণ ও উজ্জ্বলবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ রেখা দেখা যায়। কিন্তু কখন কখন অধিক ও কখন কখন অল্প সংখ্যক রেখা নয়নগোচর হইয়া থাকে, এবং কখন কখন কিছুই দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ রেখা প্রায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এবং কখন কখন মধ্যস্থলে দেখা যায়। ঐ রেখা সকল এমন বৃহৎ, যে, তন্মধ্যে কোনটার ব্যাস ৫০০ ক্রোশের ন্যূন নহে। ৮,৮০০ ক্রোশ ব্যাসাশ্রিতও অনেক রেখা তন্মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি, এই প্রকাণ্ড পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ কয়েকটি রেখা তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। রেখা সকল যেমন শীঘ্র উৎপন্ন হয়, আবার তেমনি শীঘ্র লীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ রেখা সমস্তের কোন কোনটা এক সপ্তাহ, কোন কোনটা এক পক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আর অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ রেখা সকলের কোন কোনটা এক মাস, কোন কোনটা দুই মাস পর্য্যন্তও স্থায়ী হয়।

বিশ্ববিধাতার এই সুকৌশলসম্পন্ন সৃষ্টিকাণ্ডের মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও হিতকর পদার্থ। সূর্য্য হইতে কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সকল লোকই আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছে; এবং সেই সকল স্থান যে প্রকার ভাবাপন্ন হইলে জীব সমূহের আবাস যোগ্য হইতে পারে, সূর্য্যদ্বারা তাহাও ব্যবস্থিত হইতেছে। ইহার আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে গ্রহ, উপগ্রহ সকলের গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, এবং প্রত্যেকে সমঞ্জসীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই যে আমাদের সুখময়ী আবাস-ভূমি জননী বসুন্ধরা, এই সর্ব্বগুণনিধান প্রভাকরদ্বারা ইহার যে কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া কে শেষ করিতে পারে! প্রভাকর প্রত্যহ জগৎপ্রফুল্লকর কর বিস্তার করিয়া জগতের অন্ধকার দূর করিতেছে। সেই আলোক ও উত্তাপে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শস্য প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে রস আচূষণ করিতেছে। সেই রস তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালন নিবন্ধন তাহারা সজীব থাকিয়া পত্র, মুকুল, পুষ্প, ফলাদিতে সুশোভিত হইতেছে। ক্রমশঃ সেই উত্তাপে ফল-শস্যাদি পক্ক হওয়াতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র ও নদীতে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হইয়া শস্যোৎপাদন, নৌসঞ্চালন, এবং জল-সংরক্ষণাদির বিস্তর সুযোগ হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র হইতে জল বাষ্প-রূপে উত্থিত হইয়া, পরে বৃষ্টিরূপে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। তাহাতে বসুমতী রসবতী হইয়া শস্যোৎপাদিকা-শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে সূর্য্যদ্বারা পৃথিবীর যে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

সূর্য্য আমাদের লোচন স্বরূপ। সূর্য্য না থাকিলে এই বিচিত্র বিশ্বব্যাপার অবলোকন করিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতে পারিতাম না; সুতরাং চক্ষুঃসত্ত্বেও আমা-দিগকে অন্ধ হইয়া কালযাপন করিতে হইত। এই কারণেই আমাদের সুবিজ্ঞ শাস্ত্রকার মহোদয়েরা সূর্য্যের জগল্লোচন নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি এই অশেষ-মঙ্গলাকর প্রভাকরের অভাব হইত, তবে

পৃথিবী অহরহঃ প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শস্য প্রভৃতি কিছুই উৎপাদনে সমর্থ হইত না। সুতরাং মনুষ্য পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীববর্গ আবশ্যকীয় আহারাভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। এমন কি, এই অশেষ সুখাকর জগৎ কেবল সাক্ষাৎ প্রলয়ের করাল মূর্ত্তি ধারণ করিত।

দেশভাষা, সাধারণ-শিক্ষা এবং একতার প্রতি উক্তি।

প্রথমে শুন গো মাতা দেশভাষা সতি।
তোমা বিনে নরের কি হবে আর গতি॥
তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় প্রজ্ঞান।
তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় বিজ্ঞান॥
পরকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি হওয়া দায়।
তবে জ্ঞান লাভ হবে কেমনে ত্বরায়॥
জ্ঞানের কারণে ভাষা হয়েছে কেবল।
জ্ঞান না জন্মিলে তায় বল কিবা ফল।
ভাষা শুধু জ্ঞান-গৃহ-দ্বারের সমান।
দ্বার পার না হইলে কেবা পায় জ্ঞান॥
হইতে দুয়ার পার যদি কাল যায়।
তবে কবে জ্ঞান লাভ হবে হায় হায়॥
কত ক্লেশ পর-ভাষা-দুয়ার চিনিতে।
তবে কবে হবে পার না পারি বুঝিতে॥

চেনা আছে সকলের দেশ-ভাষা-দ্বার।
কাজে কাজে অল্পায়াসে হতে পারে পার॥
এই দ্বার পার হয়ে যতেক ধীমান।
নিত্য সুখী হয় পেয়ে বিজ্ঞান প্রজ্ঞান॥
যদি তোমা প্রতি রাগ থাকে সবাকার।
আরো কত রূপ বাড়ে জননি তোমার॥
গ্রন্থকার সকলে বিবিধ রচনায়।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী করে তোমারে ত্বরায়॥
অন্য ভাষা ভজে যেবা ত্যজিয়ে তোমারে।
তার জ্ঞান লাভ হওয়া ভার এ সংসারে॥
কেবল সে অবোধের দেখি গো নিয়ত।
লাভ হয় সে জাতির আছে দোষ যত॥
তাই বলি আগে করি তোমারে ভজনা।
তার পরে পরভাষা করুক সাধনা॥
তবেই হৃদয় জ্ঞানরত্ন-পূর্ণ হয়।
স্বরগ-সম্পদ তায় সুখে করে ক্রয়॥
সাধারণ-শিক্ষা দেবি শুন গো এখন।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥
তোমার প্রসাদ-পূর্ণ হয় যেই দেশ।
তাহার ভাগ্যের কথা কে করিবে শেষ॥
কি নীচ কি ভদ্র আর কি নারী কি নর।
সকলেই তব পূজা করে নিরন্তর॥
যত কুসংস্কার তথা না থাকে গো আর।
বাঁধা থাকে ভাগ্যলক্ষ্মী তথা অনিবার॥

শোভা হেরি সে দেশের মোহিত হইয়ে।
রহেন উন্নতি-দেবী বসতি করিয়ে॥
বহু পুণ্য-ফলে নর জনমে তথায়।
বসুন্ধরা ধন্য হয় ধরিয়ে তাহায়॥
নরের ভূষণ যথা প্রবোধ রতন।
প্রবোধ-ভূষণ যথা পরমার্থ-ধন॥
গগন-ভূষণ যথা সুধাংশু তপন।
সেই রূপ সেই দেশ অবনি-ভূষণ॥
এখন শুন গো মাতা একতা সুন্দরি।
তোমার চরণে কিছু নিবেদন করি॥
কত গুণ মা তোমার কার সাধ্য বলে।
দুঃসাধ্য সাধন হয় মা তোমার বলে॥
নীচ লোক যদি লয় তোমার আশ্রয়।
সচ্ছন্দে করিতে পারে মহতেরে জয়॥
বানর বনের পশু তোমার কৃপায়।
সাগরে বাঁধিল সেতু অতি শৃঙ্খলায়॥
লঙ্কেশ্বরে সবংশেতে করিল নিধন।
জলপিণ্ড দিতে না রহিল এক জন॥
দেখ তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছ তোমার আশ্রয়ে।
বাঁধিয়ে রাখিতে পারে হরি-করি-হয়ে॥
যে সংসারে তব পূজা হয় অনিবার।
মরি কি সুচারু রূপে চলে সে সংসার॥
নর নারী তব বশে থাকে মা যথায়।
প্রণয় পরম নিধি থাকে গো তথায়॥

যেখানে তোমার দয়া সেই খানে বল।
তা নহিলে মহাবলো যায় রসাতল॥
সুন্দ উপসুন্দ বীর জিনিল সংসার।
তুমি বাম হবা মাত্র হইল সংহার॥
যে জাতির একতা-রতনে নাহি মতি।
সে জাতির দাস্য-বৃত্তি বিনা নাহি গতি॥
দেখিলে তাদের দশা কাঁদে প্রাণ মন।
অধীনতানলে জ্বলে সতত জীবন।
জানে না যে স্বাধীনতা রতন কি ধন॥
"দশে মিলে করে কাজ" যদি এ ভুবনে।
"হারিলেও নাহি লাজ" বলে সাধারণে॥
মনের একতা বিনা মুক্তি নাহি হয়।
তবু নর করে না গো একতা আশ্রয়॥
এখন শুন গো বলি ও গো মা সকলে।
নিবেদন করি কিছু চরণ-কমলে॥
যে দেশে তোমরা সবে থাক মা স্বগণে।
ভাগ্য-লক্ষ্মী সে দেশে প্রসন্ন অনুক্ষণে॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়ে মিলিয়ে।
নৃত্য করে নিরন্তর সুবেশ ধরিয়ে॥
সভ্যতা, উন্নতি, সদা রহে আলো করি।
তারে ধরি ধন্য হয় ধরণী সুন্দরী॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাপলণ্ড দেশ।

ইয়ুরোপ খণ্ডের উত্তর ভাগে এই লাপলণ্ড দেশ। ইহার পশ্চিম সীমায় আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, উত্তরে হিমসাগর, পূর্ব্বে শ্বেতসাগর এবং দক্ষিণে রুষিয়া রাজ্য।

লাপলণ্ড দেশ অতি হিমপ্রধান। বিশেষতঃ শীতকালে এরূপ দুর্জ্জয় শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, যে, তথাকার নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতি সমুদায় জলাশয়ের জল জমিয়া যায়; এবং সমুদায় দেশ অন্যূন তিন হস্ত তুষার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। জ্বলন্ত অনলোত্তপ্ত উষ্ণতর গৃহের দ্বারও যদি এক মুহূর্ত্ত উদ্ঘাটিত থাকে, তবে বাহিরের বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই অনলোত্থিত বাষ্প সমুদায়কে বরফ করিয়া ফেলে। শীতকালে যেমন ক্রমাগত বরফ পতিত হইয়া সমুদায় দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই প্রকার আবার কুজ্‌ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই অন্ধকারময় করিয়া রাখে। কুজ্‌ঝটিকার আতিশয্য প্রযুক্ত পথিকেরা সর্ব্বদাই পথভ্রান্ত হইয়া মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হয়; এবং কখন কখন অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর ঝটিকার উৎপত্তি হইয়া কেবল তুষার-বৃষ্টি হইতে থাকে; তাহাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া বিস্তর জীব নষ্ট হয়। শীতকালে লাপলণ্ড দেশে দিবসের পরিমাণ অত্যল্প, রাত্রির পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, উহার উত্তরভাগে গ্রীষ্ম ঋতুতে তিন মাস ক্রমাগত সূর্য্য অস্তগত হয় না; এবং শীত ঋতুতেও ক্রমাগত তিন মাস উদিত হয় না।

শীতাধিক্য প্রযুক্ত তত্রত্য লোকেরা চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান, এবং মস্তকে চর্ম্মের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে; এই সমুদায় পরিচ্ছদের অগ্রভাগ ঊর্ণাদ্বারা সুশোভিত করে। কটিদেশে একটি চর্ম্মের কটিবন্ধনী ব্যবহার করে; ঐ কটি-বন্ধনীতে ছুরিকা, অগ্নিপাত্র, ধূমপানের নল প্রভৃতি বন্ধন করিয়া রাখে। কটিবন্ধনী সুদৃশ্য করিবার নিমিত্ত পিত্তল অথবা রঙ্গ-দ্বারা খচিত করে। স্ত্রীলোকেরাও প্রায় ঐ প্রকার বেশভূষা করিয়া থাকে। অধিকন্তু তাহারা কটিদেশে রুমাল বন্ধন, এবং অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ও কর্ণে কর্ণবলয় প্রভৃতি পিত্তলের অলঙ্কার ধারণ করিয়া অঙ্গশোভা সাধন করে।

লাপলণ্ডবাসীরা এক স্থানে চিরকাল বাস করে না। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুসারে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। শীত ঋতুতে গৃহে, গ্রীষ্মকালে শিবিরে বাস করে। তাহারা শীতের আশঙ্কায় গৃহের দ্বার কিংবা বাতায়ন রাখে না; কেবল এমন দুইটি ক্ষুদ্র পথ রাখে, যে, তদ্দ্বারা অত্যন্ত কষ্টস্বষ্টে গমনাগমন করিতে পারে মাত্র। ঐ পথদ্বয়ের একটি পথ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করে। সেই পথ দিয়া পুরুষেরা মৃগয়া বা কোন বিশেষ কার্য্য-সাধনার্থ বাহিরে যায়। স্ত্রীলোকেরা ঐ পথ দিয়া গমনাগমন করিতে পায় না; কারণ, লাপলণ্ডবাসীদিগের এরূপ বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে, যে, মৃগয়া বা কোন বিশেষ কার্য্যসাধনার্থ যাত্রাকালে স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিলে তৎকর্ম্মে বিঘ্ন জন্মে।

তাহারা বংশ এবং চর্ম্মদ্বারা শিবির প্রস্তুত করে; তদ্দ্বারা তাহাদের কিঞ্চিৎ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধনুঃ

শর, কটাহ, কাষ্ঠের বাটী, খোরা, চামচ প্রভৃতি লাপলণ্ডবাসী-দিগের গৃহসম্পত্তি। বনান্তর-যাত্রাকালে তাহারা ঐ সকল সামগ্রী নিবিড় বনের বৃক্ষের উপরিভাগে পায়রার খোপের ন্যায় এক একটি খোপ করিয়া তন্মধ্যে রাখিয়া যায়। তাহারা ঐ সকল খোপের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে না, তথাপি কেহ চুরী করিয়া লয় না।

বল্‌গা-মৃগ (রেন্‌ডিয়ার) নামক মৃগ জাতিই তাহাদের প্রধান অশন ও সম্পত্তি স্বরূপ। বল্‌গা (লাগাম) দ্বারা চালিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে বল্‌গা-মৃগ কহে। তাহারা ইহার মাংস-ভোজন, দুগ্ধপান, চর্ম্মপরিধান, শৃঙ্গ ও অস্থিদ্বারা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত, এবং শিরায় ধনুকের গুণ ও উন্মাথ রচনা করিয়া থাকে। এমন কি, এই মৃগশরীরের এরূপ কোন অংশই নাই, যাহাতে তাহাদের কোন উপকার না দর্শে। তাহারা মৎস্য ও ভল্লূকমাংসও ভক্ষণ করে, এবং ভল্লূকমাংস অত্যন্ত কোমল ও সুস্বাদু বোধ করিয়া থাকে।

লাপলণ্ড দেশে এত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, যে, এক খণ্ডের লোক অপর খণ্ডের কথা সহজে বুঝিতে পারে না; এবং তাহাদের কোন অক্ষর বা লিপি প্রচলিত নাই, কেবল চিত্রদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে।

বল্‌গা-মৃগচারণ, মৎস্য-ধরণ, পশু-হনন, ক্ষুদ্র নৌকা ও শকট-নির্ম্মাণ করাই পুরুষের কর্ম্ম। জালবয়ন, মৎস্য ও মাংস শুষ্ককরণ, বল্‌গা-মৃগের দুগ্ধদোহন এবং তদ্দ্বারা পনীর প্রস্তুত করাই স্ত্রীলোকের কর্ম্ম। তথাকার স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করে না, পুরুষেরাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

তত্রত্য লোকেরা অপর জাতির নিকটে শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূসর-বর্ণ উল্কামুখী ও ধূসর-বর্ণ কাষ্ঠবিড়াল বিনিময় করিয়া তাম্রকূট এবং বস্ত্র গ্রহণ করে।

লাপলণ্ড দেশস্থ লোকের উদ্বাহ-পদ্ধতি অতি চমৎকার। প্রথমতঃ বিবাহার্থী পুরুষের ভাবী শ্বশুরকে মদিরা উপঢৌকন দিয়া তোষামোদ করিতে হয়; এবং যদবধি শ্বশুর কন্যাদানে স্বীকৃত না হয়, তদবধি বরের কন্যাদর্শনে অধিকার নাই। পরে বিবাহ ধার্য্য হইলে প্রথমতঃ যে দিনে বর কন্যাদর্শনে অভিলাষ করে, সেই দিনে বরের কন্যাকে অতি উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী দিতে হয়। কিন্তু কোন লোকের সম্মুখে দিলে কন্যা তাহা গ্রহণ করে না। যদবধি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন না হয়, তদবধি সে যত বার সেই ভাবী পত্নীকে দেখিতে আসে, তত বার শ্বশুরকে এক এক বোতল মদ্য দিতে হয়। এই প্রকারে কাহারও কাহারও দুই বৎসর পর্য্যন্ত সুরা দিয়া অভিলাষ সিদ্ধ করিতে হয়। বঙ্গদেশীয় লোকের ন্যায় পুরোহিত ব্যতীত ইহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ইহারা বিবাহকালীন বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্রিত ক্রীড়নক-সংযুক্ত একটি মুকুট কন্যার মস্তকে দিয়া থাকে; এবং সেই সময়ে আমোদের নিমিত্ত প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে বিবিধ-প্রকার ক্রীড়নক ঋণ করিয়া আনে। ইহাদের আর এই এক প্রথা আছে, যে, বিবাহের পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত জামাতার পত্নীকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইবার অধিকার নাই। এতাবৎকাল তাহাকে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শ্বশুরের উপকার করিতে হয়। তৎপরে পত্নীকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময়ে তাহার

জনক তাহাকে সম্পত্তি স্বরূপ কতকগুলি মেষ, একটা জয়ঢাক ও সামান্য তৈজসাদি দিয়া থাকে।

লাপ্লণ্ড দেশে কাহারও ভবনে কোন আত্মীয় ব্যক্তির সমাগম হইলে, প্রথমতঃ বহির্দ্দেশে পুরুষেরা গীতবাদ্যসহকারে তাহাকে আহ্বান করে। পরে তাহার উপবেশনার্থ একখানি চর্ম্মের আসন প্রদান করিয়া, তাহার সহিত পশুহনন, মৎস্য-ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করিতে থাকে। এ দিকে অন্তঃ-পুর মধ্যে রমণীমণ্ডল একত্রিত হইয়া কোন আত্মীয় লোকের মৃত্যুজনিত শোক উদ্দীপ্ত করিয়া কোলাহল পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠে। তৎপরক্ষণেই ক্রন্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর নস্যগ্রহণ করিতে করিতে রহস্যজনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প করিয়া আমোদ করিতে থাকে। আহারের সময় কোন আত্মীয় ব্যক্তি অধিক ভোজন করিলে গৃহস্বামী তাহাকে অতি দুঃখী বোধ করিয়া থাকে; এই লজ্জায় প্রথমে সে অল্প ভোজন করে; কিন্তু গৃহস্বামী অনুরোধ করিলে, অবশেষে বিলক্ষণ আহার করিতে ত্রুটি করে না।

তদ্দেশীয় লোকেরা প্রগাঢ় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী; তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তা গণকদিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকে। দিনা-মার ও সুইস ধর্ম্মপ্রচারকেরা তাহাদিগকে খৃষ্টিয়ান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে মুখে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা উপাস্য দেবতার নিকটে কেবল বলগা-মৃগের কল্যাণ ও পালবৃদ্ধির প্রার্থনা করে।

তাহাদের ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যায়ও নৈপুণ্য আছে। এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহারা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন করিয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারে।

লাপলণ্ডবাসীরা কাল বিড়ালকে গৃহের শ্রীস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিয়া থাকে; এবং মৃগয়ায় ও মৎস্য ধরিতে যাইবার সময়ে উহাদিগকে অত্যন্ত আদরপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া যায়। এমন কি, কোন কোন লোকের কাল বিড়ালের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, যে, অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকটে বর প্রার্থনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।

রিপুদমনার্থ মনঃপ্রতি হিতোপদেশ।

মন রে,—

ছয় জন দস্যুর দাসত্ব সদা করি।
মহা গর্ব্বে প্রভু হতে চাও সর্ব্বোপরি॥
কখনো করিতে পার দস্যুগণে জয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
সে কি হতে পারে প্রভু ছয় প্রভু যার।
ছি ছি মন এ কেমন চরিত তোমার॥
কখনো তাহারা যদি তব বশ হয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
যদি তুমি প্রভু হতে সদা সাধ কর।
ওই ছয় জনে কর অধীন কিঙ্কর॥

যখন তোমারে তারা করিবে হে ভয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
যখন চলিবে তারা তোমার শাসনে।
যখন বসিবে তারা শান্তির আসনে॥
যখন তাদের পাবে ধীর-ভাবোদয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
যখন চিন্তিবে তারা তোমার কল্যাণ।
যখন ধরিবে তারা হিতাহিত জ্ঞান॥
যখন করিবে তারা সাধু-পথাশ্রয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
ধৈরজ অমোঘ বাণ আছে তব পুরে।
সেই বাণে জয় কর সেই ছয় শূরে॥
যখন একান্ত তারা হবে পরাজয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥
কেন ভুলে থাক মন থাকিতে এ বাণ।
নিজ গৃহে আছে তবু না পাও সন্ধান॥
যখন ইহার মর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।
তখন হবে হে প্রভু তুমি মহাশয়॥

বৃক্ষদ্বয়।

১ গোপাদপ।—এই অদ্ভুত বৃক্ষ আমেরিকা খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বিস্তর জন্মে। কি চমৎকার! অস্ত্র-দ্বারা ইহার স্কন্ধদেশে ক্ষত করিলে অনর্গল অভেদ-গোদুগ্ধের ন্যায় গাঢ়, সুস্বাদ ও

পুষ্টিকর দুগ্ধ নির্গত হয়। এজন্য এই বৃক্ষকে গোপাদপ কহে। অধিকন্তু, গোদুগ্ধ অপেক্ষা ইহার দুগ্ধে বিশেষ সৌগন্ধ আছে। এই বৃক্ষ সরল ভাবে অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠে। ইহার কাষ্ঠ সারযুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী; ফল অত্যন্ত রসাল ও সুস্বাদ, দেখিতে আতৃপ্যের তুল্য। তত্রত্য লোকেরা এই দুগ্ধ পান করে; এবং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ইহার সহিত সিক্ত করিয়াও ভক্ষণ করিয়া থাকে। অপরাপর সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালেই অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নির্গত হয়, এ নিমিত্ত তত্রত্য লোকেরা প্রত্যুষেই উহা আহরণ করিয়া থাকে।

লিভেন্‌স নামক প্রসিদ্ধ পর্য্যটক, দক্ষিণ আমেরিকার কোন বনমধ্যে প্রায় মাসাতীত ভূমিশায়ী এক গোপাদপ হইতে নিজ ভৃত্যকে দুগ্ধ বাহির করিতে আদেশ করেন। সে কুঠার-দ্বারা সেই বৃক্ষের স্কন্ধদেশে কতকগুলি ক্ষত করিলে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যথেষ্ট দুগ্ধ নির্গত হয়। তিনি সেই দুগ্ধ আহরণ-পূর্ব্বক অল্প জল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চা প্রস্তুত করেন। সেই চা পান করিয়া বলেন, যে, গোপাদপের দুগ্ধে প্রস্তুত হওয়াতে তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়াছিল। কাপিতে মিশ্রিত হইলেও অতিশয় সুস্বাদু হয়; বিশেষতঃ সেই সুস্বাদুর সহিত এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হওয়াতে সেই কাপি পানে অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মে।

ঐ দুগ্ধে এক প্রকার শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাষ্ঠাদি দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া থাকে। লিভেন্‌স মহোদয় ঐ শিরীষে একটি বেহালা যন্ত্রের উপরে ও নীচে দুই খানি কাষ্ঠ সংযোগ করিয়াছিলেন। সেই বেহালা দুই বৎসর কাল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইলেও তাহার সংযোগের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গোদুগ্ধ অনাবৃত থাকিলে জমিয়া অকর্ম্মণ্য হয়; গোপাদপের দুগ্ধ অনাবৃত থাকিলে জমিয়া গটাপর্চ্চার ন্যায় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়। কিন্তু গটাপর্চ্চা উষ্ণজল সংযোগে কোমল হইয়া যেমন বিবিধ উপকারে লাগে, গোপাদপোৎপন্ন স্থিতিস্থাপক দ্রব্য তদ্রূপ নহে; এনিমিত্ত গটাপর্চ্চার ন্যায় ইহা অধিক ব্যবহার্য্য নহে।

২ নবনীত বৃক্ষ।—এই অদ্ভুত বৃক্ষ আফ্রিকা খণ্ডের বম্বরা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে তদ্দেশীয় লোকেরা শিরা বৃক্ষ কহে। ইহার ফল হইতে অতি উৎকৃষ্ট নবনীত প্রস্তুত হয়। এই নবনীত প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই, যে,—উহার ফল সমূহের কোমল শস্য সকল সূর্য্যের আতপে শুষ্ক করিয়া জলের সহিত অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিতে হয়। সেই জলের উপরি ভাগে যে এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য ভাসিয়া উঠে, তাহা প্রকৃত গোদুগ্ধ-মথিত নবনীত সদৃশ শুভ্র, কোমল, সুস্বাদু ও গুণকর। অধিকন্তু, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সম্বৎসরকাল সমভাবে থাকে। তত্রত্য লোকেরা শ্রাবণ মাসে ঐ নবনীত প্রস্তুত করে।

আহা! বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের কি চমৎকার সৃষ্টিকৌশল! ইহা দ্বারা তাঁহার অনুপম ও অসীম মহিমার কি পরিচয় প্রদান করিতেছে!

বিদ্যা-মাহাত্ম্য।

(মাতার প্রতি কোন বিদ্যার্থিনী কন্যার খেদোক্তি।)

ওগো মা-জননি, আমি শুনি সখী-মুখে।
কত বালা পড়িতে যায় গো মনোসুখে॥
নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করে অনিবার।
তাহায় মনের মল থাকে না গো আর॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্র অতি চমৎকার।
অসীম অতুল তার অন্ত পাওয়া ভার॥
দেখ নিত্য কোথা হতে প্রত্যূষ সময়।
দেখা দেন বিশ্বনেত্র মিত্র মহাশয়॥
আলোক পাইয়ে লোক শয্যা পরিহরি।
নানা কাজে ধায় সবে নানা ভাব ধরি॥
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিয়ে অতি খর কর।
পুনরায় অস্তাচলে চলে দিবাকর॥
সময় পাইয়ে শশী গগনমণ্ডলে।
পরকাশ হন আসি সহ দলবলে॥
বিস্তার করিয়ে নিজ শীতল কিরণ।
সুধাকর সুশীতল করেন ভুবন॥
মনোসুখে জীব হয় নিদ্রায় মগন।
পুনরায় প্রাতে ওঠে যত জীবগণ॥
এই রূপে দিবারাত্র আসে আর যায়।
আহা মরি ঈশ্বরের কি কৌশল তায়॥

ছয় ঋতু অনিবার করিছে ভ্রমণ।
ভেবে দেখ এ সকল বিচিত্র কেমন ॥
আপনি জন্মিয়ে এই অবনীমণ্ডলে।
দেখ কি কৌশলে বাড়ে উদ্ভিদ সকলে ॥
এই যে মানব-দেহ কি কৌশলে হয়।
কি কৌশলে চলে বলে কি কৌশলে রয় ॥
বিদ্যাতেই শুধু হয় এ সকল জ্ঞান।
বিদ্যা বিনা কার সাধ্য জানে এ সন্ধান ॥
দেখ শ্বেতপুরুষে কেবল বিদ্যাবলে।
কতই অদ্ভুত কল করিল ভূতলে ॥
মাসেকের পথ দেখ এক দিনে চলে।
এমন অদ্ভুত যান করেছে কৌশলে ॥
দেখ বহুদূরের সম্বাদ অল্প ক্ষণে।
তারের ভিতর দিয়ে আনে গো কেমনে ॥
মাটীর ভিতর দিয়ে আলোক আনিয়ে।
পথে পথে ঘরে ঘরে দিতেছে জ্বালিয়ে ॥
মাটীর ভিতর দিয়ে করি কি কৌশল।
যোগায় নগরময় নিরমল জল ॥
ভাবিয়ে যাহার কিছু না হয় সন্ধান।
বিদ্যাবলে শুধু হয় এ সকল জ্ঞান ॥
তাই বলি জননি গো বিদ্যা নাহি যার।
কি ফল এ ধরাতলে জীবনে তাহার ॥
নয়ন থাকিতে সেই হয় অন্ধ-প্রায়।
ভবভাব কিছুই না বুঝে হায় হায় ॥

শ্বাস থাকিতেও ভস্ত্রা সজীব তো নয়।
সেই রূপ সেই জন জীবন্মৃত হয়॥
বৃথা তনু বৃথা জনু তার শুদ্ধ ভার।
ধরার ধরায় তায় কিবা ফল আর॥
চক্ষুর দৃষ্টির আছে পরিমাণ অন্ত।
বিদ্যা-নয়নের তাহা অসীম অনন্ত॥
অসীম অনন্ত দৃষ্টি বিনা কদাচন।
কাহারো না হয় লাভ জ্ঞান-মহাধন॥
বিদ্যাচক্ষু-বলে তাই জন্মে দিব্যজ্ঞান।
বিদ্যাচক্ষু যার আছে সেই চক্ষুষ্মান॥
আহার বিহার আর নিদ্রা ভয় প্রাণ।
এ সকল নর আর পশুর সমান॥
নরগণ বড় শুধু বিদ্যার কারণে।
তা নহিলে কি প্রভেদ পশু মূঢ়জনে॥
অন্য ধন দানে দেখ ক্রমে হয় ক্ষয়।
বিদ্যাধন দানে দেখ ক্রমে বৃদ্ধি হয়॥
অন্য ধন জ্ঞাতিগণে ভাগ করি লয়।
বিদ্যাধন ভাগ নিতে কারো সাধ্য নয়॥
অন্য ধন হরে নিতে পারে চোরগণে।
বিদ্যাধন হবে চুরী বল না কেমনে॥
অন্য ধনে অনিত্য ক্ষণিক সুখ হয়।
বিদ্যাধনে নিত্য সুখ সমভাবে রয়॥
অন্য ধনে বাহ্য সুখ কেবল ভুবনে।
বাহ্য আন্তরিক দুই সুখ বিদ্যাধনে॥

অন্য ধনে ধনী পূজ্য কেবল স্বদেশে।
বিদ্যাধনে ধনী পূজ্য স্বদেশে বিদেশে॥
ছোট বড় ভেদ নাই বিদ্যার সদনে।
ব্রাহ্মণ শ্বপচ সম বিদ্যার কারণে॥
নারী নাই শূদ্র নাই, নাই জাতি কুল।
আর্য্য নাই ম্লেচ্ছ নাই সবে সমতুল॥
কুলীন মৌলিক নাই, নাই দুঃখী ধনী।
সুরূপ কুরূপ নাই ওগো মা জননি॥
যে জন আরাধে তাঁরে সেই তাঁরে পায়।
তার সম ভাগ্যবান কে আছে ধরায়॥
ভূলোক থাকিয়ে সেই দ্যুলোকে বিহরে।
দেবতার সম লোকে তারে পূজা করে॥
হইলে কন্যার শত্রু জননী হইয়ে।
এমন অমূল্য ধনে বঞ্চিত করিয়ে॥
যদি মোরে জীয়ন্তে রাখিবে মৃত করি।
তবে কেন গর্ভে স্থান দিলে আহা মরি॥
কি আর অধিক আমি বলিব তোমায়।
হেলা করি মজাইলে আপন কন্যায়॥
এ খেদ করিব আমি আর কার কাছে।
জননী যাহার বাম তার কেবা আছে॥

বন্ধুতা।

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। এই

বন্ধুতা প্রায়ই সমবয়স্ক, সমাবস্থ, সমস্বভাব এবং সম-মতাবলম্বী ব্যক্তির সহিত হইয়া থাকে।

বন্ধুতা মনুষ্যের প্রকৃতি-মূলক। মনুষ্য যখন অত্যন্ত স্ব-জাতিপ্রিয়, তখন তাহারা যে সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে; এবং যে ব্যক্তির সহিত মনের বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুতা-বন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, ইহাতে বৈচিত্র কি!

নীতিবর্ত্ম প্রবর্ত্তকেরা বন্ধুতার অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং কবি ও ইতিহাসবেত্তারাও উহার বিস্তর দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই ব্যক্তির কতদূর পর্য্যন্ত মনের ঐক্য হইলে প্রকৃত বন্ধুতা-জনিত অমূল্য প্রণয়-সঞ্চার হইতে পারে, এবং কতদূর পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এ বিষয় মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রগাঢ় বন্ধুতার বিষয় পাঠ করিলে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এমন কি, তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও বন্ধুকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদকাসক্ত, অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং মূর্খ লোকের বন্ধুতা কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না; তাহা একটু সামান্য অপরাধেই ভঙ্গ হইয়া যায়; বস্তুতঃ তাহা জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর।

প্রকৃত বন্ধু যেমন মহোপকারক, কপট বন্ধু তদ্রূপ মহানর্থের মূল। তাহারা প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহৃদ্য প্রকাশ করিতে থাকে; সময় পাইলেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এই রূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত

লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। পুরাবৃত্ত পাঠে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তরুণাবস্থাতেই প্রায় লোকের বন্ধুতা হইয়া থাকে। তখন তাহাদের বুদ্ধির পরিপাকের অবস্থা নহে। সুতরাং যদি ভ্রমবশতঃ কপটের সহিত বন্ধুতা হয়, তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! তাহার ত্বরায় সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব বন্ধুতারূপ অখণ্ড-সূত্রে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বন্ধুর দোষ-গুণ পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আগন্তুকের সহিত বন্ধুতা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুরত্ন ব্যতীত মহোপকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। দেখ! কোন ব্যক্তি কাহার বিশেষ উপকার করিলে, তিনি তাহার পরমবন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, কেবল উপকার করাই যাহার ধর্ম্ম, তাহার অপেক্ষা হিতৈষী ব্যক্তি জগতে আর কে আছে! প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর সুখের সময়ে সুখভাগী এবং দুঃখের সময়ে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যদি কোন ব্যক্তি সুখের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সেই সুখভাগী হয়, সেই সুখ কেমন প্রবল হইয়া উঠে! এবং দুঃখের সময়েও উপস্থিত থাকিয়া সেই দুঃখভাগী হয়, সেই দুঃখ কত লাঘব হইয়া যায়! অতএব যে পদার্থ এমন সুখ-বর্দ্ধক এবং দুঃখনিবারক, তাহা লাভ করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। লোকের এমন অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে।

বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাস-পাত্র জগতে আর কে আছে! বন্ধু ব্যতিরেকে বিশেষ পরামর্শ জিজ্ঞাসার স্থান আর দ্বিতীয় নাই;

—বন্ধু ব্যতিরেকে মনের ভাব আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করা যায় না! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রাদির ন্যায় আত্মীয় ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই, কিন্তু ইহাঁদের নিকটেও উদার ভাবে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে না; কেবল বন্ধুই এই হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটনের একমাত্র উপায়। যে ভাগ্যবান্ এই বন্ধুতার সুধাময় রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই বন্ধুতার যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তিনি বন্ধু-সহবাসে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহা বিনিময় করিতে পারেন না। আহা! তাঁহার পক্ষে বন্ধু এই দুইটি অক্ষর কি সুধাময় সামগ্রী! এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ মাত্রেই তাঁহার তনু লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

"শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

প্রভাত।

——————রজনী অবসান রে।
পিককুল প্রভাত-মঙ্গল করে গান রে॥
তাই বুঝি প্রাচীশ্বরী, সুখে নিদ্রা পরিহরি,
প্রাণপতি স্বভাবেরে করেন আহ্বান রে।
ভালে কিবা মণি জ্বলে, সকলে দ্যুমণি বলে,
কা'র সাধ্য তার ভাব করিতে সন্ধান রে॥
সেই মণি রূপ বরে, পদ্মিনী কন্যায় বরে,
নহে তার কেন এত সহাস্য বয়ান রে।

মধুকর মধুকরী, গুন্‌গুন্‌ রব করি,
বুঝি কালগুণ গেয়ে করে মধু পান রে॥
নানা পক্ষী নানা স্বরে, কিবা কলধ্বনি করে,
বুঝি তারা প্রকৃতির করিছে বাখান রে।
বহে মন্দ গন্ধবহ, দ্বারে দ্বারে অহরহ,
প্রভাতের সমাচার করে বুঝি দান রে॥
নবদূর্ব্বাদলোপরি, নীহার কি শোভে মরি,
যেন নীল নারীশিরে স্বেদের সমান রে।
বুঝি বা প্রকৃতি সতী, ভাবে ভোর হয়ে অতি,
প্রেম-অশ্রুপাত করে হয় অনুমান রে॥
ভাবুক গায়কে রাগে, অপূর্ব্ব রাগিণী রাগে,
হরিগুণ গায় কিবা তুলিয়ে সুতান রে।
বাজে কি শ্যামের বাঁশী, কিবা একি সুধারাশি,
কিবা পিক-কাকলী না হয় ভেদ-জ্ঞান রে॥
গোপাল গোধন লয়ে, আনন্দে মগন হয়ে,
মুরলী বাজায়ে করে গোঠেতে প্রয়াণ রে।
এভাব দেখিলে পরে, মনে পড়ে নটবরে.
মনে পড়ে গোষ্ঠলীলা হরে মনঃপ্রাণ রে॥
যত চোর নিশাচর, হেরি প্রভাকর-কর,
সচকিত হয়ে সবে করিছে প্রস্থান রে।
মহাপাপী মৃত্যুকালে, যেমন দেখিলে কালে,
ভয়ে থর থর করি হয় কম্পমান রে॥
জীবের চঞ্চল চিত, থাকে স্থির আনন্দিত,
করে জীব নানা মত কর্ম্মের বিধান রে।

বুঝি এই কালে মন, অমূল্য যৌবন ধন,
পাইয়ে হয় বা নানা গুণের নিধান রে ॥
ভুবনের নারী নরে, যত প্রাতঃকৃত্য করে,
কেহ বা ব্যায়াম করে কেহ করে স্নান রে।
বিদ্যাব্যবসায়িগণ, দেয় নিজ পাঠে মন,
উপাসকে করে ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান রে ॥
বুঝি রাত্রিসহবাসে, ধরা ত্যজি রাত্রিবাসে,
করেন নূতন বাস-ভূষা পরিধান রে।
মনোহর বেশ ধরি, আলোক বসন পরি,
জাগিল স্বভাব যেন হয়ে মূর্ত্তিমান্ রে ॥
ওরে প্রিয় ঊষা তুমি কত রূপ ধর।
হেরিলে তোমারে হয় মোহিত অন্তর ॥
তোমার জনক তবে বড় রূপবান্।
এ সংসারে নাহি রূপ তাঁহার সমান ॥
তাঁহারে দেখিতে বড় সাধ হয় মনে।
একবার তাঁরে আনি দেখাও এ জনে ॥
তুমি তাঁর বড় প্রিয় কন্যা এ ধরায়।
দয়া করি আসিবেন তোমার কথায় ॥
জনম সফল করি সে রূপ হেরিয়ে।
রতি মতি নতি গতি সকলি সঁপিয়ে ॥

শিল্পদ্বয়।

১। চীনদেশের অদ্ভুত প্রাচীর।—অদ্যাপি যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপদ্বারা পুরাকালিক শিল্পকরদিগের অসামান্য শিল্প-

নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে চীনদেশের প্রকাণ্ড প্রাচীর প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে যে সাত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে ইহার বৃহত্ত্ব অধিক। তাতার দেশীয় লোকদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণোদ্দেশেই চীনরাজ্যের লোকেরা ঐ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে। উহার উচ্চতা সার্দ্ধষোড়শ হস্ত, দৈর্ঘ্য সার্দ্ধসপ্তশত ক্রোশ, এবং উহা এমত প্রশস্ত, যে তদুপরি ছয় জন অশ্বারোহী পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। ঐ প্রাচীরের অবলম্বনার্থ মধ্যে মধ্যে এক এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐ স্তম্ভের সংখ্যা সমুদায়ে এক সহস্র; তদ্দ্বারা ঐ প্রাচীর বিলক্ষণ সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রাচীরের কোন কোন অংশ পর্ব্বত, উপত্যকা, দুর্গম কানন, জলা, এবং সিকতাময় ভূমি ভেদ করিয়াও নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার সমুদায় অংশই ইষ্টকনির্ম্মিত। চীন দেশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বের সময়ে এক লক্ষ সৈন্য-দ্বারা ঐ প্রাচীর রক্ষিত হইত। দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, ঐ প্রাচীর রচিত হইয়াছে, তথাপি বজ্র, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি মহা মহা নৈসর্গিক দুর্ঘটনাতেও অদ্যাপি উহার কোন বিশেষ হানি হয় নাই। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন, যে, চীনদেশীয়েরা পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অদ্ভুত প্রাচীর প্রস্তুত করে। হায়! যে তাতার জাতির অত্যাচার নিবারণোদ্দেশেই চীনদেশীয়েরা ঐ অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড করে, বর্ত্তমানে সেই তাতার জাতীয়েরাই চীনরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ভগবানের লীলা বুঝা ভার!!!

২। রোড্স দ্বীপের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি।—ভূমণ্ডলস্থ সাত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গণ্য হইয়া

থাকে। ফলতঃ উহার যে প্রকার উচ্চতা ও নির্ম্মাণের পারিপাট্য, তাহাতে উহাকে অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকীর্ত্তি বলিয়া অবশ্যই উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রোড্‌সবাসীরা ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি তাহাদের পরমারাধ্য সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠার্থ পিত্তলদ্বারা নির্ম্মাণ করে। উহার দুই পদ তথাকার বন্দরের দুই তটস্থ দুই পর্ব্বতের উপরিভাগে স্থিত। সেই পর্ব্বতদ্বয়ের পরস্পর দূরতা ন্যূনাধিক ৩৪ হস্ত। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক প্লিনি বলেন, যে, ঐ মূর্ত্তি উর্দ্ধে ৬৬ হস্ত, এবং এরূপ স্থূল, যে, উহার প্রত্যেক অঙ্গুলীই এক এক পূর্ণাবস্থ ব্যক্তির অবয়ব সদৃশ। বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠ এরূপ স্থূল, যে, কোন ব্যক্তি বাহু বিস্তার করিয়াও তাহা পরিবেষ্টন করিতে সমর্থ হয় না। উহার পদদ্বয়ের নিম্ন প্রদেশ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত সকল সচ্ছন্দে গমনাগমন করিয়া থাকে।

এই বৃহৎ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পিত্তল-নির্ম্মিত একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ আছে, নিশাকালে সেই প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া সেই স্থান আলোকময় হয়। রাত্রিকালে উহার নিম্নদেশ দিয়া যে সকল অর্ণবপোত গমনাগমন করে, ঐ আলোকদ্বারা তৎসমুদায়ের বিশেষ উপকার দর্শে।

কথিত আছে, একদা মহাবীর ডিমষ্ট্রিয়স পলিওর্কটস রোড্‌স দ্বীপ অধিকারার্থ সম্বৎসর কাল বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে রোড্‌সবাসীদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে সেই সকল অস্ত্র প্রদান করেন। তাহারা সেই সকল অস্ত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে, তদ্দারাই ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়।

প্লিনি মহোদয় কহেন, লিণ্ডস নগরবাসী লিসিপস্ নামক শিল্পকরের কেরিস নামক এক ছাত্র ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় ঐ বৃহদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে ঐ নগরনিবাসী লেকিস নামক এক শিল্পকর তাঁহার রচনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণের পর ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল; এক্ষণে এক ভয়ানক ভূমিকম্পদ্বারা পতিত হইয়া গিয়াছে।

গ্রীষ্ম।

আইল রে গ্রীষ্মকাল, যেন কালান্তের কাল,
সৃষ্টি দহিবারে যেন অতি ক্রোধভরে রে।
জগত্‌লোচন রবি, ধরি দাবানল ছবি,
সহায় হইল সঙ্গে লয়ে খর করে রে॥
অগ্নিমূর্ত্তি সমীরণ, সদা যেন করে রণ,
জগতের প্রাণ হয়ে কেন প্রাণ হরে রে।
বুঝি বিরহীর * ক্লেশ, দেখি দুখে অবশেষ,
বায়ু রবি ঋতুরাজে ক্রোধে দগ্ধ করে রে॥
সকলের কলেবরে, অহরহ ঘর্ম্ম ঝরে,
নিদাঘে নিখিল জীব জ্বলিছে অন্তরে রে।
স্নিগ্ধ হয় সাধ্য কার, কিন্তু দেখ চমৎকার,
বিরহী জনের ক্লেশ রহিল অন্তরে রে॥

---

* অনেকের সংস্কার এই, যে, কেবল স্ত্রীবিয়োগীকে বিরহী বলে, কিন্তু সে সংস্কার অমূলক মাত্র। 'বিরহী শব্দে পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতি সমুদায় প্রিয়জনের বিরহবিধুরকে বুঝায়।

ভূচর খেচর নর, যত জীব নিরন্তর,
বাঞ্ছা করে জলচর-প্রায় জলে চরে রে।
যত অভিধানে জলে, অমৃত জীবন বলে,
সেই নাম সার্থক হইল অতঃপরে রে॥
এই হেতু প্রভাকর, হয়ে মহা ক্রোধাকর,
প্রকাশিয়ে খর কর এই চরাচরে রে।
বাপী কূপ সরোবর, শোষে শেষে নিরন্তর,
অরুণে বরুণে কিবা শত্রুভাব ধরে রে।
জীব মাত্রে ম্রিয়মাণ, সদা দাহ করে প্রাণ,
দলিতে কমল বন ধায় করিবরে রে।
রবি প্রতি ক্রোধ করি, বুঝি যত মত্ত করী,
তাঁর প্রিয়া পদ্মিনীর প্রাণ মান হরে রে॥
শূকর শূকরীগণ, পঙ্কে হয় নিমগন,
স্নিগ্ধ হতে বুঝি যায় পাতাল ভিতরে রে।
মধ্যাহ্ন পতঙ্গ-ভয়ে, না চরে পতঙ্গ চয়ে,
পতঙ্গ না ত্যজে নীড় চরিবার তরে রে॥
দেখ দেখ এ ঋতুর কেমন প্রভাব।
খাদ্য-খাদকেতে যেন হয় সখ্য ভাব॥
পর্ব্বত-গহ্বরে হরি থাকিলে শয়নে।
সম্মুখে দেখেও করী না চায় নয়নে॥
ভেক যদি ভুজঙ্গের নিকটেতে যায়।
অলসে অবশ ফণী ধরিতে না চায়॥
এক স্থানে বাস করে কুরঙ্গ শার্দ্দূল।
বিড়াল কপোত আর ভুজঙ্গ নকুল॥

এই কাল পথিকের অতি ভয়ঙ্কর।
কি আর কহিব যেন যমের কিঙ্কর ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে যদি পড়ে সে প্রান্তরে।
বল বল হয় তার কি ভয় অন্তরে ॥
পুন মরীচিকা-মগ্ন হয় যদি মন।
বল বল প্রাণ তার হয় হে কেমন ॥
শুধু বলে কি করিলে দীননাথ হরি।
বিপাকে পড়িয়ে আজি বুঝি প্রাণে মরি ॥
পিপাসায় কলেবর হইল দহন।
যেন দাবানল মাঝে হয়েছি মগন ॥
ওহে নাথ রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।
তবে তব দয়াময় নাম সত্য বটে ॥
এ সময়ে ভাগ্যবলে যদি কোন জন।
সরোবর-তটে তরু করে দরশন ॥
বল বল হয় তার প্রাণে কত বল।
বোধ হয় সুধাময় সে স্থান কেবল ॥
তত সুখকর আর কি আছে ভুবনে।
দেখ না ভাবুক জন ভাবি নিজ মনে ॥
পতিপ্রাণা নারী বটে সুখের নিলয়।
ইহার নিকটে কিন্তু সুখকর নয় ॥
অতি প্রিয়তম বটে পুত্র গুণবান।
কিন্তু প্রিয়তম নহে ইহার সমান ॥
এই কালে জানে লোক ব্যজনের ধর্ম্ম।
এই কালে জানে লোক পিপাসার মর্ম্ম ॥

এই কালে জানে লোক সলিল কি ধন।
দরিদ্র না হলে ধনে চেনে কোন্ জন॥
এই কালে রমণীয় প্রভাত কেবল।
প্রভাত-সমীরে প্রাণ করে সুশীতল॥
বুঝি এই কালে বীর নিদাঘ-নৃপতি।
রণবেশ ত্যজি ধরে মোহন মূরতি॥
এই কালে নানা ফল হয় পরিণত।
পনস, খর্জ্জূর, জম্বু, রসালাদি যত॥
বুঝি বিধি হেরি এই নিদাঘের ক্লেশ।
সৃজন করেন এই অমৃত বিশেষ॥
এই কালে ফোটে ফুল কোন কোন জাতি।
ভবজন-বিমোহন সুমধুর ভাতি॥
দারুণ নিদাঘে তারা সদা হাস্যমুখ।
রণরঙ্গে বীরেন্দ্রের হয় কি অসুখ?
এই কালে দিন বড় ছোট বিভাবরী।
তাদের এ ভাব বুঝি গ্রীষ্মে ভয় করি॥
কোন জন দেখে যদি ভয়ের কারণ।
স্বভাব যেমন ভাব ধরে সে তেমন॥
ভয়ের কারণ যদি দেখে বীরচয়।
বিক্রমে বীরত্বে স্ফীত হয়ে বড় হয়॥
মৃদু জন জড় সড় হয়ে নিরন্তর।
ক্ষুদ্রতর হয়ে ভয়ে কাঁপে থর থর॥
তাই বুঝি তেজীয়ান দিন বড় হয়।
মৃদু নিশা গ্রীষ্মভয়ে ক্ষুদ্র হয়ে রয়॥

এমন নিদাঘ কালে বল ওরে নর।
কিসে সুশীতল তব হইবে অন্তর॥
জগত শীতলকারী সাধনের ধনে।
সাধন কর রে রাখি হৃদিসিংহাসনে॥
অবশ্য শীতল হবে প্রাণ মন কায়।
শীতল হবার আর নাহিক উপায়॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাকবি কালিদাসের ধীশক্তির মহিমা।

একদা চতুর চূড়ামণি ভোজরাজ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যিনি কোন নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চাতুরীবলে সভামধ্যে শ্রুতিধর দ্বিঃশ্রুতিধর প্রভৃতি পণ্ডিত রাখিয়া কত কত সুকবিকে মহা অবমানিত করিতেন। যদি কোন সুকবি অতি সুললিত রস-ভাব-গুণালঙ্কাররুচিরা কবিতা রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সভাস্থ শ্রুতি-ধর মনীষিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন, মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি এই কবিতা জানি; এ অতি প্রাচীন কবিতা; ইনি কেবল আপন কবিত্ব খ্যাপনার্থ এই কবিতা স্বরচিত বলি-তেছেন। ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই কবিতা অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতেন। প্রথমে শ্রুতিধর, পরে দ্বিঃশ্রুতিধর প্রভৃতি ক্রমে অনেকেই সেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিদিগকে মহা অপ্রস্তুত করিতেন।

একদা মহাকবি কালিদাস এই বার্ত্তা শ্রবণে মনোমধ্যে এক চমৎকার অভিসন্ধি স্থির করিয়া, ভোজরাজের সভায় আসিয়া, স্বরচিত এই কবিতা পাঠ করিলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী,
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥

হে ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকবর সত্যবাদী ভোজরাজ! আপনার পিতা আমার নিকটে এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি তাহা ত্বরায় পরিশোধ করুন। এ বিষয় যে সত্য ইহা মহারাজের সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই জানেন; যদি না জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন হইল; তাহা হইলেও আপনার অঙ্গীকৃত লক্ষ মুদ্রা আমাকে প্রদান করুন।

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক এবং ভোজরাজ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্যোন্য-মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধিশিরোমণি মহাকবি কালিদাস ঈষৎ হাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! কি আর ভাবনা করেন, আপনি অতি সৎপুত্র, কুলপ্রদীপ, পিতার ঋণজাল হইতে ত্বরায় মুক্ত হউন। শাস্ত্রে কথিত আছে, পুত্র হইয়া যে নরাধম পিতৃঋণ পরিশোধ না করে, তাহাকে অন্তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিরয়বাস করিতে হয়। আপনি মহা জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান, আপনাকে আর অধিক কি বলিব?

ভোজরাজ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, যে আপনি অদ্য স্বস্থানে

প্রস্থান করুন, কল্য আসিবেন, যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহাই হইবে। ইহা শুনিয়া কালিদাস বিদায় লইয়া স্বীয় বাসস্থানে গেলেন।

অনন্তর, মহীপাল সভাসদ শ্রুতিধর পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে ইহার কি উপায় করা কর্ত্তব্য? বুঝি এত দিনে আমাদের চাতুরীজাল এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশল সামান্য নহে। সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত কহিলেন, মহারাজ! সত্য বটে, আমরা কালিদাসের বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি; যাহা হউক, ইহাঁকে অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ চমৎকার বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই।

তদনন্তর এক জন প্রাচীন পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এ বিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই করুন। আমার স্মরণ হইল, আপনার স্বর্গীয় জনক মহাত্মার স্বহস্ত-লিখিত এরূপ এক লিপি আছে,—

নদীতীরে আমার যে সুরম্য আরাম।
তথা এক তালবৃক্ষ আছে অভিরাম॥
আষাঢ়ের দ্বিপ্রহরে সেই বৃক্ষোপরি।
রাখিলাম বহু ধন মহা যত্ন করি॥
আমার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত-ব্যবহারে।
অনায়াসে গ্রহণ করিতে তাহা পারে॥

হে নরনাথ! কালিদাসের কবিতা পুরাতন বলিয়া এই অসম্ভব লিপি তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক সেই ধন আদায় করিয়া লইতে আদেশ করুন। ইহাতে তাঁহার ধূর্ত্ততা ও কবিতাভিমান

দূর হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ চাতুরীজালে জড়িত হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মহীপাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই সভাসদকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কোবিদবর! উত্তম পরামর্শ বটে, আপনার অসাধারণ ধীশক্তি-প্রভাবে আমার মান-সম্ভ্রম প্রতিজ্ঞাদি সকলই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কালিদাস সভারোহণ-পূর্ব্বক ঐ কবিতা পাঠ করিলে, শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা একে একে সকলেই অভ্যস্ত পাঠের ন্যায় সেই কবিতা অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ কবিতা নূতন নহে, ইহা আমরা বহু-কালাবধি জানি। ইহা আপনার স্বর্গীয় জনক মহাত্মার কৃত। তথাপি ইনি যদি এই কবিতা নূতন বলেন, এবং আপনার স্বীয় জনক মহাত্মার ঋণ স্বীকার করেন, তবে আপনিও পিতার ঋণজাল হইতে ত্বরায় মুক্ত হউন। ইহা শুনিয়া রাজা ঐ লিপি লইয়া কালিদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, রাজন্! এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই; অতএব, যদি আমার দত্ত ঋণের সমুদায় রত্ন পাওয়া না যায়, তবে আপনাকে অবশিষ্ট রত্ন দিতে হইবে। যদি অতিরিক্ত রত্ন পাওয়া যায়, তাহা আপ-নাকে প্রতিদান করিব। রাজা সহাস্য আস্যে কহিলেন, ভাল তাহাই হইবে। তদনন্তর, কালিদাস. উর্দ্ধবাহু হইয়া অতি-গভীর স্বরে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সেই বিশ্ববিধাতা বিপন্নজনপাবন-ভূতভাবন-ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি অতি সৎপুত্র, কুলতিলক, আপনি যে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহা কোন্ বিচিত্র!

পরে কালিদাস হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে সহাস্যবদনে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মূল-দেশ খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে দুইটি তাম্রকলসপূর্ণ দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই দুই কলস সমেত রাজসভায় পুনরাগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, নরবর! আমি সেই তাল বৃক্ষের মূলদেশ হইতে দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার প্রাপ্য এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন আমি গ্রহণ করিলাম, অপর লক্ষ রত্ন আপনি গ্রহণ করুন।

নরপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, হে সুবুদ্ধিশেখর কবিকুলতিলক কোবিদবর! আপনি কি রূপে জানিলেন, যে, রত্ন বৃক্ষের মূলে নিহিত আছে? কালিদাস কহিলেন, মহা-রাজের জনক মহাত্মা লিখিয়াছিলেন, যে,—

নদী তীরে আমার যে সুরম্য আরাম।
তথা এক তাল বৃক্ষ আছে অভিরাম॥
আষাঢ়ের দ্বিপ্রহরে সেই বৃক্ষোপরি।
রাখিলাম বহু ধন মহা যত্ন করি॥
আমার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত ব্যবহারে।
অনায়াসে গ্রহণ করিতে তাহা পারে॥

ইহার অভিপ্রায় এই, যে, আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নকালে মস্তকের ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে। এই সঙ্কেতে বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া এই রত্ন প্রাপ্ত হইলাম। নতুবা বৃক্ষের উপরি-ভাগে রত্ন রাখা সম্ভাবিত নহে।

ইহা শুনিবামাত্র রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কালিদাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান-পূর্ব্বক অপর লক্ষ রত্নও গ্রহণ করিতে অনুরোধ

করিলেন; এবং সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে কালিদাসের পাদবন্দন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—ধন্য রে স্বর্গীয় সুধাভিষিক্ত কবিতাশক্তি! তোমার অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে আর কি আছে! তোমা ব্যতিরেকে এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে! অপরাপর সৃষ্টি অপেক্ষা তোমার সৃষ্টি চমৎকারিণী। অপরাপর সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ-নির্ম্মিতা। তোমার সৃষ্টি কেবল বাঙ্মাত্রাত্মক শূন্যপদার্থদ্বারা রচিত হইয়াও কি পর্য্যন্ত মনোহারিণী ও চমৎকারিণী হইয়াছে! হে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন সাক্ষাৎ সরস্বতী-পুত্র কবিকেশরী কালিদাস! তুমি কি অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি ভূষিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছ। বিশেষ-ব্যুৎপন্ন অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা কেহই তোমার তুল্য কবিত্ব-শক্তি প্রকাশে সমর্থ হন নাই। তোমার কাব্য-নাটক সমস্তের রসমাধুরী, শব্দচাতুরী, ও ভাবভঙ্গী যে কি পর্য্যন্ত সুমধুর, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে! তুমি যখন যে রস বর্ণন করিয়াছ, তখন তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া গিয়াছ। তোমার কাব্য-নাটকের বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন সেই সমস্ত ব্যাপার আমাদের নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। অধিক কি কহিব, তোমার অপূর্ব্ব-ভাবালঙ্কার-ঘটিতা নবরসরুচিরা কবিতা-কীর্ত্তিই আমাদের ভারতবর্ষের গৌরবের পতাকা স্বরূপ হইয়াছে। এই, রত্নগর্ভা বসুন্ধরা তোমাকে ধারণ করিয়াই ধন্য হইয়াছেন। তোমাকে ধারণ করাতেই তাঁহার রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নামের সার্থকতা হইয়াছে। তোমার তুল্য অমূল্য বস্তুরত্ন জগতে আর কি আছে!

অহো! আমি কি অলীক-সর্ব্বস্ব নরাধম প্রতারক! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাভিমানে অন্ধ হইয়া নিখিল-বিদ্বজ্জনবঞ্চনাজনিত কি ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম! কত কত মহানুভব উদারস্বভাব সদাশয় পণ্ডিতবরকে সভামধ্যে কি পর্য্যন্ত অবমাননা না করিয়াছি! তাঁহারা কতই না মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ, ও নয়ননীরে অবনীকে আভিষিক্ত করিতে করিতে প্রস্থান করিয়াছেন! হে মহানুভব! আমার এই মহাপাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। নতুবা আমার অন্তে অন্তকালয়ে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

কালিদাস ইষৎ হাস্য-আস্যে কহিলেন, মহারাজ! প্রতারণাকে মহাপাপ বোধ করিয়া এত দিনে যে আপনার চৈতন্য ও অনুতাপ উপস্থিত হইল, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! এবং লোককে প্রতারণাজালে বদ্ধ করিতে গিয়া যে স্বয়ং প্রতারণা-জালে-জড়িত হইলেন, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! আপনি কি জানেন না, যে, প্রতারণাপরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়?

অনন্তর, সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়া চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন মহাকবি কালিদাস ভূভুজকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সেই সকল রত্ন অকাতরে দীন দরিদ্র অনাথদিগকে দান করিয়া, রিক্ত হস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বস্তুতঃ প্রকৃত কবি ও প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত অর্থকে অনর্থের হেতুই বোধ করিয়া

থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কখনই অর্থসঞ্চয়ের আবশ্যকতা বোধ করেন না। প্রকৃত কবিকুল সামান্য ধন রত্ন দূরে থাকুক, রাজ্য পদকেও তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন। "কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্।"

জননী এবং জগদীশ্বর-মাহাত্ম্য।

মাতার প্রতি জন্মান্ধ কন্যার উক্তি।

ওগো মা জননি, দিবস রজনী, আমার সমান জ্ঞান।
নয়ন বিহনে, এ তিন ভুবনে, বিফল আমার প্রাণ॥
জগতের শোভা, অতি মনোলোভা, পদার্থ আছে গো কত।
কিছুই আঁখিতে, না পাই দেখিতে, আছি গো শবের মত॥
এই চরাচর, ভূধর সাগর, নদ নদী সরোবর।
নক্ষত্র তপন, সুধাংশু গগন, উপবন মনোহর॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ, সুরঙ্গ কুরঙ্গ, বিহঙ্গ পতঙ্গ যত।
যত জলচর, নীরে নিরন্তর, খেলায় কেমন রত॥
শুনেছি শ্রবণে, এ সব ভুবনে, চমৎকার শোভা পায়।
সে শোভা দর্শন, না পায় নয়ন, এ খেদ কহিব কায়॥
আমার সম্পদ, তোমার শ্রীপদ, দেখিতে কভু না পাই।
মলেও আমার, এই খেদ আর, রাখিতে নাহিক ঠাঁই॥
শুনেছি শ্রবণে, অমর ভুবনে, শুধু সুধা পাওয়া যায়।
যাহার সেবনে, যত দেবগণে, নাহিক যমের দায়॥
কোন রোগ শোক, না জানে দ্যুলোক, শুধুই সুধার বলে।
নাহি কোন তাপ, নাহি কোন পাপ, ভাসে সুখসিন্ধু-জলে॥

বিধি সে সুধায়, বুঝি এ ধরায়, রচিল জননী ধনে।
ধিক্ ওরে বিধি, রচিয়ে এ নিধি, হরিলি আঁখি কেমনে॥
সদা সুধাময়, মোর বোধ হয়, দেখিতে না পেয়ে যাঁরে।
যত অন্য জন, না জানি কেমন, ভাবে এই ভবে তাঁরে॥
ছিল কত পাপ, তাই এত তাপ, পাই আমি অনিবার।
হেন অভাগিনী, জনম দুখিনী, জগতে আছে কি আর॥
চক্ষুঃ নাহি যার, কিছু নাহি তার, চক্ষুঃ সংসারের সার।
জনমি ধরায়, অমনি ত্বরায়, মরণ মঙ্গল তার॥
কিন্তু মা আমার, যখন তোমার, বসি স্নেহ-মাখা কোলে।
কোন দুখ আর, না থাকে আমার, প্রাণ মন সব ভোলে॥
তব স্নেহভাব, বাৎসল্য প্রভাব, যখন উদয় হয়।
তখন আমার, আঁখি না থাকার, দুখ আর নাহি রয়॥
বিশেষ যখন, কর গো বর্ণন, সেই সাধনের ধনে।
সুখপারাবার, অমনি আমার, উথলিয়ে উঠে মনে॥
ব্রহ্মানন্দ রসে, মনঃপ্রাণ রসে, পাসরি সকল দুখ।
তাহার তুলনা, কি দিব বল না, অতুল সে মহাসুখ॥
নয়নেরে আর, প্রয়াস আমার, থাকে না অন্তরে কভু।
শুধু সাধ মনে, হৃদি নিকেতনে, দেখিতে সে মহাপ্রভু॥

মৎস্যদ্বয়।

১। উড্ডীয়মান মৎস্য।—বিশ্বনিয়ন্তা পরমবিধাতা যে কত স্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, জলচরাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে! সাগরমধ্যে এমন এক প্রকার মৎস্য আছে,

তাহারা আকাশবিহারী বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যাইতে পারে। এই কারণেই তাহাদিগকে উড্ডীয়মান মৎস্য বলা যায়।

এই অদ্ভুত মৎস্যের অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা দুই খানি বড় বড় ডানা আছে। তাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং পার্শ্বদেশ নীলবর্ণে অতিসুন্দর বিচিত্রিত। ডলফিন্ কিংবা অন্যান্য কোন কোন বৃহৎ মৎস্য ইহাদিগকে গ্রাস করিতে ধাবমান হইলে, ইহারা ঐ ডানার সহায়তায় জল হইতে আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হয়। ইহারা দুই শত হস্তের অধিক উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু আতপ-তাপে ডানার জল শুষ্ক হইলেই আর উড়িতে পারে না। ইহারা ঋজুভাবে উড্ডয়নে সমর্থ না হইয়া ইতস্ততঃ বক্রভাবে বিচরণ করিতে থাকে। জলে ডল্‌ফিন্ প্রভৃতি মৎস্য, এবং স্থলে সমুদ্রতটস্থিত বিড়াল বা অন্যান্য পক্ষিদ্বারা ইহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধীবরেরা জাল দ্বারা কিংবা অন্য কোন কৌশলে সেই মৎস্য ধরিতে পারে না। কিন্তু ইহারা উর্দ্ধ হইতে অধঃপতন কালীন অর্ণবপোতোপরি পতিত হইয়া সর্ব্বদাই ধৃত হয়।

২। খড়্গী মৎস্য।—এই মৎস্য প্রায় ৬০ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহার শরীরের পরিমাণ তিমি মৎস্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। আশ্চর্য্য এই, যে, ইহার মুখের উপরিভাগ হইতে এক খড়্গ বহিষ্কৃত হয়। ঐ খড়্গ প্রায় ১২, ১৩ ফুট দীর্ঘ, ও ৩, ৪ ফুট স্থূল হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উহার অগ্রভাগ সরু হইয়া উঠে, এবং এক প্রকার মালাকৃতি ত্বক্ দ্বারা জড়িত থাকাতে উহা অতিশয় সুন্দর দেখায়। ঐ খড়্গ হস্তীর দন্ত অপেক্ষাও অধিকতর শুভ্র, কঠিন ও ভারী।

এই জলচর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহারা ঐ খড়্গদ্বারা অনায়াসে অর্ণবপোত বিদারণে সমর্থ হয়। ইহারা এরূপ ক্রোধান্ধ, যে, অর্ণবপোত বিদারণে মানস করিলে, এমন প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হয়, যে, তাহাতে কখন কখন ইহাদের প্রাণ-বায়ুরও অবসান হইয়া থাকে।

সরোবর ও উপবন।

আহা মরি! কি মাধুরী ধর সরোবর!
হেরিলে শীতল হয় নয়ন অন্তর।
অতি নিরমল নীর ঢল ঢল করে,
ধীর সমীরণে কিবা উঠিছে তরঙ্গ;
কাব্যে অলঙ্কার-রঙ্গ-রস-ভাব-গুণ
যথা। আহা মরি! কিবা! ধরেছ হৃদয়ে,
ফুল্ল শতদল; রূপ-লাবণ্যের মাজে
বিমল বদন যথা। তায় বসি ভৃঙ্গ,
সুর-সুন্দরীর শিরে, যথা নীলমণি।
মরি! কিবা! কারণ্ডবকুল অবিশ্রান্ত
ডোবে ওঠে নীরে; যথা গৃহিজন সদা
ব্যস্ত গৃহধর্ম্মে—গৃহকর্ম্মে। ক্রৌঞ্চগণ
(অতি ধীর ধর্ম্মশীল মহাত্মার সম)
অতি ধীর গম্ভীর ভাবেতে বসি তীরে,
কিবা! মৎস্য ধরে! যত লোক সুশীলতা,
গম্ভীরতা, সাধুতা, ধীরতা দেখাইয়ে
প্রতারণা করে এ সংসারে, তারা বুঝি,

পেয়েছে রে বিদ্যা-শিক্ষা এই দুষ্ট-পাশে।
রাজহংস-কুল জলে খেলিয়ে বেড়ায়;
সাধুর চরিতে যথা সাধু অভিপ্রায়।
শাল-তাল-তমাল-শিরীষ-পিয়াশাল-
অর্জ্জুন-অশ্বত্থ-বট আদি নানা জাতি
বিটপি-শোভিত কিবা উপবন কূলে।
অতি সুশৃঙ্খল ভাব ধরে সেই নগগণ;
লম্বমান হারাবলী যথা শোভা পায়।
আহা! মাঝে মাঝে, সাজে, কিবা! বিচিত্রিত
নানাবর্ণ পাষাণ-রচিত চারু বর্ত্ম।
আর, মাঝে, মাঝে, বৃক্ষতলে, মণিময়
কি সুন্দর বসিবার অপূর্ব্ব আসন।
কি কব সে সব শোভা, বুঝি সুরশিল্পী
করিয়ে রচনা, তার গৌরব রাখিতে,
বুঝি নানা জাতি বৃক্ষে রাখেন ঢাকিয়ে।
কে না জানে আবরণ বিনে, অহরহ,
প্রকাশে না রহে কভু কাহারো গৌরব।
আপণে আপনি রম্ভা, আর তিলোত্তমা
সমা নারী, রহে সদা যদি, তবে তারে,
পরম-সুন্দরী কারো বোধ নাহি হয়।
ধনীর প্রাসাদে অবগুণ্ঠন-ধারিণী
সামান্য সুন্দরী-জনো স্বর্গবিদ্যাধরী
সম, কিবা! পরম সুন্দরী বোধ হয়!
পাদপ সকল তথা অতি মনোহর—

আলবাল সমন্বিত; বৃক্ষের পাদপ
নাম তায় হয়েছে সার্থক। অতি ধীর
সমীরণে ছুলিছে বৃক্ষের শিরোভাগ;
বোধ হয়, তারা তথা, তথাকার শিল্প
আর প্রকৃতির ভাবে, গদগদ হয়ে,
নাড়িতেছে শির। কোন কোন বৃক্ষ, অন্য
বৃক্ষ হতে উচ্চতর; বোধ হয়, যেন,
তারা তথাকার শোভা দেখিতে তুলেছে
শির। কোন কোন বৃক্ষবর ফলভারে
নত-মুখ; এদের চরিত দেখি, বুঝি,
প্রকৃত বিদ্বান জ্ঞানি সাধু জন যত
নম্রভাব ধরেন নিয়ত। পাদপের
পাশে তাঁরা শিখেন এ গুণ; তাঁহাদের
গুরু তবে পাদপ কেবল। মাঝে মাঝে,
জটাধারী বট বৃক্ষ—বিশাল মূরতি;
ঋষিরাজ যেন তপ করেন কাননে।
ঋষি বলা যেতে পারে বটে এই বটে;
শুধু জটা নয়, তার ঋষির প্রকৃত
ধর্ম্ম আছে। ঋষিগণ পাপানল-দগ্ধ
জনেরে যেমন করি জ্ঞান-সুধা দান,
করেন শীতল; এই বট, সেইরূপ,
প্রখর তপন-তাপে তাপিত নিতান্ত
ক্লান্ত, পথশ্রান্ত পান্থ জনেরে করেন
সুশীতল, বিধুকর-বিজয়িণী; অতি

সুশীতল ছায়া দানে, নিজ ক্রোড়দেশে।
স্থানে স্থানে পুষ্পবন। নানা জাতি পুষ্প
হয়েছে প্রফুল্ল ; বুঝি, তথাকার ভাবে
মোহিত হইয়ে, তারা সহাস্য-বদন——
বিকাসের ছলে। মধুকর নানা ফুলে,
করে মধুপান, কিবা ! গুন্ গুন্ রবে !
ধৃষ্ট শঠ-দক্ষিণ নায়কগণ বুঝি,
এ দুষ্ট ভৃঙ্গের ছাত্র ; নহে, তাহাদের
বিদ্যা ভৃঙ্গ কোথা পাবে ! কোন কোন ফুল,
দেখিতে যেরূপ রম্য সুগন্ধি সে রূপ।—
রূপ-গুণসম্পন্ন জনের বুঝি বিধি,
করিলেন সৃষ্টি এ সংসারে, ইহাদের
ভাবে। কোন কোন পুষ্প দেখিতে সুন্দর,
কিন্তু গন্ধহীন ; যথা, নির্গুণ পুরুষ
কিন্তু অতি রূপবান—সুবেশ-ভূষিত।
ওরে মন ! এমন সুন্দর মনোহর
স্থানে, কোন্ কাজ ভাল বল বল।
অবশ্য উত্তর এই দিতে হবে তব,—
জগতের মধ্যে যিনি পরম সুন্দর,
যাঁহার রূপের তুলা নাই ভবে ; সেই
অপরূপ অসীম অনন্ত রূপ ধরে,
মানস-নয়ন মেলি তাঁর সহবাস-সুখ
ভোগ কর রাগভরে এই রম্য স্থলে।
তা হলে সুন্দর বটে হবে এই স্থান,

তা হলে সার্থক হবে ইহার নির্ম্মাণ।
নহে এ সৌন্দর্য্য সব বৃথা অকারণ,
পরম সুন্দরী নারী বিধবা যেমন।

হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরি।

পৃথিবীর মধ্যে আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যে প্রকার ভয়ঙ্কর পর্ব্বতীয় অগ্ন্যুৎপাত হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। তদ্দ্বারা তথাকার যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে। বস্তুতঃ, এই দ্বীপ বহুকালাবধি ক্রমাগত অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যত আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে হেক্লা নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই পর্ব্বত তথাকার অগ্নিকোণে অবস্থিত। সময়ে সময়ে এই পর্ব্বত হইতে অগ্নিশিখা এবং দাহ্য পদার্থের স্রোতঃ ভয়ঙ্কর বেগে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকে; তদ্দ্বারা অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ঐ পর্ব্বত হইতে এমন ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়, যে, তদুদ্গীর্ণ ভস্মরাশি-দ্বারা ঐ দ্বীপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; তাহাতে অনেক মনুষ্য, পশু, পক্ষী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। সেই ভস্ম এমন প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যে, ঐ দ্বীপ হইতে ৯০ ক্রোশ অন্তরেও পতিত হয়।

এই পর্ব্বত প্রায় ৩৩৩৩ হস্ত উচ্চ; ইহার শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইতে চারি ঘণ্টার অধিক সময় লাগে। ইহার পশ্চিম ভাগে এক বৃহৎ গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর হইতেই নানাবিধ দাহ্য পদার্থ সহযোগে ভয়ঙ্কর অনলরাশি বহির্গত হইতে থাকে।

ঐ গহ্বর ইহার নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া শিখরদেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যখন ঐ গহ্বর হইতে অগ্নিশিখা এবং দাহ্য পদার্থ সকল প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়, তখন বিস্তর প্রস্তর দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইয়া যায়। কিন্তু সেই গহ্বরের অপর দিগস্থ বৃহৎ বৃহৎ বরফ-চাপ কিছুমাত্র গলিত হয় না।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তর ভাণ্ট্রইল, সর জোজেফ্ ব্যাঙ্কেস, ডাক্তর সোলেণ্ডর এবং জেম্স লিণ্ড উক্ত আগ্নেয় গিরি দেখিয়া বর্ণন করেন, যে, প্রথমতঃ তাঁহারা উহার নিকটে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, যে, ৩৫ ক্রোশ বিস্তীর্ণ একখণ্ড ভূমি উহার গহ্বরোৎক্ষিপ্ত গলিত গন্ধকরাশি-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরে তাঁহারা কিয়ৎকাল নিরবচ্ছিন্ন সেই গলিত গন্ধকাবৃত স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে ঐ পর্ব্বতের যে গহ্বর হইতে এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে, প্রথমে তন্নিকটে উপনীত হইলেন; এবং দেখিলেন, যে, ঐ গহ্বর অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় স্থান। উহার চতুষ্পার্শ্ব অত্যুজ্জ্বল প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর এবং বহুসংখ্যক শৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অপর এক গহ্বর হইতে অত্যন্ত উষ্ণজলের উত্তাপ নির্গত হইতেছে; এবং শিখর-দেশের প্রায় ৪০০ হস্ত নিম্নে তিন হস্ত ব্যাসান্বিত আর এক গহ্বর হইতে এমন উষ্ণজল নির্গত হইতেছে, যে, তাঁহারা তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাহার উষ্ণতা নিরূপণে সমর্থ হন নাই। তৎকালে তথায় শীতলতারও এমন প্রাদুর্ভাব হইল, এবং এমন প্রবল বেগে বাত্যা আসিতে লাগিল, যে, তাঁহারা সেই ভয়ানক নৈসর্গিক কাণ্ডের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কিয়ৎকাল ভূমিশায়ী হইয়া রহিলেন। পরে

বাত্যার কিঞ্চিৎ হ্রাসতা হইলে, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে তাহার শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইয়া ফারন্‌হিট্‌ কৃত তাপমান যন্ত্রদ্বারা নিরূপণ করিলেন, যে, তথায় উষ্ণতা ও শীতলতা উভয়েরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ঐ পর্ব্বত বালুকা, কঙ্কর, এবং ভস্মরাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ সকল পদার্থ অগ্ন্যুৎপাত সময়ে প্রস্তর সহযোগে নির্গত হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা সেই সকল প্রস্তরের কিয়দংশ বিকৃত অথবা গলিত হয়। এই পর্য্যটকেরা আরো বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন, যে, তথায় ঝামার ন্যায় অনেক বিকৃত প্রস্তর, গন্ধক, রক্তবর্ণ শিলা এবং অগ্রপশ্চাৎ দগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ উপল খণ্ড আছে। তাঁহারা যখন ঐ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হন, তখন আরও তিনটি গহ্বর দেখেন। প্রথমটির মধ্যে সমুদায় পদার্থের ইষ্টকের ন্যায় বর্ণ। দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় এক শত হস্ত বিস্তীর্ণ গন্ধকের স্রোতঃ; ঐ স্রোতঃ কিয়দ্দূর গিয়া ত্রিমুখ হইয়াছে। তৃতীয়টির নিম্নদেশে শুণ্ডাকার এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। শুণ্ডাকার শৃঙ্গ থাকাতে বোধ হয়, সেই গহ্বর হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় না। কেননা, তাহা হইলে ঐ শৃঙ্গ তথায় থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না; তাহা দাহ্য পদার্থের তেজে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপে অনেকবার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হেক্লা পর্ব্বত হইতেই হইয়াছিল।

প্রেম-মাহাত্ম্য।

অমূল্য রতন প্রেম অমূল্য রতন।
এ ধন লাভেতে কেবা না করে যতন॥
প্রেম-রসে যাহার না রসে মনঃপ্রাণ।
পশুর সমান সে তো পশুর সমান॥
রচিত হয়েছে প্রাণ পাষাণে তাহার।
ধরার ধরায় তারে কিবা ফল আর॥
এই প্রেমে চলিতেছে অখিল সংসার।
এই প্রেমে পালে লোক নিজ পরিবার॥
এই প্রেমে সতী করে পতির সেবন।
এই প্রেমে পতি করে সতীর পালন॥
এই প্রেমে মাতাপিতা পুত্রহিতকারী।
এই প্রেমে নানা লোক নানা ভাবধারী॥
এই প্রেমে গুরু শিষ্যে করে জ্ঞান দান।
এই প্রেমে শিষ্যগণ হয় জ্ঞানবান্॥
যে শিষ্যের পাঠে নাই প্রেম-অনুযোগ।
সে তো তার পাঠ নয় স্থধু কর্ম্মভোগ॥
তাই বলি এই বেলা ওরে মম মন।
প্রেমের পদেতে কর সর্ব্বস্ব অর্পণ॥
এই মহাধনে চেনে যেই মহাজন।
মহাবিঘ্ন ঘটিলেও না করে বর্জ্জন॥
বাস যার স্বভাব-শোভিত রম্য বনে।
সে কি ভয় করে কভু বনচরগণে॥

প্রেমধনে পেয়ে যেবা কুপথ ধরিল।
সেই এ পরমধনে অশুচি করিল॥
তার সম পাপী আর কে আছে ধরায়।
কর্ম্ম মত ফলভোগ করিবে ত্বরায়॥
এমন অমূল্য নিধি আছে কি ভুবনে।
গলায় গাঁথিয়ে পরি হেন লয় মনে॥
এই প্রেমহীন হলে তিলার্দ্ধ সংসার।
সব শব হয় কিছু নাহি থাকে আর॥
জগতের কর্ত্তা যিনি শুধু প্রেমাধার।
প্রেম বিনা প্রিয় বস্তু নাই আর তাঁর॥
তাই বলি প্রেম তো সামান্য ধন নয়।
প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্মময়॥

চীন-দেশীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা।

চীন-দেশীয় স্ত্রীলোকের শরীর স্থূলাকার। বিশেষতঃ সকল অঙ্গের অপেক্ষা উদর অতিশয় বড়। মুখমণ্ডল দীর্ঘ, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র ও দীপ্তিহীন, ওষ্ঠ পাতলা, গণ্ডদেশ তুষার বর্ণ, নাসিকা চেপ্‌টা, ভ্রূযুগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, লাবণ্য তাম্রবর্ণ এবং পদযুগ অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

চীন-দেশীয়েরা স্ত্রীলোকের পদদ্বয় ক্ষুদ্র করিবার আশয়ে, কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহার পদযুগল লৌহনির্ম্মিত পাদুকাদ্বারা আবদ্ধ করে। কয়েক বৎসর পদযুগ সেই অবস্থায় রাখে, পরে যখন আর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তখন সেই লৌহনির্ম্মিত পাদুকা পদ হইতে খুলিয়া লয়। ইহার উদ্দেশ্য এই, যে, তথায় অতি ক্ষুদ্রপদই পরমসুন্দরী নারীর

লক্ষণ। চক্ষুঃ, মুখ, নাসিকাদির সৌন্দর্য্যের প্রতি তত্রত্য লোকের বিশেষ লক্ষ নাই, কেবল যে নারীর যে পরিমাণে পদযুগ ক্ষুদ্র হয়, সে সেই পরিমাণে সুন্দরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অবলাদিগের পদযুগল আবদ্ধ করাতে তাহা এমন ক্ষুদ্রতর হইয়া উঠে, যে, এক গৃহ হইতে গৃহান্তর যাইতে হইলে, তাহারা ঋজুভাবে গমন করিতে পারে না, প্রত্যুত মধ্যে মধ্যে ধরাতলে পতিত হয়। যখন তাহারা আপনাদিগের এই বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশবিন্যাস করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে পরিচ্ছদধারিণী শাখামৃগী ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

চীন-দেশীয়েরা স্ত্রীলোকের আবরু-রক্ষার্থ যেমন তৎপর, অবনীমণ্ডলে এমন আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাহারা ইহা অতীব গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করিয়া থাকে। তাহাদের অন্তঃপুর-মধ্যে অপর কোন ব্যক্তিই প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এমন কি, বাটীর কর্ত্তাও বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত সর্ব্বদা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না।

চীন-দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালীদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর রূপ কারাগারে অহর্নিশ আলস্য-পরবশ হইয়া অবস্থান করে। তাহারা অতি প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত কখনও বাটীর বাহির হইতে পারে না। তাহাদের কোন ক্ষমতাই নাই, কেবল এদেশীয় ধনাঢ্য স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অন্তঃপুর-সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আছে মাত্র। মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-ধর্ম্মের বিস্তর উপকার সাধন করে। দুঃখী লোকের স্ত্রীলোকেরা পুরুষ-

দিগের সহিত অতি কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিয়াও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মপথাশ্রয়ার্থ মনঃপ্রতি উপদেশ পঞ্চক।

(১)

হও রে চেতন মোর মানস বিঘোর রে।
মনোপুরে প্রবেশিবে নহে ছয় চোর রে॥
নব-দ্বার মুক্ত তার, প্রবেশিতে কিবা ভার,
তথাপি না হয় বোধ কি কুমতি তোর রে।
হৃদয়-সর্ব্বস্ব তব, হরিবে না রাখি লব,
তবু আছ বিষয়-নিদ্রায় হয়ে ভোর রে।—
তাই বলি মন তোরে, ধরিতে সে ছয় চোরে,
বিজ্ঞান প্রহরী রাখ আর জ্ঞান ডোর রে॥

(২)

দেখ জ্ঞান-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে॥
অন্তর আকাশে থাকে এই সুধাকর রে।
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন এই নিধি,
লয়ে সংসারের যত গুণ মনোহর রে।
দেখ রে কলঙ্কী শশী, অম্বর-আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় শুধু ধরি সিত কর রে॥
এই জ্ঞান আছে যাঁর, নিষ্কলঙ্ক ভাব তাঁর,
জুড়ান সবার তিনি নয়ন-অন্তর রে।

সিত-পক্ষে সুধাকর, শুধু হয় সুধাকর,
নিরন্তর সুধাকর জ্ঞান শশধর রে॥

(৩)

দেখ রে আমার মন ভাবিয়ে অন্তরে রে।
মানসের অন্ধকার কেবা দূর করে রে॥
দিবাকর নিশাকর, মণিগণ মনোহর,
আর দীপ-শিখা-করে বিশ্ব আলো করে রে।
অন্তরের অন্ধকার, হরিবারে সাধ্য কার,
অন্তরের অন্ধকার তারা শুধু হরে রে॥
জ্ঞানালোক বিনা তবে, বল কার সাধ্য হবে,
হরিতে মনের তম এই চরাচরে রে।
তাই বলি ওরে মন, মহারত্ন জ্ঞানধন,
কর রে সাধন সদা মহারাগ ভরে রে॥

(৪)

ওরে মন এ কেমন চরিত তোমার রে।
আমার হইয়ে তুমি হলে না আমার রে॥
মম গৃহে বাস কর, মম অন্নে প্রাণ ধর,
মম ক্লেশে তব ক্লেশ হয় অনিবার রে।
আমার হইলে রোগ, তুমি তাহা কর ভোগ,
মম দেহ ত্যাগে তুমি নাহি থাক আর রে।
তবু তব একি রীতি, মম প্রতি নাহি প্রীতি,
শুধু অধর্ম্মেতে মতি একি চমৎকার রে।
আমার হইয়ে মন, হইলে পরের ধন,
অসতী নারীর মত তোমার আচার রে॥

যদি তুমি মোর হও, সদা ধর্ম্মপথে রও,
ধর্ম্ম বিনা কেহ আর নাই আপনার রে।
অধর্ম্মেরে একবারে কর পরিহার রে॥

(৫)

ওরে মম মন দুরাচার রে।
কেমনে হইবে পার ভব-পারাবার রে।
এ ভাব না ভাব একবার রে॥
অহরহ কত মত, তোমার দেখি রে মত,
তাহাতো মনের মত না হয় আমার রে।
কভু পানদোষে মজ, কভু রিপুকুলে ভজ,
কভু ধনলোভে বহ প্রতারণা-ভার রে॥
সুখলাভ-আশা করি, আরোহিয়ে পাপ-তরি,
ভব-পারাবার তুমি হতে চাও পার রে।
পারিবে না যেতে পারে, কোন সুখ হবে না রে,
পরিণামে তরি তব হবে জলসার রে॥
পাপ-তরি পরিহরি, যদি ধর্ম্ম-সেতু করি,
তাহে আরোহিয়ে চল হইয়ে উদার রে।
নিত্যসুখমুখ তবে, তোমার দর্শন হবে,
ভব পার হবে, ভবে থাকি অনিবার রে!
ধর্ম্ম বিনা সুখ লাভ হইবে না আর রে॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বায়ু ও ঝটিকা।

বায়ু।—বায়ু তরল পদার্থ। ইহা অম্লজান (অক্সিজন), যবক্ষারজান (নাইত্রজন) এবং অত্যল্প অঙ্গারাম্ল (কার্ব্বণিক আসিদ) নামক বাষ্প মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহার প্রত্যেক শত ভাগে প্রায় ২০ ভাগ অম্লজান, প্রায় ৮০ ভাগ যবক্ষারজান এবং অত্যল্প ভাগ অঙ্গারাম্ল বাষ্প থাকে। ইহাই বায়ুর স্বরূপ ও বিশুদ্ধ অবস্থা; ইহাই সেবন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু যখন অন্য কোন প্রকার কদর্য্য বাষ্প ইহাতে মিশ্রিত হয়, অথবা কোন প্রকারে ইহার এই স্বরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে, তখন সেই বায়ু সেবন করিলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

অনেক কারণে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে। বদ্ধ পচা জলের দুর্গন্ধ, বায়ু দূষ্য করিবার এক প্রধান কারণ। সেই দুর্গন্ধ বায়ু এক প্রকার বিষ বিশেষ; তাহা মনুষ্যশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রোগ জন্মে। রোম রাজ্যের অন্তঃপাতী কেম্পেনা নামক প্রদেশ, প্রভূত জলা ভূমি দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতে, এ বিষয়ের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কোন কোন ঋতুতে ঐ স্থান হইতে এমন এক প্রকার ভয়ানক মারাত্মক বায়ু আসিতে থাকে, যে, তাহার আশঙ্কায় সন্নিহিত জনপদবাসী লোকেরা গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে

পলায়ন করে। সর্ব্বপ্রকার জলা ভূমি এবং আর্দ্র স্থান হইতে এক প্রকার অত্যন্ত অহিতকর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য তদুপরি কিংবা তাহার সন্নিহিত স্থানে অবস্থান করা নিতান্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত নীরস উচ্চ স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বাটীর নিকটে বদ্ধ পুষ্করিণী ও কূপাদি থাকাও অত্যন্ত অবিধেয়। উহা হইতেও ঐ প্রকার অনিষ্টকর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রদেশে এক সম্ভ্রান্ত লোকের একটা পুরাতন বদ্ধ কূপ হইতে এমন ভয়ানক অনিষ্টকর বাষ্প উত্থিত হইয়াছিল, যে, তদ্দ্বারা তাঁহার এক পূর্ণযৌবন নব-বিবাহিত উপযুক্ত পুত্র ভয়ঙ্কর জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার গলিত পদার্থের দুর্গন্ধ, বায়ু দূষ্য করিবার আর এক প্রধান কারণ। যে নগরে পয়ঃপ্রণালী সকল অপরিষ্কৃত এবং লোকের বাটীর ভিতরে কিংবা নিকটে মলরাশি ও গলিত আবর্জ্জনা সকল একত্রিত থাকে, তথাকার বায়ু উহার দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া বিষ বিশেষ হইয়া উঠে; তাহা সেবনে লোকে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দূষ্য বায়ু অপ্রশস্ত পথে ও অপ্রশস্ত গৃহে পরিচালিত হইলে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। পুরাতন পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতিতে গন্ধমিশ্র উদজান (সলফিউরেটেড হাইড্রজন) নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পের এমন ভয়ানক মারাত্মক শক্তি, যে, যাহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়, অবিলম্বে তাহাকে ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। অন্যূন বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হৌসের সন্নিহিত এক পয়ঃপ্রণালী

সংস্কারার্থ দুই জন ধাঙ্গড় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তথায় তাহাদের শরীরাভ্যন্তরে গন্ধমিশ্র উদজান প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। উষ্ণ-কটিবন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী আফ্রিকা-খণ্ডের পূর্ব্বভাগস্থ সমুদ্রে এই বাষ্পের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সন্নিহিত জনপদ সকল অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া রহিয়াছে। পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল যে বায়ু সেবন করে, তাহাতে গন্ধমিশ্র উদজান ১৫০ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত হইলে তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত পরিমাণের ছয় ভাগ অধিক হইলে, ঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জীব প্রাণত্যাগ করে।

মনুষ্য প্রশ্বাস-দ্বারা যে বায়ু পরিত্যাগ করে, তদ্দ্বারাও বায়ু দূষিত হইয়া উঠে; কারণ, তাহাতে মহা অনিষ্টকর অঙ্গারাম্ল বাষ্প নির্গত হয়। তাহা যদি প্রশস্ত স্থানে সম্যক্ পরিচালিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তদ্দ্বারা অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি সঙ্কীর্ণ স্থানে নির্গত হয়, তবে তদ্দ্বারা সেই স্থানের বায়ু বিষময় হইয়া ভয়ঙ্কর মারাত্মক শক্তি ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং তথায় বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তবে তাহার প্রত্যেক প্রশ্বাস-নির্গত অঙ্গারাম্ল বাষ্প দ্বারা সেই স্থান-স্থিত সমুদায় বায়ু দূষ্য হইয়া উঠে, এবং সে প্রত্যেক নিশ্বাসে উত্তরোত্তর সেই দূষ্য বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ সমুদায় অম্লজান নিঃশেষিত হইয়া যায়। অম্লজান নিঃশেষ নিবন্ধন তাহার নিশ্বাস আকর্ষণের ও প্রশ্বাস ত্যাগের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ হয়।

সামান্য গৃহে অধিক লোক থাকিলেও তাহাদের প্রশ্বাস-নির্গত দূষ্য-বায়ু-দ্বারা তথাকার বায়ু বিষম দূষিত হইয়া মারাত্মক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা ১২ হস্ত দীর্ঘ ও ১০ হস্ত প্রস্থ এক গৃহে ১৪৬ জন ইয়ুরোপীয়কে রাত্রিকালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ গৃহে কেবল অতি ক্ষুদ্র দুইটি বাতায়ন মাত্র ছিল। তন্মধ্যে যে পরিমাণে অম্লজান ছিল, এবং যে পরিমাণে ঐ দুইটি ক্ষুদ্র বাতায়ন-দ্বারা বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছিল, তদ্দ্বারা কষ্টসৃষ্টে অত্যল্প লোকের প্রাণরক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু তন্মধ্যে ১৪৬ সংখ্যক লোক আবদ্ধ থাকাতে, প্রথমে তাহাদের নিশ্বাস আকর্ষণের ও প্রশ্বাস ত্যাগের অপরিসীম কষ্ট উপস্থিত হয়, পরে দারুণ গাত্রজ্বালায় ও পিপাসানলে দগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অনতিবিলম্বেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল, তাহাদের মধ্যেও কএক জন জ্বরবিকারাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতএব, এক গৃহে অধিক লোক থাকা নিতান্ত অবিধেয়। গৃহের আয়তন বিবেচনানুসারে ন্যূনাধিক লোক বাস করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কোন কারণেও বায়ু দূষ্য হইয়া থাকে।

ঝটিকা।—বায়ুর প্রবল বেগের নামই ঝটিকা। এই ঝটিকা নানা কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতাই ইহার উৎপত্তির প্রধান কারণ। যখন যে স্থানের বায়ু অপরাপর স্থানের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণতর হয়, তখন সেই স্থানের বায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হয়; তাহাতে নিকটস্থ বায়ু

সেই বায়ুশূন্য স্থান পূরণার্থ অত্যন্ত বেগে ধাবমান হয়। সেই কালে বায়ুর ঘোরতর বেগেই ঝটিকার উৎপত্তি হয়।

উষ্ণতাশক্তি দ্বারা যে বায়ু লঘু হইয়া উঠে, ও সেই বায়ু-শূন্য স্থান পূরণার্থ নিকটস্থ বায়ু যে প্রবল বেগে ধাবমান হয়, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি আমরা প্রভূত অগ্নিপূর্ণ একটি গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই দ্বারের উপরিভাগে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ ধরি, তবে তাহার শিখা বাহিরে যায়, এবং নিম্নে ধরিলে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই স্থিরীকৃত হইতেছে, যে, অনলোত্তপ্ত লঘু বায়ুর বহির্গমন সহকারে দীপশিখাও বাহিরে যায়, ও শীতল বায়ুর ভিতরে প্রবেশের সঙ্গে শিখা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

উষ্ণপ্রধান দেশে প্রখর সূর্য্যকিরণে বায়ু উত্তপ্ত হওয়াতে সর্ব্বদাই ঝটিকার উৎপত্তি হয়। আমাদের এ উষ্ণপ্রধান প্রদেশ, এজন্য এ স্থানে যত ঝটিকার উৎপত্তি হয়, এত শীত-প্রধান দেশে হয় না। ঝটিকার তুল্য বল-বিক্রম জগতে আর কাহারও নাই। ঝটিকা দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি সমূলে উন্মূলিত হইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত এবং সুদৃঢ় অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হয়। আর নদ্যাদির জল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ঝটিকা-দ্বারা জীবের বিস্তর অনিষ্ট সাধিত হয়। ১২৭১ ও ১২৭৪ অব্দের এ প্রদেশের ঝটিকা এবং ১২৪৪ অব্দের কলিকাতার দক্ষিণস্থ কোদালিয়া গ্রামের ঝটিকা এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু ইহা দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় বাষ্পের দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইয়া বিস্তর উপকার সংসাধিতও হইয়া থাকে।

জগদীশ্বর-মাহাত্ম্য।

(১)

সৃজন পালন লয়, যে জন হইতে হয়,
যিনি প্রেমময় ভগবান।
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি, গগনবিহারী হরি,
করেন প্রখর কর দান॥
সুধাকর গ্রহ তারা, যাঁহার নিয়মে তারা,
গগনমণ্ডলে ধাবমান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্-প্রধান॥

(২)

ষড়্ ঋতু কালক্রমে, যাঁহার আদেশে ভ্রমে,
ভূগোল ভ্রমে রে অনুক্ষণ।
যাঁহার কৌশল-বলে, জীবগণ চলে বলে,
বাড়ে রে অচল জীবগণ॥
দেখ যাঁর অনুগ্রহে, ক্ষুদ্র নর-দেহে রহে,
বল বুদ্ধি সিন্ধুর সমান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্-প্রধান॥

(৩)

অপত্যের প্রেম রস, জগত্ যাহাতে বশ,
আসে যায় দিন রাত্রিদ্বয়।
বিষয়-বাসনা-ভোগে, প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে,
জীবের উৎপত্তি সদা হয়॥

এ সব অদ্ভুত ভাব, ভাল করি যদি ভাব,
হবে তাঁরে কত বড় জ্ঞান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্-প্রধান॥

(৪)

দেখি যত কলচয়, সকলে বিস্মিত হয়,
প্রশংসে তাহার নির্ম্মাতায়।
কিন্তু এ ব্রহ্মাণ্ড-কলে, দেখিয়াও সে সকলে,
বিস্ময় না মানে হায় হায়॥
এমন ক্ষমতা আর, বল দেখি আছে কার,
বিনা সেই ব্রহ্মাণ্ড-নিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্-প্রধান॥

(৫)

সামান্য সাকার-কায়, স্বীকার করিলে তাঁয়,
অনাদি অনন্ত বলা দায়।
যদি কাশী বৃন্দাবন, ভাব তাঁর নিকেতন,
সর্ব্বব্যাপী বলা ভার তাঁয়॥
" তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম, "
সার তাঁর প্রণয়-নিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত্-প্রধান॥

আরণ্য নর।

উত্তমাশা অন্তরীপের অন্তঃপাতী অরণ্য প্রদেশে আরণ্য নর নামক এক জাতীয় অসভ্য মনুষ্য বাস করে। তাহারা তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ইহার বিবরণ এই, যে,—তাহারা ক্ষুধার সময়ে খাদ্য সামগ্রী না পাইলে ক্ষুধা যত প্রবল হইতে থাকে, ততই একটা কটিবন্ধনী-দ্বারা কটিদেশ দৃঢ় রূপে বদ্ধ করে; এবং ডাকা নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্যের ধূমপান করিতে থাকে। তদ্দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে মাদকতায় মত্ত হইয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অহর্নিশ ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকে; তন্নিবন্ধন তাহাদের ক্ষুধার ক্লেশ কিছুই অনুভূত হয় না। তাহারা অনশনান্তে এত সামগ্রী ভোজন করিতে পারে, যে, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, যে, এক জন আরণ্য নরকে ১৫ সের পরিমিত একটা মেষের সমুদায় মাংস ভোজন করিতে দেখা গিয়াছে।

তাহাদের উপজীবিকা উপার্জ্জনে কিছুই মনোযোগ নাই, তজ্জন্য তাহারা শস্যবপন, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, বা বাণিজ্যাদি কোন কর্ম্ম করে না; এমন কি, পর দিন যে কি আহার করিবে, তাহাও বোধ নাই। কেবল বন-মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে ফলমূলাদি যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই মাত্র ভোজন করে।

আহা! কি চমৎকার! তাহারা পরম-মঙ্গলাকর সচ্চিদানন্দ জগন্নিধান পরমেশ্বরকে কেবল তমোগুণাবলম্বী মন্দকারী

রূপে জ্ঞান করে। পরকালের বিষয়ে তাহাদের এরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে, দেহান্তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঘোরতর ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে হইবে। তথায় আহারার্থ ঘাস ব্যতীত আর কোন সামগ্রীই নাই।

তাহাদের মনোমধ্যে এমন প্রগাঢ় সংস্কার আছে, যে, কেবল সূর্য্য হইতেই ধরাতলে বৃষ্টি হইয়া জীবের জীবন রক্ষা হয়। তন্নিমিত্ত সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ এবং মেঘের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনার্থ একখান দগ্ধ কাষ্ঠ লইয়া ঊর্দ্ধভাগে উচ্চ করে।

তাহারা অত্যন্ত অসভ্য বটে, কিন্তু তাহাদের শিল্পকর্ম্মে কিঞ্চিৎ নৈপুণ্য আছে। তাহারা পর্ব্বতের উত্তমোত্তম প্রস্তর-খণ্ডের উপরিভাগে নানাবিধ পশ্বাদির প্রতিমূর্ত্তি সুচারু রূপে চিত্রিত করে, কিন্তু সে সকলের বর্ণের কিছুমাত্র বৈচিত্র লক্ষিত হয় না।

তাহারা অবিরত নৃত্য-বাদ্যানুরত, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র কেবল গুণসংযুক্ত এক ধনুকের ন্যায় মাত্র। ঐ গুণে অঙ্গুলির আঘাত দ্বারাই বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

চিত্তশুদ্ধি-প্রাধান্য।

যদি সদা পর্ব্বত-গুহায় বাস কর।
যদি সদা পর স্থখে অজিন অম্বর॥
যদি সদা বিভূতি কর রে বিলেপন।
যদি সদা সর্ব্বশাস্ত্র কর অধ্যয়ন॥

যদি সদা দীনে দান কর মনোসুখে।
যদি সদা সারকথা শুন সাধুমুখে॥
যদি সদা সুপণ্ডিত হও জ্ঞান দানে।
যদি সদা মহামান্য হও ধনে মানে॥
যদি সদা যত্নে কর অতিথি সেবন।
যদি সদা বল সবে মধুর বচন॥
যদি সদা প্রাণপণে কর যোগাভ্যাস।
যদি সদা সাধু সঙ্গে সুখে কর বাস॥
যদি সদা কর হরিগুণ-সঙ্কীর্ত্তন।
যদি সদা কর তাঁরে পূজন বন্দন॥
যদি সদা ত্যাগ কর বিষয়-বাসনা।
যদি সদা নাম-রসে রসাও রসনা॥
কিন্তু যদি থাকে তব অন্তরে ছলনা।
এ সকলে কিবা ফল বল না বল না॥
মলরাশি পরিপূর্ণ ঘটের যেমন।
উপরিতে সিন্দুর চন্দন বিলেপন॥

বুদ্ধিকৌশলদ্বয়।

১। অন্ধের বুদ্ধির প্রাখর্য্য।—বারাণসীনিবাসী ধীশেখর নামা এক বুদ্ধিমান্ অন্ধের সহস্র মুদ্রা ছিল। অন্ধ তাহা গোপনে রাখিবার মানসে এক উদ্যান-মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। কোন ধূর্ত্ত বঞ্চক এই ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্ধ নিজ ধন গ্রহণ করিতে গিয়া সে স্থান শূন্য দেখিল।

অনন্তর, মনে মনে বিতর্ক করিয়া এই স্থির করিল, যে, অবশ্যই কোন বঞ্চক সে সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে যে চোর তাহা হরণ করিয়াছিল, তাহা সে কোন ক্রমে জানিতে পারিল।

অনন্তর, অন্ধ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তাহার আনুগত্য করিয়া সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে, এক দিন কথায় কথায় কহিল, মিত্র! আমি তোমার নিকটে এক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, আমার দুই সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার এক সহস্র মুদ্রা কোন নিভৃত স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছি। অপর সহস্র মুদ্রা আমার নিকটে আছে, তাহাও সেই স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করি; তোমার মত কি? ইহা শুনিয়া ঐ লোভাকুলচিত্ত চোর মনোমধ্যে এই অভিসন্ধি স্থির করিল, যদি অন্ধ সেখানে গিয়া পূর্ব্বকার সহস্র মুদ্রা না পায়, তবে অপর সহস্র মুদ্রা আর তথায় রাখিবে না; সুতরাং আমারও তাহা লাভ হইবে না। অতএব সেই সহস্র মুদ্রা পুনর্ব্বার তথায় রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমার দুই সহস্র মুদ্রা লাভ হইতে পারিবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া দুষ্ট বঞ্চক উত্তর করিল, মিত্র! ভাল, তাহাই কর। অনন্তর, ধূর্ত্ত মোষক সেই অপহৃত সহস্র মুদ্রা ঠিক সেই প্রকারে পুনর্ব্বার তথায় রাখিল। সুবোধ অন্ধ, তাহা জানিতে পারিয়া সময় ক্রমে তথায় গিয়া আপনার ধন গ্রহণ করিল। পরে চোরের নিকটে আসিয়া সহাস্য আস্যে কহিল "চোর অপেক্ষা অন্ধের দৃষ্টি ভাল।"

২। কাজীর বিচার।—দুই বঞ্চক এক সরলা ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা নারীর নিকটে কিঞ্চিৎ অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া কহিল, যখন

আমরা উভয়ে একত্রে আসিয়া এই অর্থ প্রার্থনা করিব, তখন তুমি প্রতিদান করিবে; নতুবা আমাদের কেহ একাকী আসিয়া চাহিলে দিবে না। এই বলিয়া তাহার নিকটে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া উভয়েই প্রস্থান করিল।

কিয়দ্দিন পরে তাহাদের এক ব্যক্তি আসিয়া প্রতারণা-পূর্ব্বক কহিল, বর্ষীয়সি! সম্প্রতি আমার সঙ্গীর পরলোক প্রাপ্তি হই-য়াছে; তোমার নিকটে আমরা উভয়ে যে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া-ছিলাম, তাহা আমাকে দাও, এক্ষণে আমিই তৎসমুদায়ের অধি-কারী হইয়াছি। বৃদ্ধা প্রথমে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া অর্থ দিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। পরে তাহার নানাবিধ সুমধুর চাটুবচনে বিশ্বাস করিয়া সমুদায় ধন তাহার হস্তে ন্যস্ত করিল। ধূর্ত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

কিয়দ্দিন পরে অপর ধূর্ত্ত আসিয়া অর্থ প্রার্থনা করিলে, বৃদ্ধা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তোমার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তোমার সঙ্গী সমুদায় অর্থ লইয়া গিয়াছে। প্রথমে আমি তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অর্থ দিতে সম্মত হই নাই, কিন্তু সে তোমার মৃত্যু-বৃত্তান্ত এ প্রকারে বর্ণন করিল, যে, আমার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং তাহাকেই সমুদায় অর্থ দিলাম।

জ্যায়সীর এই সকল বাক্যে উপেক্ষা করিয়া সে দণ্ডনায়ক কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। সুবিচক্ষণ কাজী আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা যে নিরপরাধা, ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন। পরে অভিযোগকারীকে সম্বো-ধন-পূর্ব্বক কৌশলে কহিলেন, তোমরা যখন এই বৃদ্ধার নিকটে

অর্থ রাখিয়া যাও, তখন এই বলিয়াছিলে, যে, তোমরা উভয়ে একত্রে না আইলে অর্থ পাইবে না। অতএব, এক্ষণে যদি তোমার অর্থ গ্রহণে অভিলাষ হয়, তবে অপর ব্যক্তিকে উপস্থিত কর। তাহা হইলে অবশ্যই তোমার অর্থ পাইবে, কোন ক্রমেই অন্যথা হইবে না। কাজীর এই বুদ্ধিকৌশলে ধূর্ত্ত নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল।

রসনা শাসন।

কেন রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাসনা,
কেন রে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল,
শরীর ধর॥
হইয়ে কোমল, হইলে সমল, হৃদে হলাহল,
মেখেছ যেন।
হইয়ে ললিত, অমৃত সঞ্চিত, সুরসে বঞ্চিত,
হও রে কেন॥
হইয়ে সরল, উগার গরল, একি অন্তঃখল,
ভাব তোমার।
অস্থিহীন কায়, ধরি হায় হায়, অশনির প্রায়,
কর প্রহার॥
তোমার কারণে কারো হয় সর্ব্বনাশ।
তোমার কারণে কারো পূরে মন-আশ॥
তোমার কারণে কেহ রাজ্যপদ পায়।
তোমার কারণে কারো রাজ্যপদ যায়॥

তোমার কারণে কারো যায় দেখি প্রাণ।
তোমার কারণে কেহ পায় প্রাণ দান॥
তোমার কারণে কারো পুত্র হয় পর।
তোমার কারণে কারো সুহৃদ অপর॥
তোমার কারণে কেহ "হয় হস্তী পায়।"
তোমার কারণে কেহ যায় "হস্তীর পায়॥"
তাই বলি তুমি যারে হও হে সদয়।
অনায়াসে সে জন জগত্‌জয়ী হয়॥
অখিল সংসারে কেহ শত্রু নাহি তার।
তাহার বশতাপন্ন সকল সংসার॥
যেমন স্বরূপ তব হও সেই রূপ।
তবে এ জগতে কিছু না রবে বিরূপ॥
কোথাও না রবে আর বাদ বিসম্বাদ।
এই সংসারের হবে সুধার আস্বাদ॥
যদি নিজ কল্যাণ চাও রে ওরে মন।
তবে তুমি কর নিজ রসনা-শাসন॥
পরমুখে কটু কথা যদি ক্লেশকর।
"তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥"

পক্ষী-চতুষ্টয়।

১। পেলিকান পক্ষী।—এই পক্ষী আফ্‌রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে জন্মে। ইহারা হংসজাতি-মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের আকৃতি ও বর্ণ সোয়ান পক্ষীর সদৃশ; কিন্তু শরীর তদপেক্ষা

অনেক বড়। পেলিকানের চঞ্চু ১৫ ইঞ্চ দীর্ঘ হইয়া থাকে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, উহার নিম্ন চঞ্চুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ত্বক্-নির্ম্মিত এক থলিয়া থাকে। সেই থলিয়া এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয়, যে, তন্মধ্যে ইহারা প্রায় ১৫ সের জল রাখিতে পারে। ইহারা ইচ্ছানুসারে থলিয়া সঙ্কুচিত ও স্ফীত করিতে পারে।

পেলিকান পক্ষী অত্যন্ত মৎস্যপ্রিয়। ইহারা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। কিন্তু মৎস্য ধরিবামাত্রই ভক্ষণ করে না, প্রথমে ক্রমাগত মৎস্য ধরিয়া থলিয়া পূর্ণ করে। পরে জল হইতে উঠিয়া কোন নিভৃত স্থানে গিয়া সেই সকল মৎস্য বাহির করিয়া আহার করিতে থাকে। থলিয়াতে তাহারা এত মৎস্য রাখিতে পারে, যে, ছয় জন মনুষ্য আহার করিয়া বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তাহারা যখন মৎস্য ধরিয়া থলিয়া পূর্ণ করে, তখন তাহা এমন স্ফীত হইয়া উঠে, যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

পেলিকান পক্ষী গৃহপালিত হইলে, বিলক্ষণ প্রভুভক্ত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে। কোন প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে, তিনি এরূপ একটি পেলিকান দেখিয়াছিলেন, যে, সে প্রত্যহ থলিয়া মৎস্যপূর্ণ করিয়া প্রভুর ভবনে উপস্থিত হইত। তৎপরে, সেই সকল মৎস্যের কিয়দংশ স্বীয় প্রভুকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং আহার করিত।

গেস্‌নার নামা এক জন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বর্ণন করেন, যে, মেক্‌সেলেমা নামা সম্রাটের একটি পালিত পেলিকান ছিল। তাঁহার সৈন্য সকল যখন যুদ্ধার্থ স্থানান্তরে গমন করিত, সে

তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ঐ পক্ষী/৯০ বৎসর জীবিত ছিল।

২। শোণিতশোষক তরুতুলিকা।—এই তরুতুলিকারা দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে জন্মে। ইহারা নর ও পশুরক্ত পান করে। যখন কোন মনুষ্য বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রা যায়, তখন ঐ শোণিতশোষক জীব, তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিবার মানসে, পক্ষ সঞ্চালন-পূর্ব্বক বাতাস করিতে থাকে। পরে সে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইলে ঐ বাতুলি তাহার পদের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে মুখ-সংলগ্ন করিয়া জলৌকার ন্যায় রক্তশোষণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাদের রক্তশোষণ সময়ে জীবমাত্রেরই কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না। তাহারা এরূপ শোণিতলোলুপ, যে, রক্তদ্বারা উদর-পূর্ণ হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না; বারংবার উদ্গার করিয়া শোষণ করিতে থাকে। তাহারা মনুষ্য-শরীর হইতে এত শোণিত শোষণ করে, যে, তদ্দ্বারা কোন কোন লোকের প্রাণবিয়োগও হইয়া থাকে। পশুদের শোণিত-শোষণ সময়ে তাহাদের কর্ণাদিতে মুখ-প্রবেশিত করে। রক্তশোষণ কালে তাহারা যে ছিদ্র করে, তাহা সূচির ছিদ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

৩। লিপিবাহক কপোত।—এই কপোতেরা অন্যান্য জাতীয় কপোত অপেক্ষা বড়। এজন্য প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত-বেত্তারা উহাদিগকে কপোতরাজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদের চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত শরীরের দীর্ঘতা ১৫ ইঞ্চ। ইহাদের অবয়ব সুদৃশ্য, পক্ষ সকল অত্যন্ত ঘন ও চিক্কণ, গলদেশ দীর্ঘ ও সরল। চঞ্চুর চতুষ্পার্শ্ব

এক প্রকার রক্তবর্ণ ত্বক্‌মণ্ডিত থাকাতে উহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। যদিও অস্মদ্দেশীয় বোকদার নামক পারাবতের চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব ঐ প্রকার ত্বক্‌দ্বারা ভূষিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা উহার ন্যায় অসাধারণ সুন্দর নহে। এই কপোতেরা দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে; এজন্য ইহাদিগকে লিপিবাহক কপোত বলা যায়। ইহাদের যাহার যে পরিমাণে পক্ষ সবল, সে সেই পরিমাণে জীবিত থাকে।

পূর্ব্বে মিশর, পালেস্তাইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রদেশের সাংগ্রামিক জয়-পরাজয়, সৈন্য-সংপ্রেষণ, এবং খাদ্য-অনাটন প্রভৃতির সংবাদ এই কপোতদ্বারা আনীত হইত। এক্ষণে ইয়ুরোপীয় বিপুল-ঐশ্বর্য্যশালী আমোদবিলাসীরা, উক্ত কপোতদ্বারা দূরস্থ বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে পত্রদ্বারা সংবাদ আনয়ন করিয়া থাকেন। এই অত্যাশ্চর্য্য গুরুতর ব্যাপার সাধনার্থ প্রথমতঃ ঐ পারাবতকে উদ্দেশ্য বন্ধুর নিকটে প্রেরণ করিতে হয়। তিনি পাতলা অথচ কঠিন কাগজে পত্র লিখিয়া তাহার পক্ষে বাঁধিয়া দিলে, সে দ্রুতবেগে প্রাণপণে পক্ষসঞ্চালন-পূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর ভবনে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়। এই প্রভুভক্ত জীব পত্র আনিবার সময়ে এত উর্দ্ধদেশ দিয়া আসিতে থাকে, যে, দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া যায়। ইহারা কখন কখন উড়িয়া আসিতে আসিতে সমুদ্রে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। উহাদের পক্ষ এমন সবল, যে, এক ঘণ্টার মধ্যে বিংশতি ক্রোশ পথ উড়িয়া যাইতে পারে।

এই কপোতদিগকে প্রথমাবস্থায় এই আশ্চর্য্য কার্য্য শিক্ষা দিয়া অভ্যাস করাইতে হয়। তৎকালে ইহাদিগকে একটা

পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া প্রত্যহ দুই তিন বার অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া উড়িয়া নিজ প্রভুর ভবনে আসিয়া উপনীত হয়। এই রূপে দিন দিন দূরতার বৃদ্ধি করিয়া ছাড়িয়া দিলে, ইহারা ক্রমে ক্রমে ঐ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধনে বিলক্ষণ পারগ হইয়া উঠে।

অধিক দূরদেশ হইতে যদি এই কপোত-দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতে বাসনা হয়, তবে ইহাদিগকে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনাহারে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ছাড়িয়া দিলে অত্যন্ত উর্দ্ধে উড়িয়া, ভয় ও ক্ষুধার প্রবলতা নিবন্ধন প্রবল বেগে পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক, প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ও ঝঞ্ঝাময় দিনে ইহারা সচ্ছন্দে পক্ষসঞ্চালনে সমর্থ না হওয়াতে অত্যন্ত বিপাকে পতিত হয়। এ জন্য সে দিন ইহাদিগকে প্রায় কেহই কোন স্থান হইতে প্রেরণ করে না।

৪। চীনদেশীয় ধীবর পক্ষী।—এই পক্ষিজাতি চীনদেশীয় ধীবরদিগের দ্বারা সুশিক্ষিত হইয়া, নদী এবং অন্যান্য জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিতে পারে। এই কারণেই ইহাদিগকে ধীবর পক্ষী বলা যায়। চীনদেশীয় লোকেরা ইহাদিগকে লোরা পক্ষী কহে। ইহাদের আকার রাজহংসের ন্যায়; কিন্তু পক্ষদ্বয় ধূসর-বর্ণ, চঞ্চু কিঞ্চিৎ সরু ও তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ইহারা প্রভুর আদেশানুসারে মৎস্য ধরিতে এরূপ অসাধারণ পটুতা প্রকাশ করে, যে, শূন্যমার্গে প্রসিদ্ধ শ্যেন পক্ষীরা, ভূমিতলে সুশিক্ষিত কুক্কুরেরা, শিকার বিষয়ে তাদৃশ পটুতা প্রকাশে সমর্থ নহে।

এই পক্ষীরা প্রভুর সঙ্কেতানুসারে জলমগ্ন হইয়া প্রথমে মৎস্যের প্রতি ধাবমান হয়; এবং সেই মৎস্য ধরিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন প্রভুর নৌকায় আসিয়া রাখিয়া যায়। এই রূপে বারংবার জলমগ্ন হইয়া বিস্তর মৎস্য ধরিয়া আনে। নদী-মধ্যে অধিক মৎস্য থাকিলে তাহারা শীঘ্রই মৎস্যদ্বারা নৌকা পরিপূর্ণ করিতে পারে। তাহারা কখন কখন এরূপ বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনে, যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহাদের এরূপ প্রবল বুদ্ধিমত্তা, যে, কোন ধীবর পক্ষী একটা বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনিতে অক্ষম হইলে, তাহারা যত্নপূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। আর কখন কখন মৎস্য ধরি-বার নিমিত্ত নদীমধ্যে বহুসংখ্যক নৌকা একত্রিত হইলে, তাহারা অনায়াসে আপন আপন প্রভুর নৌকা চিনিয়া লইতে পারে। তাহারা প্রভুর নিমিত্ত প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করে, কিছুমাত্র অমনোযোগী হয় না।

অরণ্য।

কিবা সুগভীর নিবিড় কানন
  নানাজাতি নগ কি শোভা ধরে।
যেন নানা মত নবীন নীরদ
  নগ রূপ ধরি বিরাম করে॥
কিবা ধীর ভাব! যেন যোগিজন
  সদা যোগ সাধে মন-আবেশে!
আছে কি এমন রহঃস্থল আর
  কোন লোকালয়ে কোন প্রদেশে!

বুঝি জনপদে ব্যাকুল হইয়ে
ধরিল স্বভাব এ ধীর বেশে॥
শাখায় শাখায় বিহঙ্গ বিহরে
করে কলনাদ জুড়ায় প্রাণ।
বুঝি বা বিরলে পাইয়ে স্বভাবে
নানা রাগে তারা শুনায় গান॥
কোন কোন নগ এত উচ্চতর
বোধ হয় দিব পরশ করে।
বুঝি সর্গপ্রিয়া দিগঙ্গনাশিরে
পল্লবাতপত্র যতনে ধরে॥
পরিণত ছদ যত অবিরত
পটপট রবে পতিত হয়।
যেমন জরায় জীব ত্যজে তনু
তারা দেয় সদা সে পরিচয়॥
অবতমসেতে মিহির-ময়ূখ
মাঝে মাঝে মাঝে কি শোভা পায়।
সুরশিল্পী যেন ঈষদ্ নিষ্প্রভ
হীরকখণ্ডে সে বন সাজায়॥
বিটপী বেড়িয়ে নানাবিধ লতা
কিবা মনোলোভা শোভা আমরি।
যেন জননীরে ভুজলতা-পাশে
বেড়িয়াছে শিশু গলায় ধরি॥
স্বভাব-শোভিত-বিনোদ বিপিনে
সকলি সুচারু অমূল্য নিধি।

তাই বা ভীষণ হিংস্র জন্তুগণে
প্রহরী করিয়ে রাখিল বিধি ॥
বরাহ-শার্দ্দূল-কেশরি-নিঃস্বান
যেমন অশনি-পতন-ধ্বান।
যত ভুজঙ্গম করে রে গর্জ্জন
নদীতে যেমন আসে রে বান ॥
কার সাধ্য তথা করে রে প্রবেশ
হেরিতে সুধীর স্বভাব ধনে।
বিষয়-বাসনা ত্যজেছে যে জন
শুধু তারি ভয় না হয় মনে ॥

বাণিজ্য।

দ্রব্য বিনিময়ের নাম বাণিজ্য। এই বাণিজ্য কার্য্যে, যে দেশে যে দ্রব্য আবশ্যক মত ব্যবহৃত হইয়া উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা অন্য দেশীয় উদ্বৃত্ত দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে হয়। ইহাতে উভয় দেশের অভাব দূরীকৃত হইয়া বিলক্ষণ সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। অতএব, উভয় দেশের অভাব মোচন করাই বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রত্যেক দেশকে কোন না কোন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের নিমিত্ত কোন না কোন দেশের প্রতি নির্ভর করিয়া রাখিয়াছেন। তণ্ডুল, নীল, পাট, রেশম, তুলা প্রভৃতি এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; ইয়ুরোপখণ্ডে হয় না। এজন্য তত্রত্য লোকেরা তদ্দেশোৎপন্ন নানাবিধ বস্ত্র, উর্ণা, লৌহ প্রভৃতি বিনিময় করিয়া ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যায়।

এই রূপে প্রায় সকল দেশের লোকেই দ্রব্য বিনিময়-দ্বারা বাণিজ্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে যে সভ্যসমাজে মুদ্রা বিনিময়-দ্বারা বাণিজ্য-কার্য্য সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইতেছে, সে কেবল কার্য্যের সুগমতার নিমিত্ত উপলক্ষ মাত্র। বস্তুতঃ সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দ্রব্য বিনিময় দ্বারাই বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অবধারিত হইবে।

বাণিজ্য-প্রথা আধুনিক নহে। যে সময়ে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়াছে, এবং ভিন্ন দেশোৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ের স্বরূপ মর্ম্ম অবগত হইয়াছে, সেই সময় অবধি তাহারা স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের সহিত বাণিজ্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতিহাসাদি পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, যে, পুরাকালে ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠিগণ সিংহল ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। গ্রীশদেশস্থ পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, ফিনিশিয়ান নামা অতি প্রাচীন জাতি বাণিজ্য-কার্য্যে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা পৃথিবীর অনেকাংশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে, অতি পূর্ব্বকালাবধি বাণিজ্য-কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক বাণিজ্যের সহিত পুরাকালিক বাণিজ্যের তুলনা করিলে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-প্রভাবে অর্ণবযান নির্ম্মিত হওয়াতে, এক বৎসরের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতেছে,—লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হওয়াতে এক মাসের পথ এক দিবসে অতিক্রম করা যাইতেছে,—তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত হওয়াতে

সহস্র ক্রোশ দূরদেশের সংবাদ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এ সকল সুযোগ পূর্ব্বকালে কিছুমাত্র ছিল না, সুতরাং তৎকালে বাণিজ্যের তাদৃশী উন্নতিও হয় নাই। অধুনা ঐ সকল মহোপকারী সুযোগ হওয়াতে বাণিজ্য-কার্য্যের পক্ষে এক প্রকার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

বাণিজ্য-দ্বারা মনুষ্যের যে কত উপকার সাধিত হয়, তাহা বলিবার নহে। তদ্দ্বারা সংসারের অভাব মোচন করিয়া বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হওয়া যায়,—তদ্দ্বারা ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া সচ্ছন্দে স্বাধীন অবস্থায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়,—তদ্দ্বারা পরিশ্রমের উৎসাহ প্রবল রূপে প্রবাহিত হয়;—তদ্দ্বারা বিজ্ঞান এবং শিল্প ও পদার্থ প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ সঞ্চার হয়;—এবং তদ্দ্বারা দেশদেশান্তর-পর্য্যটন-নিবন্ধন নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতীব দূরদর্শী, জ্ঞানবান ও সুখী হইতে পারা যায়। অতএব বাণিজ্য-দ্বারা পৃথিবীর যে অশেষ প্রকারে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা আর বলা বাহুল্য মাত্র।

যদি বাণিজ্য-দ্বারা সংসারের অশেষ উপকার সাধিত হয়, তবে বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। যে দেশের লোকে বাণিজ্য-কার্য্যে বিশেষ তৎপর, তদ্দেশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দেখ! আমাদের রাজকুল ইংরেজ জাতি অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয় হওয়াতে তাঁহাদের অবস্থা কেমন উন্নত হইয়াছে! কেবল বাণিজ্যের কল্যাণেই তাঁহাদের এই রত্নাকর ভারতবর্ষের অধিকার ও একাধিপত্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীরা

মহোপকারী বাণিজ্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেই ভাল বাসেন। আহা তাঁহারা আর কত কালে বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন সম্ভোগের এবং অশেষ সুখ-সচ্ছন্দতা লাভের অধিকারী হইবেন, বলা যায় না !!

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

কিন্তু যে দেশে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া উদ্বৃত্ত না থাকে, সে দেশে বাণিজ্য-স্রোত প্রবল করিয়া সেই দ্রব্য দেশান্তর চালনা করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ বাণিজ্য-দ্বারা সেই দেশের দারুণ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ, যে দেশের প্রধান অসন-দ্রব্য উদ্বৃত্ত না হয়, সে দেশ হইতে সেই দ্রব্য দেশান্তর চালনা করিলে, সেই দেশে কেবল দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ বাণিজ্য-দ্বারা উভয় দেশের অভাব রহিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রথমোক্ত দেশের দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়াদি-দ্বারা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব, এরূপ বাণিজ্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই শ্রেয়স্কর নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নীতিষোড়শী।

১ দান-ভোগ হীনের সম্পদে কিবা ফল।
২ রিপুবশ জনের কি ফল বল বল॥
৩ ধর্ম্মজ্ঞান না হলে কি ফল অধ্যয়নে।
৪ জিতেন্দ্রিয় না হলে শরীর কি কারণে॥

৫ ক্ষান্তি গুণ আছে যার কবজে কি হয়।
৬ ক্রোধ আছে যার তার শত্রুতে কি ভয়॥
৭ যথায় অসত্-সঙ্গ কি ভয় ফণীতে।
৮ বিদ্যারত্ন আছে যার কি কাজ মণিতে॥
৯ লজ্জাবতী ললনার কি ফল ভূষণে।
১০ সুকবিত্ব থাকিলে কি কাজ রাজ্য ধনে॥
১১ লোভীর বিবিধ গুণে বল কিবা ফল।
১২ শত পাপে কি হবে যাহার অন্তঃখল॥
১৩ তপেতে কি করে তার সত্য যার ধন।
১৪ তীর্থেতে কি লাভ তার যার শুচি মন॥
১৫ যাহার সৌজন্য আছে শত্রু কোথা তার।
১৬ কি করিবে মরণে অযশ আছে যার॥

"অকস্মাৎ কোন কর্ম্ম করো না করো না।"

পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্ত রাজ্যে মহাধনিক নামে মহাধনী, বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী এক বণিক বাস করিতেন। তিনি একদা সভা-মধ্যে অধ্যাসীন হইয়া, নিখিল-গুণ-ভাজন সভাজন-সহ শাস্ত্রালাপে নিবিষ্টমনাঃ হইয়াছেন; এমন সময়ে সুদীন নামা এক কবি শিরোদেশোক্ত কবিতার্দ্ধ লিখিত এক খানি পত্র হস্তে করিয়া তথায় উপনীত হইলেন; এবং বাহূত্তোলন পূর্ব্বক গভীর স্বরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে বণিক্-প্রবর! আমি শুনিয়াছি, তুমি বিদ্যোৎসাহিতা গুণের অবতার বিশেষ, তোমার তুল্য গুণগ্রাহী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, আমি এই কবিতা রচনা করিয়া বিক্রয়ার্থ তোমার নিকটে

উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূল্য এক শত স্বর্ণমুদ্রা। তুমি ইহা প্রসন্ন মনে ক্রয় করিয়া তোমার দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে স্থাপন কর। সদাশয় বণিক সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, মহাশয়! ইহার গুণ কি? কবি কহিলেন, সর্ব্বার্থ রক্ষা হয়। বণিক কহিলেন, তবে ইহার গুণ পরীক্ষা না করিয়া ক্রয় করিতে পারি না। আপনি এক্ষণে এ কবিতা আমার নিকটে রাখিয়া যাউন, পরে ইহার মহিমা জানিলেই আপনাকে এক শত স্বুবর্ণমুদ্রা দিব। কবি তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভাল ইহার গুণ জানিলেতো আমাকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিবে? বণিক কহিলেন, হাঁ অবশ্য দিব, কোন ক্রমেই অন্যথা হইবে না। যদি সকল লোক-প্রকাশক কমলিনী নায়ক দিবাকর পশ্চিম দিকে উদিত হন, তথাপি আমার এই অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে না। ইহা শুনিয়া কবি বণিককে সেই কবিতার্দ্ধ সমর্পণ করিয়া অতীব হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গুণাকর বণিক তাহাতে বিচিত্রিত পট প্রস্তুত করিয়া নিজ বিলাসভবনের ভিত্তিতে রাখিলেন।

অনন্তর মহাধনিক স্বকীয় অজ্ঞাতগর্ভা প্রিয়তমা ললনাকে গৃহে রাখিয়া বাণিজ্যার্থ দেশান্তর যাত্রা করিলেন, এবং ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর ধন লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু মনোমধ্যে এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে আমি ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত আমার নবযৌবনা সহধর্ম্মিণীকে গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলাম, প্রাচীনা অভিভাবিকা কেহই ছিল না, না জানি একাল পর্য্যন্ত সে কিরূপে কালযাপন করিয়াছিল। অবলা জাতির অঙ্গভঙ্গী সকল লোকললামভূত

পীযূষপ্রবাহ প্রায়, কিন্তু হৃদয় শাণিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সমান। অতএব, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

ইহা ভাবিয়া দ্বিযামা যামিনী যোগে অত্যন্ত গুপ্তভাবে, নিঃশব্দ পদসঞ্চার পূর্ব্বক নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, স্বীয় সহধর্ম্মিণী নিজ বিলাসভবনে দুগ্ধফেণ সন্নিভ অপূর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তদীয় ক্রোড় সন্নিকর্ষে প্রফুল্ল পদ্মাভবদন সাক্ষাৎ মদনসঙ্কাশ পরম সুন্দর ষোড়শ বর্ষীয় এক যুবা পুরুষ সুখে শয়ান রহিয়াছে। ইহা দেখিবা মাত্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো, আমি কি পরোক্ষদর্শী! যাহা ভাবিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে কি তাহাই ঘটিল! এবং মনে মনে স্বীয় পত্নীর প্রতি ধিক্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধিক্ রে পাপীয়সী পুংশ্চলি। তুই যে পূর্ব্বে আমার নিকটে অশেষ কৌশলে আপন সতীত্ব খ্যাপন করিয়া নিরতিশয় প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিলি, এই কি তোর সেই সতীত্বের কর্ম্ম! এই কি তোর সেই প্রণয়ের ধর্ম্ম! এবং এই কি তোর সেই বুদ্ধিকৌশলের মর্ম্ম! রে কুলকলঙ্কিনী দুর্ব্বৃত্তে! তোর যে বাণী অমৃতধারা প্রায় প্রেমময়ী, এবং হৃদয় হালাহলময়, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকেরা কহিয়াছেন, যে নারী স্বীয় পরিণেতাকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করে, তাহাকে ঘোরতর নিরয় ভোগ করিতে হয়। যে সংসারে ভগবচ্চরণারবিন্দ মধুপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনন্যমনে প্রেমানুরাগে কালযাপন হয়, সে সংসার অহরহঃ পরম সুখামৃত নীরে ভাসিতে থাকে। পত্নী যদি অতি প্রিয়া পতিপ্রাণা হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ সংসারে আর কি আছে?

বোধ করি এই রত্নাকর বিশ্বরাজ্যের আধিপত্যও এ অমূল্য ধনের তুল্য সুখকর নহে। ইহার নিকটে পর্ব্বতাকার হিরণ্য রাশিও পাংশু তুল্য তুচ্ছ বোধ হয়। "স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ।" কিন্তু পত্নী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পরপুরুষ-পরায়ণা হয়, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ ত্রিসংসারে আর কিছুই নাই। সে পত্নীকে বিশ্বাস করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সে সাক্ষাৎ কৃতান্তজিহ্বা স্বরূপা কালভুজঙ্গী। সংসারে এমন অপকর্ম্ম নাই, যে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। সে স্বীয় প্রিয়তমের সন্তোষ লাভার্থ কিম্বা নির্ব্বিঘ্নে বিষয় ভোগের লালসায় অনায়াসে স্বীয় স্বামির অমূল্য জীবন-ধন বিনষ্ট করিতে পারে। এ সম্বন্ধে শত শত উদাহরণ আছে। ব্যভিচারিণী নারী, কপট মিত্র, সসর্প গৃহ, এই সকলকে বিশ্বাস করা, আর জানিয়া শুনিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তমুখে হস্তক্ষেপ করা দুই তুল্য। অতএব, পাপীয়সি! তোকে আমার আর বিশ্বাস নাই, এক্ষণেই খরতর তীক্ষ্ণধার খড়্গাঘাতে তোর মস্তকচ্ছেদ করিব। তোর মহাপাপভারাক্রান্ত দেহধারণের আর আবশ্যকতা নাই, প্রাণ-ত্যাগই এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

এই কথা বলিতে বলিতেই ক্রোধে বিস্ফুরিতাধর, কম্পমান কলেবর, আরক্ত ঘূর্ণমান লোচন হইয়া ঐ নরনারীকে যুগপৎ ছেদন করিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিলেন; এবং কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিবার সময়ে সেই কবিদত্ত শ্লোক যে স্থানে ছিল, তথায় নয়নপাত হইল। তন্নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রচণ্ডতর ক্রোধ সম্বরণ হইল, এবং স্থিরচিত্ত হইয়া বিশেষ তথ্যানুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে ঐ

যুবা পুরুষ তাঁহার ঔরস পুত্র। অনন্তর অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আস্তে ব্যস্তে আপন স্ত্রীপুত্রের মুখচুম্বন করিয়া ঐ স্ত্রীপুত্র লইয়া পরম সুখে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং সেই কবিকে পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া স্বীয় অঙ্গীকৃত এক শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

পর্ব্বত।
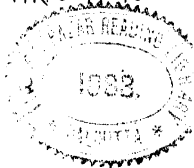
শান্তির মূরতি, গম্ভীর আকৃতি, ধর কিবা গিরিবর।
হেরিলে ভাবুকে যোগ আর ধ্যানে মত্ত হয় নিরন্তর॥
নব পল্লবিত যত তরুকুলে ভূষিত করেছে তারে।
যেন সংসারের সজল জলদ মিলিয়াছে একাকারে॥
গিরিবর শোভা কিছুমাত্র তায় দেখিতে না পাওয়া যায়।
খপুর প্রভাবে যেমন লোকের মতির স্ফূর্ত্তি না পায়॥
যতই গিরির নিকটেতে যাবে বোধ হবে পরিষ্কার।
শাখা পল্লবিত নগকুল বলি জ্ঞেয়ান হবে তোমার॥
ঘোর ঘন ঘটা বলি আর তব না হবে মনে প্রতীত।
খপু হতবল হইলে যেমন ক্রমে স্ফূর্ত্তি পায় চিত॥
কিবা কল স্বরে সদা করে গান নগগণে খগগণ।
যেন ডোরে বাঁধি ভাবুকের মন তায় করে আকর্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে তুমি স্পষ্টই দেখিবে বিবিধ গৈরিক যত।
তার মাঝে মাঝে সাজে মনোহর সপ্রভ পাষাণ কত॥
কি কব সে প্রভা বুঝি প্রভাকর গিরিবর অনুরাগে।
তাহার আশ্রয় করেন গ্রহণ ভাগ হয়ে বহু ভাগে॥

তায় জ্যোতি ধরি চক চক করি বুঝি গিরি মনোসুখে।
প্রকৃতির ভাবে ভোর হয়ে মনে হাস্য করে ফুল্ল মুখে ॥
কোথাও ওষধি যাহার পরশে না থাকে রোগের দায়।
জ্ঞানাগ্নি পরশে যেন পাপরাশি ভস্মরাশি হয়ে যায় ॥
কোথা ধীরে ধীরে আহার সন্ধানে ফিরিতেছে মৃগরাজ।
যেন গুপ্তচর কেরে ছদ্মবেশে সাধিতে আপন কাজ ॥
কোন শাখিবরে ফলিয়াছে ফল সুধাময় আস্বাদন।
করিলে ভোজন রোগের বদন নাহি হয় দরশন ॥
কোথায় কুসুম হইয়ে প্রফুল্ল বিরাজে হাস্য বদনে।
তাতে সেই দিক করিয়াছে আলো যাইতে প্রভু সদনে ॥
এই সব ফুলে কেলি করে অলি মোহিত হইয়ে মনে।
এই দুষ্ট দিল শিক্ষা ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ নায়কগণে ॥
বহুমূল্য মণি বহু শোভে তথা গণিতে কে শক্ত হবে।
ওহে ধনিগণ ধনের গৌরব কেমনে কর হে তবে ॥
পরিধান করি বিশ্ব-অনুপম প্রকৃতির পরিচ্ছদ।
যত শিখিগণ শিখিনী হেরিয়ে নাচে ভাবে গদ গদ ॥
হে নায়কগণ কি কর গৌরব পরিচ্ছদ পরি আর।
এমন বিচিত্র পরিচ্ছদ আর বল দেখি আছে কার ॥
গহ্বরে কেশরী অলস হইয়ে শয়ন করিয়ে আছে।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রঙ্গ করি কত ভ্রমে সদা তার কাছে ॥
চেষ্টা বিনা তবে কিছুই না হয় লাভ এ ভব ভুবনে।
অলস হইয়ে পড়িয়ে থাকিলে পঙ্গু লংঘে বীরগণে ॥
কোথায় কুরঙ্গ শার্দ্দূল শঙ্কায় অতি দ্রুতবেগে ধায়।
যেন পান্থজন পড়িয়ে প্রান্তরে দস্যুর ভয়ে পলায় ॥

যত অজগর উগারে গরল দগ্ধ হয় গিরি তায়।
আহা মরি মরি গুণের গৃহেতে এত দোষ হায় হায় ॥
যেখানেই গুণ সেই খানে দোষ যথা সুধা তথা বিষ।
যেখানেই ভাল সেই খানে মন্দ রহে দেখ অহর্নিশ ॥
সর্ব্বগুণাকর দেখ সুধাকর তাহারে কলঙ্কী বলে।
বুঝিলাম তবে নির্দ্দোষ পদার্থ নাহি এ ভবমণ্ডলে ॥
এ দুঃখে গিরির চক্ষে বহে ধারা বুঝি করি ঝর ঝর।
যত কোষ তার রাখিয়াছে নাম নির্ঝর, নির্ঝরী ঝর ॥
বিশ্ব-মূলাধার একমাত্র সার সেই সাধনের ধন।
নির্দ্দোষ পদার্থ তিনিই কেবল জানেন ভকতগণ ॥

ধূমকেতু।

ধূমকেতু এক প্রকার জ্যোতিষ্ক বিশেষ। ধূমদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে উহাকে ধূমকেতু বলা যায়। ধূমকেতু সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শনৈশ্চর, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সকল গ্রহের ন্যায় ইহাদের গতির কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ইহারা কখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে কখন বা অত্যন্ত দূরে ভ্রমণ করে। ধূমকেতু স্বভাবতঃ তেজোময় নহে; সূর্য্যের তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া তেজস্বী হইয়া থাকে। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, তখন অতীব তেজস্পুঞ্জ হয়।

ধূমকেতুর সংখ্যাও বড় অল্প নহে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আকাশমণ্ডলে বহু সংখ্যক ধূমকেতু বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কতক গুলি ধূমকেতু যে কোন্ সময়ে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী

হয়, তাহাও তাঁহারা গণনা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। হেলি নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত যে এক মহা ধূমকেতুর গতিবিধি গণনা করেন, সে ৭৫ বৎসরের পর এক এক বার সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঐ ধূমকেতু শেষবারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদিত হয়। ঐ ধূমকেতু-প্রকাশক হেলির নামে উহার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এঙ্কি নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতের প্রকাশিত ধূমকেতু প্রায় চারি বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

সামান্য চক্ষুঃদ্বারা ধূমকেতু দৃষ্টি করিলে, এক সম্মার্জ্জনীর ন্যায় দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বোধ হয়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা উহাকে এরূপ স্বচ্ছ দেখায়, যে, উহার মধ্য-দিয়া তারা সকল দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ পুচ্ছকে অতীব স্বচ্ছ ও বাষ্পাবৃত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সকল ধূমকেতুর কেবল একটী মাত্র পুচ্ছ থাকে এমত নহে, কোন কোনটার অধিকও দৃষ্ট হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এক ধূম-কেতুর ছয়টা পুচ্ছ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের জীবনে আমরা তিনটি মাত্র ধূমকেতু দেখিয়াছি, প্রথম ও তৃতীয়টি পুচ্ছবিশিষ্ট। বিশেষতঃ শেষটির পুচ্ছ এরূপ স্বচ্ছ যে সহজ চক্ষেই তাহার মধ্য দিয়া তারা সকল দেখিতে পাওয়া যাইত। দ্বিতীয়টি একটি প্রকাণ্ড বাহাদূরী কাষ্ঠের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট। সন্ধ্যাকালে আমরা যখন গঙ্গাতীরে যাইতাম, তখন উহা গঙ্গার এপার এবং ওপার জুড়িয়া উদিত হইত।

পরমেশ্বর কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, কি জল, কি অনল, কি নক্ষত্র, কি গ্রহ, সর্ব্বত্রই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে

এমন তিলার্দ্ধ স্থান নাই, যথায় কোন না কোন জীব অবস্থান না করে; কিন্তু ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে অনির্ব্বচনীয় তেজস্পুঞ্জ হয়, এবং অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে আলোকশূন্য হইয়া প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এমন বিপরীত ভাবাপন্ন স্থানে কোন জীব অবস্থান করিতে পারে কি না, তাহা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। অতএব পরমেশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে ধূমকেতুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু ধূমকেতুদিগের অনিয়মিত গতিবিধিদ্বারা গ্রহ উপগ্রহ সকলের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণের যে কোন ব্যাঘাত হয় না, ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে।

বালক বালিকার কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ।

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দ।

বালা-বালক কর গুণশিক্ষা।
গুরুসদনে করি প্রজ্ঞা ভিক্ষা॥
জল বিনু সরসী রস বিনু কবিতা।
তৈসে তনু দিব বিনু গুণসবিতা॥
গুরু-উপদেশ নিয়ত ধর হৃদয়ে।
জনু ধরি ধরণি চরাচর নিচয়ে॥
মানস তিমির তবে তব হরিবে।
বোধদীপ হৃদি উজ্জ্বল করিবে॥
যশোবিহঙ্গম ছদ বিস্তারে।
মজিবে অবিরত ভুবন বিহারে॥

ধর ধর যতনে গুরুজন-বাণী।
সাগর-সিঞ্চিত ধন অনুমানি॥
পরিহর চাপল গুরুজন পাশে।
ধীরা ক্ষিতি সম ধৈর্য্য প্রকাশে॥
তৃণসম লঘু হইয়ে গুরু সদনে।
বল মৃদুবচন সতত নতবদনে॥
বহুগুণ যদি তুমি ধর অবিরল হে।
রসনাশাসন বিনু নিষ্ফল হে॥
রসনা ভূষিত কর প্রিয়বচনে।
অরি তব বল কে রহিবে ভুবনে॥
না মজ অনৃতে করিয়ে ছলনা।
জগতে তৎসম পাপ কি বলনা।
সম কর সন্তত অন্তর রসনা॥
দিয় না দীনে মানস-পীড়া।
সতত সুকর্ম্মে ত্যজ হে ব্রীড়া॥
সতত কুকর্ম্মে মন আবেশে।
ধর হে ব্রীড়া স্বশিরোদেশে॥
তব নিজ পিতরৌ পালয়িতারে।
কর হে পূজা বিধি অনুসারে॥
শিষ্ট জনে তুমি ইষ্ট সমানে।
কর কর পূজা অতিশয় মানে॥
কুমতি কুসঙ্গতি যত সংসারে।
পূতিগন্ধবৎ ত্যজ অনিবারে॥

ধর ধর ধর্ম্মে হৃদয়ে যতনে।
কর কর ভূষণ ধৈরজ রতনে॥
যত্র তত্র রহ কভু না ভুলিবে।
সাধনধন-প্রতি মানস রহিবে॥
বাল-ধরম ইহা অন্তরে জানি।
শৈশব কালে পূজহ বাণী॥

সচল উদ্ভিদ।

এই পদার্থ অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে উদ্ভিদ ও প্রাণী এই উভয়ের ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে; এজন্য ইহাদিগকে সচল উদ্ভিদ কহে। ইহাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং বীজ ও কলম হইতে উৎপত্তি প্রযুক্ত উদ্ভিদ সদৃশ বোধ হয়। কিন্তু ইচ্ছানুসারে স্থান পরিবর্ত্তনে সমর্থ এবং সচেতন হওয়াতে ইহাদের প্রাণিধর্ম্ম অনুভূত হয়।

ইহারা সাগর বা অন্য কোন কোন জলাশয়ে এক প্রকার মূলবদ্ধ করিয়া অবস্থান করে। কোন কোনটা স্থল বিশেষে প্রস্তরের রজে উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। কোন কোনটা কূর্ম্মপৃষ্ঠ-সদৃশ অতি কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। কোন কোনটা কোমল ও মাংসল হয়। ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে জুফাইট্ বলে।

সর্ব্বপ্রকার সচল উদ্ভিদের নব নব সচল উদ্ভিদ উৎপন্ন করিবার স্বাভাবিকী শক্তি আছে। অভিনব সচল উদ্ভিদ সকল জননীর সচল উদ্ভিদ-বৃন্তস্থিত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিয়ৎকাল সেই বৃন্তের উপরিভাগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তখন

তাহাদিগকে একটি সচল উদ্ভিদ দেখায়। পরিশেষে পতিত হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র সচল উদ্ভিদ হইয়া উঠে; এবং তাহাদিগকে বৃন্ত হইতে বিভিন্ন করিয়া দিলেও তাহারা এক একটি স্বতন্ত্র হইয়া সজীব থাকে। এই উদ্ভিদের জীবের ন্যায় মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ধমনী প্রভৃতি আছে, এমন লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাদের অঙ্গের মূল অবধি শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি শূন্যগর্ভ নলী আছে। ঐ নলীকেই উদর অথবা অন্ত্রস্বরূপ বোধ করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই আশ্চর্য্য প্রাণিধর্ম্মি সচল উদ্ভিদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তোষামোদ দোষ ও জ্ঞানগৌরব।

ওরে নর অনুক্ষণে, কায়মনে প্রাণপণে,
কর রে ধনীর উপাসনা।
কিসে তাঁর পাবে মন, এই চিন্তা প্রতিক্ষণ,
আহা মরি মরি কি যাতনা॥
সন্তোষ সাধনে তাঁর, বল তুমি অনিবার,
কত কথা অলীক অসার।
সুধাকরে যদি ধনী, বলেন বিষের খনি,
তুমি তাহা কর অঙ্গীকার॥
তাঁহার কারণে কত, পাপে তুমি হও রত,
কর তুমি উচ্ছন্ন কাহায়।
তিনি যদি কোন নরে, বিনাশেন চরাচরে,
হও তুমি তাঁহার সহায়॥

তবু তব দুঃখ ক্লেশ, কখনো না হয় শেষ,
সদাই পরাণ পরাধীন ॥
তোষামোদে কলেবর, হয়ে আছে জরজর,
মনে সুখ নাহি এক দিন ॥
যখন ডাকেন প্রভু, বিলম্ব না কর কভু,
যাও তুমি তাঁহার সকাশ।
মনোসাধ মনে রয়, কোন সুখ নাহি হয়,
খেতে স্যুতে নাহি অবকাশ ॥
এমন আবেশ মনে, থাকে যদি জ্ঞানধনে,
বল তব কি ভাবনা তবে।
মনের যন্ত্রণা যত, সকলি হয় হে হত,
পাপ তাপ নাহি রয় ভবে ॥
সদা জ্ঞানামৃত-রসে, তব মনঃপ্রাণ রসে,
কোন চিন্তা অন্তরে না রয়।
জ্ঞানীর অভাব কিবা, সবে সেবে নিশিদিবা,
পরাধীন হইতে না হয় ॥

নিদ্রাতুর জন্তু ও কস্তুরী মৃগ।

১। নিদ্রাতুর মূষিক।—এই মূষিক জাতি শীতকালে স্বীয়-গর্ত্ত মধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকে। পরে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে ইহাদের দীর্ঘনিদ্রা ভঙ্গ হয়। এম মেঙ্গালি সাহেব এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তিনি শীতকালের প্রারম্ভে একটি তজ্জাতীয় মূষিককে একটা মেজের উপর রাখেন,

কিন্তু সে তথায় না থাকিয়া কতকগুলি কাগজের নীচে শয়ন করিল। পরে শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে, সে প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। অনন্তর শীত যত হ্রাস হইতে থাকিল, ততই তাহার চৈতন্য বোধ হইতে লাগিল। পরে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আহারাদির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

২। ভেক। কোন কোন জাতীয় ভেকও এই রূপে শীতকালে গর্ত্ত কিম্বা পঙ্কমধ্যে কেবল নিদ্রা যায়। তখন তাহারা এরূপ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে, যে, তাহাদিগকে মৃতপ্রায় বোধ হয়। সে সময়ে কেহ গুরুতর আঘাত করিলেও তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পরে যখন সূর্য্যের তেজঃ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহাদের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩। শ্বেত ভল্লূক। তুষারময় মেরু প্রদেশে এক প্রকার শ্বেত ভল্লূক আছে। তাহারাও তথাকার সমুদায় রাত্রি, অর্থাৎ ছয় মাস, বরফের মধ্যে সুখে নিদ্রা যায়।

৪। কস্তুরী মৃগ। উষ্ণ-প্রধান দেশই এই মৃগজাতির উৎপত্তির উপযুক্ত স্থান। ইহারা তত্রত্য পর্ব্বতাকীর্ণ অগম্য স্থানে তৃণ পত্রাদি আহার করিয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করে। ইহা-দের অত্যন্ত ভীরুস্বভাব ও ক্ষীণ শরীর, সুতরাং সমধিক বলবান হিংস্রক জন্তু দ্বারা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, পরম কারু-ণিক পরমেশ্বর ইহাদিগকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবনের শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারাই প্রায় ইহারা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। যদি মৃগয়ুরা ইহাদিগকে বধ করিবার উদ্দেশে পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তাহা হইলে ইহারা বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক প্রবল বেগে দৌড়িয়া কোন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে

এমন লুক্কায়িত হয়, যে, ইহাদিগকে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মৃগয়ুরা ইহাদিগকে সহজে বধ করিতে সমর্থ হয় না।

এই মৃগের নাভিকুণ্ডের মধ্যভাগে অণ্ডাকার এক আধারের মধ্যে মৃগনাভি বা কস্তূরী থাকে। মৃগনাভি অতি কঠিন পদার্থ। ইহা কেবল পুংজাতীয় মৃগেতেই জন্মে, স্ত্রী মৃগেতে জন্মে না।

অত্যুৎকৃষ্ট মৃগনাভি তিব্বৎদেশের কস্তূরী মৃগেই জন্মিয়া থাকে। সেই মৃগের শরীর তিন ফুট দীর্ঘ, এবং দুই ফুট তিন ইঞ্চ উচ্চ হইয়া থাকে, লাঙ্গুল এত ক্ষুদ্র, যে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের চর্ম্ম ধূমল বর্ণ, কর্ণ অত্যন্ত বৃহৎ, এবং নীচের দন্ত-পংক্তি অপেক্ষা উপরের দন্ত-পংক্তি বড়। দন্ত-পংক্তির শেষভাগ হইতে দুই ইঞ্চ দীর্ঘ দুইটা বক্র দন্ত বাহির হয়; উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

যত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে মৃগনাভি অতি প্রসিদ্ধ। যদিও ইহার গন্ধ কিঞ্চিৎ উগ্র বটে, কিন্তু ক্লেশদায়ক নহে। মৃগনাভির এমত প্রবল গন্ধ-শক্তি, যে, কোন গৃহে ইহার এক ধান পরিমিত রাখিলে, কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত সেই গৃহ সুগন্ধে আমোদিত থাকে। কিন্তু যদি অধিক পরিমাণে রাখা যায়, তবে এক বৎসরে তাহার সুগন্ধ নষ্ট হয় না। মৃগনাভি যে কেবল সুগন্ধের নিমিত্তই আদরণীয় এমত নহে, ইহার দ্বারা অনেক প্রকার মহৌষধও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

কলিঙ্গ নগরপতি রাজা বিদ্যাধর।
শুকসেন নামে তাঁর সচিবপ্রবর॥
এক দিন সচিবপ্রবর ছদ্মবেশে।
নগরের ভাব দেখি ভ্রমেন আবেশে॥
দেখেন বিরলে এক সুন্দর বালক।
এই বলিতেছে তারে কোন প্রতারক॥
রে বালক, মন্ত্রীর ভবনে যাত্রা করি।
আন মন্ত্রিতনয়ার শিরোমণি হরি॥

বালক।—কখনো একাজ আমি না পারি করিতে।
মহাশাস্তি পেতে হবে আমারে ত্বরিতে॥

প্রতারক।—রে বালক, এই কাজ গোপনে করিবে।
তবে বল তোমারে কে ধরিতে পারিবে॥
ধরিতে না পারে যদি কেহই তোমারে।
তবে তুমি শাস্তি কেন পাবে এ সংসারে॥

বালক।—গোপনে কেমনে আমি করিব হরণ।
জান না কি সর্ব্ব স্থানে আছে এক জন॥
সেখানেও তাঁর চক্ষু সমুজ্জ্বলতর।
তাই বলি মহাশয় মোরে ক্ষমা কর॥
সামান্য নরের ভয়ে যত মূঢ়জনে।
পাপ করে নিরন্তর বড়ই গোপনে॥

কিন্তু তাঁর দরশন-পথে সেই ক্ষণে।
নিশ্চয় পড়িতে হবে সেই মূঢ়গণে॥
অবশ্যই ফল পেতে হবে নিঃসংশয়।
কোন মতে অন্যথাতো হইবার নয়॥
আঁখিপথ প্রভুর ছাড়ায় সাধ্য কার।
এই ভাব যদি হৃদে জাগে সবাকার॥
দূর হয় পাপ তাপ বাদ বিসম্বাদ।
এই সংসারের হয় সুধার আস্বাদ॥
মহাশয়, প্রভুর এ ভাব কর সার।
হৃদয়ে জাগ্রত করি রাখ অনিবার॥
তা হলে পাপেতে আর না হইবে মতি।
পাপেতে সবার হয় বিষম দুর্গতি॥
মন্ত্রীরে পশ্চাতে দেখি সেই দুষ্টজন।
সেইক্ষণে কোথায় করিল পলায়ন॥
সারবান বাক্য শুনি বালক-বদনে।
মন্ত্রিবর মহাতুষ্ট হইলেন মনে॥
বলেন চল রে বৎস আমার ভবনে।
মহাসুখে রাখিব তোমারে অনুক্ষণে॥
বিদ্যা শিক্ষা হেতু দিব সদ্‌গুরু গোচরে।
তুমি অতি বুদ্ধিমান শিখিবে সত্বরে॥
এত বলি তারে লয়ে যান নিকেতনে।
উদ্যানে রাখেন তারে পরম যতনে॥
সে বালক বিদ্যা শিক্ষা করে অনুক্ষণ।
মাঝে মাঝে উদ্যানেরো কাজে দেয় মন॥

নানাশাস্ত্র পড়ি ক্রমে সুশিক্ষিত হয়।
উদ্যানেরো উন্নতি করিল অতিশয় ॥
উদ্যানের শোভা তায় হইল এমন।
সে যেন ধরিল সুখে নবীন যৌবন ॥
এক কালে সকল কুসুম বিকসিত।
হাসিল প্রকৃতি যেন হয়ে মহাপ্রীত ॥
মন্ত্রিসহ রাজা সেই আরামে আসিয়ে।
বড় তুষ্ট হইলেন শোভা নিরখিয়ে ॥
বালকেরে বলেন করিয়ে সম্বোধন।
তুমি অতি বিচক্ষণ সুবোধ সুজন ॥
এখানে এরূপ ফুল প্রফুল্ল না হয়।
আজি দেখি আলোময় স্থান সমুদয় ॥
রে বালক এ কেবল হল গুণে তব।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি অধিক কি কব ॥

শিশু।—মহারাজ, কি গুণ আছে এ অভাজনে।
নিজ গুণে বাড়ালেন দীন হীন জনে ॥
যিনি এ উদ্যানপতি রাজরাজেশ্বর।
যাঁহার রচনা এই কুসুম নিকর ॥
তিনি ফুটালেন তাঁর কুসুম সকলে।
এ দীন হীনের কিবা সাধ্য ভূমণ্ডলে ॥
বালক-বদনে ইহা শুনিয়ে ভূপতি।
হইলেন পরম সন্তুষ্ট তার প্রতি ॥
বলেন এমন আর দেখি নাই কভু।
বালকেরে তত্ত্বজ্ঞানী করেছেন প্রভু ॥

এমন সুবোধ সাধু বালক সুন্দর।
আর কি দেখেছ কোথা ওহে মন্ত্রিবর॥
মন্ত্রীর পদের যোগ্য এই গুণধাম।
যতনে করিবে রক্ষা এরে অবিরাম॥
এত বলি রাজা যান রাজনিকেতনে।
সচিবের দুর্ভাবনা বড় হল মনে॥
ভাবেন ভূপতি এরে যেরূপ সদয়।
মন্ত্রিপদ দেওয়া তাঁর অসঙ্গত নয়॥
এখন যদি না দেন কিছু দিন পরে।
দিবেন আমারে ত্যজি সে বালকবরে॥
বলিলেন নিজ মুখে মন্ত্রিযোগ্য তারে।
এ কথায় চিন্তানলে দহিছে আমারে॥
বটে এ বালকে দেখি যেরূপ ধীমান।
আমারো এখনো নাই তত বুদ্ধি জ্ঞান॥
হায় হায় বুঝি মোর অন্নমারা যায়।
সম্ভ্রম হারাতে বুঝি হয় বা আমায়॥
এই হেতু অন্তরে বিষম শঙ্কা গণি।
আপনার কাল আমি করেছি আপনি॥
হায় হায় এ কথা বলিব আমি কারে।
"নালা কেটে লোণা জল" এনেছি আগারে॥
যাহা হক এখন নিধন বিনে তার।
চিত্ত হতে চিন্তা দূর হবে না আমার॥
ঘাতুকেরে পত্র এক এখনি লিখিয়ে।
পাঠাব তাহার পাশে তারি হাতে দিয়ে॥

পত্র পাবা মাত্র তার সুতীক্ষ্ণ অসিতে।
তাহার মস্তকচ্ছেদ করিবে ত্বরিতে॥
তা হইলে নিষ্কণ্টক হইবে সংসার।
সুখেতে আহার নিদ্রা হইবে আমার॥
এত বলি পত্র লিখি দিয়ে তার করে।
বলেন তাহারে যেতে ঘাতুক গোচরে॥
পত্রের মরম এই "পত্রবাহি জন।
যাবা মাত্র কর এর মস্তকচ্ছেদন॥"
সরল বালক পত্রে জানে না কি আছে।
সেইক্ষণে চলিল সে ঘাতুকের কাছে॥
পথিমধ্যে মন্ত্রিসুত আসিয়ে ত্বরায়।
বলিল তাহারে তুমি যাও হে কোথায়॥
আমারে ফুলের মালা গেঁথে দিতে হবে।
তাই বলি এস ভাই উপবনে তবে॥
বালক বলিল আজ্ঞা দেন মন্ত্রিবর।
পত্র দিতে যেতে হবে ঘাতুক গোচর॥
কি রূপে তাঁহার আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন।
তাই বলি মোরে ক্ষম ওহে মহাজন॥
মন্ত্রিসুত বলে তুমি যেতে না পারিবে।
এখনি আমার মালা গাঁথিতে হইবে॥
বরঞ্চ তোমার হয়ে আমি তথা যাই।
তুমি গিয়ে মালা গাঁথ শীঘ্র ওহে ভাই॥
এত বলি তাহারে পাঠায়ে পুষ্পবনে।
পত্র লয়ে আপনি চলিল সেই ক্ষণে॥

যাই আসি পত্র দিল ঘাতুকের করে।
অমনি ঘাতুক তাহা খুলে পাঠ করে॥
শীঘ্রতর করবারি আনিয়ে অমনি।
তাহার মস্তকচ্ছেদ করিল তখনি॥
মন্ত্রিবর জানি এ দারুণ সমাচার।
করাঘাত করি শিরে করে হাহাকার॥
মহারাজ হইলেন সবিস্ময় অতি।
রাজ্য শুদ্ধ সবে হল সবিস্ময়মতি॥
ধর্ম্মের কেমন সূক্ষ্ম গতি এই ভবে।
কি করিতে কি হইল আরো বা কি হবে॥
তাই বলি ধর্ম্মের না হয় পরাজয়।
"যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
আমরি ধর্ম্মের দেখ কেমন কৌশল।
"মরিল কোথায় আসি কোথাকার জল॥"
রাজার অশ্রদ্ধা বড় হল সে মন্ত্রীরে।
দূর করে দিলেন ভাসায়ে অশ্রুনীরে॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বালক তদন্তরে।
মন্ত্রিপদ তাহারে দিলেন সমাদরে॥
মহাপাপী নরাধম মন্ত্রী দুরাচার।
যাহা ভেবেছিল তাই ঘটিল তাহার॥
ভুবনে এমন সূক্ষ্ম বিচার কাহার।
বিনে সেই দীনবন্ধু কৃপাপারাবার।
আহা মরি ঈশ্বরের লীলা বুঝা ভার॥

যন্ত্রদ্বয়।

১। দূরবীক্ষণ যন্ত্র।—যে সকল যন্ত্রের সৃষ্টিদ্বারা মনুষ্য-বর্গের অপর্য্যাপ্ত উপকার সাধিত হইতেছে, তন্মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র অতি প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। হলণ্ড রাজ্যের হিডেলবর্গ দেশের কোন উপাক্ষকারের পুত্র দুই খানি কাচ লইয়া এক বার দূরস্থ ও এক বার নিকটস্থ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। সেই প্রকার করিতে করিতে সে সেই দুই কাচদ্বারা সম্মুখস্থ এক গির্জ্জার চূড়াস্থিত কুক্কুটকে অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহার উপরিভাগ নিম্নে ও নিম্নভাগ উপরে দেখিল। তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিল। পিতাও সেই দুই কাচদ্বারা তদ্রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি সেই দুই কাচ এক কাষ্ঠ-ফলকে এরূপ কৌশলে স্থাপিত করিলেন, যে ইচ্ছাক্রমে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ করিতে পারেন। এই প্রকারে দূরস্থ বস্তু নিকটস্থবৎ দৃষ্ট হইবার যন্ত্র সর্ব্বাগ্রে অসম্পূর্ণ রূপে সৃষ্ট হইল।

তৎপরে ভুবনবিখ্যাত মহাপণ্ডিত গেলিলিও মহোদয় এই ব্যাপার শ্রুত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি এক কাষ্ঠময় নলের দুই দিকে দূরদৃষ্টি সম্পাদক কাচ স্থিত করিয়া প্রকৃষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা আকাশ মণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দ্দিকে চারিটি চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে ও তন্মধ্যে নানাবিধ দাগ আছে, চন্দ্র মধ্যে পর্ব্বত ও উপত্যকা আছে, এবং সামান্য চক্ষুর অগোচর

অনেক জ্যোতিষ্ক আকাশ মণ্ডলে দীপ্যমান রহিয়াছে, এই সকল আবিষ্কৃত করিলেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই গেলিলিও মহোদয়-কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তদবধি ক্রমে ক্রমে ঐ যন্ত্রের উন্নতি হইয়া আকাশ মণ্ডলস্থ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হর্ষেল সাহেবকৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা নিরীক্ষিত বস্তুকে তাহার স্বাভাবিক অবয়ব অপেক্ষা ৬০০ গুণ বড় দেখায়। মহা তেজস্পুঞ্জ শনি গ্রহকে ঐ যন্ত্রদ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সামান্য চক্ষুতে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বোধ হয়, যেন আমরা ঐ গ্রহাভিমুখে ৪০০০০০০০০ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি। এক ঘণ্টায় যদি আমরা ২৫ ক্রোশ ঐ গ্রহাভিমুখে ধাবমান হইতে পারি, তাহা হইলে ঐ ৪০০০০০০০০ ক্রোশ উত্তীর্ণ হইতে আমাদের ১৮০০ বৎসর লাগে। অতএব দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে আমাদের দূর গমনের বাহন স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার সহায়তায় আমরা বহু দূরস্থ অগণ্য অচল জ্যোতিষ্ক ও তাহাদের অবস্থিতি-স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু ২০০০০০০০০০০০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত আকাশ মণ্ডলে অগ্রসর হইলেও তাদৃশ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। শরের ন্যায় দ্রুতগতি হইলেও ঐ ২০০০০০০০০০০০০ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইতে যে কত সময় লাগে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং ধূমকেতু লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, এক্ষণে জ্যোতির্ব্বেত্তারা

দূরবীক্ষণ যন্ত্র-প্রভাবে তাহার অনেক আবিষ্কৃত,করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে এই দৃষ্টি-যন্ত্রের যতই ঔৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবেক, ততই জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকিবেক, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

২। অণুবীক্ষণ যন্ত্র।—সামান্য চক্ষুর অগোচর অণু পদার্থ সকল এই যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র কহে।

কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এই মহোপকারী যন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ডচ্ জাতীয় দ্রবল নামক এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রকাশ করেন।

এই যন্ত্রদ্বারা সামান্য চক্ষুর অগোচর অণু পদার্থ সমূহের এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট অবয়ব, দীর্ঘতা, ও স্থূলতা প্রভৃতি স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

পনীর মধ্যে অসংখ্য কীটাণু থাকে; সামান্য চক্ষুদ্বারা সেই সকল কীটাণুকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে চক্ষু, মুখ, পদবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম দীর্ঘ, সুচল লোমাবৃত অত্যদ্ভুত স্বচ্ছ শরীরী কীটরূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য চক্ষুদ্বারা প্রত্যেক বালুকা-কণাকে কেবল গোল ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক বালুকা-কণার আকৃতির বিভিন্নতা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কতকগুলি সম্পূর্ণ গোল, কতকগুলি চতুষ্কোণ, কতকগুলি শুণ্ডাকার, ইত্যাদি নানাবিধ আকার বিশিষ্ট বোধ হয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তন্মধ্যে অনেক

কীটাণুকে সচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। ইহাদ্বারা ভেকদিগকে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখায়; এবং তাহাদের চর্ম্মের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত রক্তের গতিবিধি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রজাপতিকে সামান্যতঃ অতিশয় সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বীক্ষণ করিলে যেরূপ অত্যদ্ভুত অসাধারণ সুন্দর বোধ হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সামান্য চক্ষুদ্বারা প্রজাপতির পক্ষে কেবল কতকগুলি রেণু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে, যে, সে সকল রেণু নহে, এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা যে কত উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও গণনা করা যায় না। অবনী মণ্ডলে এমন অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যে, সামান্য চক্ষুর্দ্বারা তাহাদিগকে কোন ক্রমেই উদ্ভিদ বলিয়া প্রতীত হয় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহাদের পত্র, শাখা পুষ্প, ফল প্রভৃতি সমুদায় দেখা যায়। অতএব অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা কীট এবং উদ্ভিজ্জের এক নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই মহোপকারী যন্ত্র-প্রভাবে অত্যদ্ভুত পরম রমণীয় উদ্ভিজ্জাণু ও কীটাণু-সৃষ্টি প্রকাশ হওয়াতে বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমাই প্রকাশ পাইতেছে।

বসন্ত বর্ণন।

সরস বসন্ত ঋতু আইল ধরায় রে।
আহা মরি কিবা শোভা হইল তাহায় রে॥

পিককুল পঞ্চস্বরে, জগতের মনোহরে,
বুঝি তারা সেই স্বরে রাজগুণ গায় রে।
নবীন পল্লব-ভরে, শাখী সব শোভা করে,
তুষিতে স্বভাবে বুঝি ধরে নব কায় রে।
দ্বারে দ্বারে অহরহ, মন্দ বহে গন্ধবহ,
বসন্তের অধিকার জানাতে সবায় রে।
রসভরে শুক শারী, গান করে সারি সারি,
বুঝি তারা স্বভাবের মহিমা জানায় রে ॥

বার দিয়ে বসিল বসন্ত ঋতুরাজ।
জগতের মনোহর করিয়ে সমাজ ॥
প্রফুল্লতা তাঁহার সচিব বিচক্ষণ।
মলয় মারুত করে চামর ব্যজন ॥
প্রধান গায়ক তাঁর বনপ্রিয়কুল।
শুনিতে যাহার গান জগত্ ব্যাকুল ॥
মধুকর নিরন্তর করে গুন্ গুন্।
সেতো বসন্তের বন্দী সদা গায় গুণ ॥
এই রূপ ভূপতির সম্পদ হেরিয়ে।
ভাবরসে রসারাণী গেলেন গলিয়ে ॥
মহোল্লাসে প্রেমাবেশে হইয়ে অধরা।
নবীন যুবতী রূপ ধরিলেন ধরা ॥
শাখী সব নবীন পল্লবে সুশোভিত।
নানা তরু মঞ্জরিল অতি শোভান্বিত ॥
নানা জাতি কুসুম হইল বিকসিত।
হেরিয়ে নয়ন মন হয় হরষিত ॥

ফুটিল পলাশ ফুল কি শোভা তাহার।
রূপবান মূর্খ সহ তুলনা যাহার॥
ফুটিল মাধবী লতা অতি চমৎকার।
মুনির মানস হরে হেরি যার হার॥
ভুবনমোহন নাম ফুটিল অশোক।
যারে হেরি শোক তাপ ত্যজে যত লোক॥
জগতের প্রিয় ফল আম্র সুধাসার।
এই কালে দেখা দেয় মুকুল তাহার॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে।
শাখীতে শাখীতে নানা বিহঙ্গ বিহরে॥
নীর অতি নিরমল হল এ সময়।
সরোবর সলিল যেমন সুধাময়॥
রাজহংস, চক্রবাক সুখে জলে চরে।
নানা রঙ্গে জলকেলি করে জলচরে॥
ফুটিল কুমুদ ফুল ভুবনমোহন।
সুন্দরী রমণী যেন মেলিয়ে নয়ন॥
সরোবরে বিকসিত হইল নলিনী।
বদন প্রকাশি যেন পদ্মিনী কামিনী॥
মধুকর নিরন্তর মধুপান করে।
নীলকান্ত মণি যেন সুবর্ণ উপরে॥
পশু পক্ষী কীট নর ভুজঙ্গ পতঙ্গ।
সরস বসন্তে বাড়ে সকলের রঙ্গ॥
সুখ পেয়ে দিন দিন বৃদ্ধি হয় দিন।
যত জরা জীর্ণ রোগী হল রোগহীন॥

এই রূপে রসারাণী নবরসে ভাসি।
রসরাজ ঋতুরাজে ভেটিলেন আসি॥
এই রূপ এ সংসারে যৌবন আরাম।
হেরিলে যুড়ায় প্রাণ অতি অভিরাম॥
মধুর বসন্তে নাই কোন উপসর্গ।
যৌবন আরামে কিন্তু আছে শত্রুবর্গ॥
রিপু রূপ কীটগণ পশি অভ্যন্তরে।
কাটিয়ে সদাই তারে জরজর করে॥
কিন্তু তার মুখ বন্ধ করিতে ত্বরায়।
আছে জ্ঞান-ধর্ম্ম রূপ লবণ ধরায়॥
তাই বলি জ্ঞান-ধর্ম্মে কর রে যতন।
তবে রবে অম্লান যৌবন উপবন॥

বাঙ্গলা রচনা।

বর্ত্তমানে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষায় বহু বিধ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দ্বারা এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সদুপায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপিও কোন কোন লেখক যমক ও অত্যানুপ্রাসাদির দাস হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা মূল অভিপ্রায় যত প্রকাশ করিতে পারুন বা না পারুন, যমক ও অনুপ্রাসাদির অনুরোধ রক্ষা করিতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ অভিপ্রায়কে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াও অনুপ্রাসাদির অনুগামী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না, যে, অত্যানুপ্রাস ও যমকময়ী পদাবলী কোন ক্রমেই মনোগত অভিপ্রায়ের প্রসূতি ও শ্রবণসুখকরী হইতে

পারে না। শরৎকালের ঘনঘটার ঘন গর্জ্জনদ্বারা কি বারিবর্ষণ হয়? অতএব অত্যানুপ্রাসাদিকে বাক্যের দোষ ব্যতীত কদাচ গুণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। যে যে মহাশয় যশস্বী হইবার প্রত্যাশায় অত্যানুপ্রাস ও যমকময় পদবিন্যাস পূর্ব্বক গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহারা তদ্বিপরীতে কেবল অযশঃ-পঙ্কেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। যথা—

“রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ডপ্রত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তি ভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ, এবং গবা পণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ড শিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ?”

এক্ষণে ছাত্রবৃন্দ একবার মনোমধ্যে প্রণিধান করিয়া দেখ! এই প্রকার অপ্রসিদ্ধ শব্দ ও যমকানুপ্রাসময়ী রচনা কেমন ভাব-প্রকাশিকা, শ্রবণসুখকরী ও হৃদয়গ্রাহিণী হয়!

অলঙ্কার শাস্ত্রে অনুপ্রাস ও যমককে কাব্য নাটকাদির জীবন স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সুকবির রসময়ী লেখনী হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইলে, বাক্যের জীবন স্বরূপ হইয়া উঠে। যথা;—

যমক।

চরণ কমলে তব এই ভিক্ষা হরি।
মধুপানে মত্ত হয়ে যেন কাল হরি॥

অনুপ্রাস।

কল কোকিল কূজিত কুঞ্জ বনে।
ভজ ভক্ত সনে ভগবান ধনে॥

ফুল শুঁকে ফিরিতেছ ফুলাইয়ে গোঁপ।
গাড়া কাটি গাড়িয়ে গর্দ্দানে দিব চোঁপ ॥

নতুবা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যে অনুপ্রাস ও যমক রচিত হয়, তাহা বাক্যের প্রাণস্বরূপ না হইয়া বরং তদ্বিপরীত প্রাণহন্তারক হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাহা যে কি পর্য্যন্ত শ্রুতিকটু ও ভাববিরুদ্ধ হয়, তাহা বলিবার নহে। ফলতঃ পরিশ্রমলব্ধ রচনাই নিতান্ত নীরস হইয়া উঠে। যে রচনা সুলেখকের লেখনী হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হয়, তাহাই সুশ্রাব্য ও ফলদায়ক হইয়া থাকে। এজন্য আলঙ্কারিক মাত্রেই স্বভাবকবিদিগেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, কষ্টকবিদিগকে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় বোধ করিয়া থাকেন।

আমাদের মহাকবি কালিদাস ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তুলসীদাস প্রভৃতির রচনাপ্রণালী দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে, তাঁহারা পরিশ্রম ও চেষ্টা-দ্বারা যমকানুপ্রাসময়ী কবিতা রচনা করেন নাই। কেবল রচনার ভাবরস রক্ষার্থই যত্নবান হইয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহারা এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; এই কারণেই তাঁহারা এতদ্দেশের গৌরবের পতাকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; এবং এই কারণেই তাঁহারা মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াও জীবিত-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, অতি ওজস্বী গুরু শব্দ প্রয়োগ করিলেই রচনা উৎকৃষ্ট হয়; কোন কোন মহাশয় বোধ করেন, অতি সহজ লঘু ও ললিত শব্দ বিন্যাস করিতে পারিলেই রচনা সুমিষ্ট হয়; কেহ কেহ কহেন সমাস-বাহুল্য দীর্ঘপদ ও দীর্ঘ-

বাক্য থাকিলেই রচনার মাধুর্য্য হয়; কেহ কেহ বোধ করেন, ক্ষুদ্র পদ, ও ক্ষুদ্র বাক্য বিশিষ্ট রচনাই লোকের হৃদয়গ্রাহিণী হয়। কিন্তু কি ওজস্বী গুরু শব্দ, কি লঘু ও ললিত শব্দ, কি অনুপ্রাস, কি যমক, কি দীর্ঘপদ, কি ক্ষুদ্র পদ, কি দীর্ঘ বাক্য, কি ক্ষুদ্র বাক্য, কিছুতেই রচনার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না। কেবল, যে কোন প্রকারে হউক, মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারিলেই রচনা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশার্থই মনুষ্য-সমাজে রচনার সৃষ্টি হইয়াছে। মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হইলে, স্থল বিশেষে ও রস বিশেষে এবং ছন্দ বিশেষে কোথাও ওজস্বী গুরু শব্দ, কোথাও অতি সহজ ললিত ও লঘু শব্দ, কোথাও দীর্ঘপদ, কোথাও ক্ষুদ্র পদ, কোথাও দীর্ঘবাক্য, এবং কোথাও ক্ষুদ্র বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা কোন ক্রমেই মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশের উপায় নাই।

কোন কোন নূতন লেখক কেবল নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ শব্দবিন্যাস, ও প্রসাদ-গুণ-রহিত বাক্যই রচনার সর্ব্বস্ব বোধ করেন। এ নিমিত্ত তাঁহারা নানাবিধ কোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক কেবল অপ্রসিদ্ধ শব্দ সকল উদ্ধৃত করিয়া শিরোবেষ্টন দ্বারা নাসিকা স্পর্শের ন্যায় অত্যন্ত ঘোরার্থ বাক্য সকল রচনা করিয়া থাকেন। যদি কোন রচনা-মধ্যে অপ্রসিদ্ধ শব্দ-বিন্যাসের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তবে তল্লেখককে নিতান্ত শব্দ-দরিদ্র বোধ করেন। শব্দ যত কঠিন ও অপ্রসিদ্ধ এবং বাক্য যত অপ্রাঞ্জল হয়, ততই তাঁহাদের মনোমত হইয়া উঠে; অর্থাৎ যে রচনা পণ্ডিতমণ্ডলীরও সহজে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট ও

শ্লাঘনীয় বোধ করিয়া থাকেন। এ বিবেচনা তাঁহাদের ভ্রমান্ধতা রোগজনিত উপসর্গ মাত্র। কারণ মনোগত অভিপ্রায় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করণোদ্দেশেই বাক্য ও রচনার সৃষ্টি হইয়াছে, অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত নহে। যদি প্রকৃত উদ্দেশ্যই সফল না হইল, তবে তাঁহাদের সে রচনায় যে কি ফল, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রে অপ্রসিদ্ধ শব্দ-প্রয়োগ, কর্কশ শব্দের অনুপ্রাসাদি, ও প্রসাদ-গুণ-রহিত বাক্য অত্যন্ত দূষণাবহ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা,—

আমার ললিতে দাও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজ পুত্র পরে করহ অর্পণ॥
তমীনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলে।
তোমার গো রসে গো পাইব করতলে॥

কাব্য কৌমুদী।

কেহ কেহ গ্রাম্য ও সংস্কৃত শব্দ একত্রে সংযোগ করিয়া রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা রচনা যে বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে গ্রাম্য দোষকে অলঙ্কারকেরা বিশেষ হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা যত্ন পূর্ব্বক পোষণ করা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। যথা—

"বদন ব্যাদন পূর্ব্বক গপাগপ ভাত আহার করিতে লাগিল।"

"রচিল দেউল তায় স্বর্ণ পাটিকেলে।" মেঘনাদ।

কোন কোন বৈয়াকরণ বিবেচনা করেন, যে, কেবল ব্যাকরণ দুষ্ট পদ না থাকিলেই রচনা উৎকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের এ বিবেচনা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ রসালঙ্কারহীন, ব্যাকরণশুদ্ধ রচনা কোন ক্রমেই রসজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহিণী হইতে

পারে না। রস ও অলঙ্কারই বাক্যের জীবন স্বরূপ। রসালঙ্কারহীন কাব্য, কাব্য বলিয়াই পরিগণিত হয় না, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" এ বিষয়ে এক সুন্দর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

একদা কোন বিদ্যোৎসাহী রাজা এক জন স্বভাব কবি ও এক জন বৈয়াকরণ সমভিব্যাহারে উপবন বিহার করিতেছিলেন। সম্মুখে অতি সুমধুর কোকিল-ধ্বনি সমাকুল নিকুঞ্জোদ্যান দর্শন করিয়া প্রথমে বৈয়াকরণকে পজ্ঝটিকা ছন্দের এক চরণে তাহা বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন,বৈয়াকরণ মহা কষ্টে এই কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন, যথা,—

"অন্যোৎপুষ্ট ধ্বনিতাক্রীড়ং।"

তৎপরে কবিকেও সেই বিষয় সেই ছন্দের এক চরণে বর্ণন করিতে আদেশ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা অবলীলাক্রমে রচনা করিয়া সহাস্য বদনে আবৃত্তি করিলেন; যথা,—

"কোকিল কাকলি কূজিত কঞ্জং।"

এক্ষণে ছাত্রবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখ, একই বিষয়ে কবির ও বৈয়াকরণের রচনার কত তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। বৈয়াকরণের রচনার এক একটী শব্দ এক একটী নীরস কাষ্ঠদণ্ড বোধ হয়। কিন্তু কবির পদবিন্যাস দ্বারা বোধ হয়, যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে। এবং এক একটি শব্দ শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র কর্ণযুগ অমৃতাভিষিক্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব কেবল ব্যাকরণ শুদ্ধ হইলেই রচনার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না, এবিষয়ে রসালঙ্কারের নিতান্ত আবশ্যক।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, বাঙ্গলা ভাষা এমন সমৃদ্ধি-

শালিনী নহে, যে, তদ্দ্বারা লোকের সর্ব্বপ্রকার মনোগত অভি-প্রায় প্রকাশিত হইতে পারে, এ বিবেচনা তাঁহাদের ভ্রান্তি-মূলক মাত্র। কারণ কল্পলতার সদৃশী সর্ব্বার্থ ফলদায়িনী দেববাণী এই ভাষার জননী। বাঙ্গলা ভাষার শব্দচাতুরি, রসমাধুরী, ভাবঘটা, অনুপ্রাস-ছটা, প্রভৃতি সকলই স্বীয় জননীর সদৃশ। বিশেষতঃ ইহার কোন বিষয়ের অভাব হইলেই স্বীয় জননীর নিকটে প্রার্থনা মাত্রেই তাহার নিরাকরণ হইতে পারে। অতএব সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, কেবল কতকগুলি নিকৃষ্ট লেখকের অক্ষমতা নিবন্ধনই এ ভাষার এই রূপ দুরবস্থা হইয়া রহিয়াছে, ভাষার নিজদোষে নহে। এই ভাষার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কয়েক সুকবি ও সুলেখকের রচিত গ্রন্থই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছে। সে সমস্ত গ্রন্থের রসা-স্বাদন করিলে মোহিত হইতে হয়।

কোন কোন বঙ্গভাষানভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি রচনার স্বরূপ রসভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এককালে বঙ্গালা সাহিত্যের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া থাকেন। এবিষয়ে তাঁহা-দিগকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। কারণ অর্থ-পরিজ্ঞান সত্ত্বেও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও প্রকৃত সাহিত্য শাস্ত্রের গূঢ় রসাস্বাদনের অধিকার হয় না। রসাকৃষ্ট চিত্ত না হইলে কোন ক্রমেই অমূল্য সাহিত্যশাস্ত্রের স্বাদগ্রহ হইতে পারে না। মণি-কার না হইলে কি মহামণির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি অর্থ-পরিজ্ঞান সত্ত্বেও রসজ্ঞান বিরহে সাহিত্য শাস্ত্রের প্রকৃত রস হৃদয়ঙ্গম না হয়; তবে বঙ্গভাষানভিজ্ঞ মহাশয়েরা বাক্যের

রসভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া যে তাহার দোষোদ্‌ঘোষণ করিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু যিনি যে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাঁহার তদ্বিষয় লইয়া আন্দোলন ও দোষোদ্‌ঘোষণ করা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ফলতঃ তিনি তদ্বিষয় লইয়া যত আন্দোলন ও দোষোদ্‌ঘোষণ করিবেন, ততই তাঁহার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে, কোন প্রকাশ্য সভার সম্পাদক মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর-প্রণীত কাব্যরসের দোষ প্রদর্শন করিতে গিয়া কি পর্য্যন্ত বৈধেয়তা প্রকাশ না করিয়াছিলেন, এবং সভ্য-সমাজে কি পর্য্যন্ত হাস্যাস্পদ না হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বাঙ্গলা রচনা অতি সহজ। প্রাগুক্ত জঘন্য নিয়মানুযায়িনী রচনা সহজ বটে, কিন্তু ভাষার যথার্থ রীত্যনুসারিণী রচনা করা যোগসাধনার অপেক্ষাও কঠিন ব্যাপার। বাল্যকালাবধি অভ্যাস ও অসাধারণ শক্তি না থাকিলে কোন ক্রমেই কেহ উৎকৃষ্ট রচনা করিতে সমর্থ হন না। এই শক্তি-বিরহিত হইলে অধিক শাস্ত্রজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও কেহ রচনা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। অতএব বাঙ্গলা রচনাকে কি সহজ বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে? রচনা এই তিনটি বর্ণ শুনিতে সহজ বটে, কিন্তু কার্য্যে যে কি পর্য্যন্ত মহৎ, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ কবিতা ও কবিতা-শক্তির ন্যায় দুর্লভ পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।"

মঙ্গলাচরণ।

স্মর পরমেশং
প্রেমনিবেশং
দুস্তর সংসারার্ণবনাবং।
নিরুপমরূপং
ভবজনভূপং
নিত্যনিরঞ্জনমতুলপ্রভাবং॥ *

[তোটকচ্ছন্দ]

জয় দীনদয়াময় বিশ্বপতে,
জয় সত্যসনাতন বিশ্বগতে।
জয় পাপবিমোচন দীনসখে,
জয় তাপনিবারণ নাথ হরে॥
তব ভাব ভবে বল কে বুঝিবে,
তুমি বাক্য মনেরি অগোচর হে।
যত সাধক কেবল ভক্তিভরে,
তব দর্শন লাভ করে জগতে॥
তব উজ্জ্বল চক্ষু রহে ভুবনে,
করি লক্ষ কিবা যত বিশ্বজনে।
করি পাপ তবে বল না হরি হে,
তব দৃষ্টি হ'তে রব কুত্র ভবে॥
তুমি পূর্ণপরাৎপর বিষ্ণু বিভো,
ভবসাগরনাবিক অচ্যুত হে।

---

*ং প্রণীত এই মঙ্গলাচরণ অন্যান্য গ্রন্থাদিতেও প্রকাশ করা গিয়াছে।

তুমি সর্ব্ব শরণ্য বরেণ্য হরে,
ভবতারক কারক পালক হে ॥
কি অসীম দয়া তব লোকপতে,
কর পূর্ণ যতেক অভাব ভবে।
করি লক্ষ সদা ময়ি দীন জনে,
করুণা কর হে করুণাকর হে ॥
শশি-সূর্য্য নভো জল বায়ু ধরা,
গিরি নির্ঝর কানন সিন্ধু নদী।
পশু পক্ষি পতঙ্গম কীটগণে,
তব নিত্য নিদেশ শিরে বহিছে ॥
মম জন্ম মনুষ্যকুলে হইয়ে,
তব ভক্তিরসে মন নাহি মজে।
বল আমি তবে কি গুণে ভুবনে,
তব পাদসরোরুহ পাইব হে ॥
মম কাম বিভো তব সন্নিকটে,
হব ষট্‌পদ পাদসরোজবরে।
মধু দান সদা করিয়ে স্বগুণে,
ময়ি দেহি গতি ভবতারণ হে ॥
হরিপাদ-সরোরুহ ভাবি মনে।
কবিকুঞ্জর তোটকচ্ছন্দ ভণে ॥

সমাপ্ত।
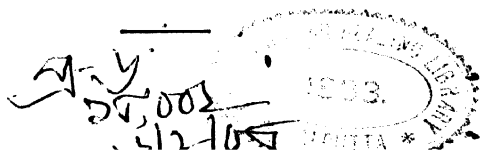
অশুদ্ধিশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	২৩	দির্দেশ	নির্দেশ
৩৪	৫	পাবে	হবে
৫৭	৪	বুদ্ধিমত্বা	বুদ্ধিমত্তা
৬২	১১	অলঙ্কার-রঙ্গ-রস-ভাব-গুণ	অলঙ্কার-রস-ভাব-গুণ-রঙ্গ
৬৯	১৭	সুধু	শুধু

শ্রীদ্বারকানাথ রায়ের

ছাত্রবোধ সম্বন্ধে

পত্রসম্পাদকগণের ও কতিপয় সুশিক্ষিত রসজ্ঞ মহোদয়ের অভিপ্রায়।

(অবিকল উদ্ধৃত।)

অধুনা এতদ্দেশের গবর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে, অমিশ্র বঙ্গবিদ্যালয়ে, এবং সরকেল পাঠশালা সমূহে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সীমা নাই। সীমা না থাকাতেই অধিকাংশ অসার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, নীলমণি, এবং রাধিকাপ্রসন্নের সংগৃহীত পুস্তক গুলি পাঠ্য পুস্তক মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণ্য, তদতিরিক্ত যাহা আছে, তাহার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হয় না। শিক্ষা বিভাগে যাঁহার কিছু প্রভুত্ব আছে, তিনি একমুষ্টি চিতা-ভস্ম সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলে অনায়াসে বিদ্যালয়ে চলিয়া যায়, বাস্তবিক তৎপাঠে বালকদিগের অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার হয় না। কর্ত্তৃপক্ষেরা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না, এই আক্ষেপ হয়। কবি-বর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশুদ্ধ কাব্যসার "হিতপ্রভাকর" হতাদর হইয়া পড়িয়া আছে, অলৌকিক গল্প-পুস্তক বিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে, ইহা নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রশংসার একশেষ।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সকল আলোচনার সময় হিন্দু বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ছাত্রবোধ নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ দর্শন করিয়া আমরা ইহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যকরণের উদ্দেশে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি প্রায় প্রতি বর্ষের বাঙ্গালা কোর্সের মধ্যে ইহার এক একটি কল্প উদ্ধার করা হয়। ছাত্রবোধের গদ্য পদ্য উভয়ই সুরসপ্রদ ও সদুপদেশে পরিপূর্ণ। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিলাম। তিনি ঐ পুস্তকের গুণ বিচারে অসমর্থ হইবেন না। দ্বারকানাথ এক জন সুপ্রসিদ্ধ লেখক, তাঁহার কবিতা ও গদ্য অংশ পাঠ করিয়া সাহিত্য বন্ধুগণ সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত হন। আমরা অনুরোধ করি, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ছাত্রবোধ পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় ও যাব-তীয় বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এইরূপ

উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত লোকেরা নূতন নূতন হিতার্থমূলক গ্রন্থপ্রণয়ন করিতে সযত্ন হইবেন। ক্যাম্বেল সাহেবের নামও উজ্জল হইবে। সংবাদ প্রভাকর। ২৮ চৈত্র, ১২৭১।

এই কবিতাপাঠ ছাত্রোবোধের কবিতা গুলির সংগ্রহ। সুতরাং মহেন্দ্র বাবুর এই অভিপ্রায়ে ছাত্রবোধের কবিতা গুলিরই অভিপ্রায় প্রকাশ হইতেছে, মাত্র।

I have read with much pleasure Baboo Dwarkanath Roy's Kavita Pat, or book of Poetry for Children. The book has been very well written, the chaste language, the purity of diction, the originality of thought do credit to the learned author. The subjects have been nicely chosen and there is not a line, nay, a word which can be called objectionable. It is one of the best works of the author and which, I doubt not, very well answers the objects of its publication and well deserves the patronage of the friends and promoters of vernacular education.

I shall be happy to see it introduced in the vernacular scholarship course for 1864. It will be a matter of regret to me if this well written book by an author of approved merit were taken no notice of, while one from a less competent hand were highly patronised.

KANCHRAPARAH,
The 29th August 1863.

(Snd.) MOHENDRONATH ROY,
Deputy Inspector of Schools,
SANTIPORE DIVISION.

ছাত্রবোধ। হিন্দুস্কুলের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় ইহার রচনাকর্ত্তা। পুস্তকখানি গদ্য ও পদ্যে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে বিস্তর নীতি-গর্ভ উপদেশ আছে। দ্বারকানাথ রায় নূতন লেখক নহেন, তিনি এক জন সুকবি বলিয়া বিখ্যাত। পুস্তকখানির নাম ছাত্রবোধ; কিন্তু পণ্ডিতদিগেরও এতৎপাঠে সুখে সময়ক্ষেপ হইবে। সোমপ্রকাশ। ১২৭৫, ১৭ই চৈত্র, ২৯এ মার্চ্চ।

আমরা পণ্ডিত দ্বারকানাথ রায়কে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "ছাত্রবোধের" এক খণ্ডের নিমিত্ত ধন্যবাদ দিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে এই পুস্তকখানি লিখিত হয়। কয়েক বৎসর ইহা প্রবেশিকা শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ছিল। সেই অবধি অনেক বিদ্যালয়ে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি গদ্য ও পদ্যে পরিপূর্ণ। ইহার ভাষা উত্তম, এবং ভাব গুলিও প্রশংসনীয়। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকখানি সাধারণ্যে প্রচলিত করিতে পারেন। সহচর। ১ম ভাগ, ৪৩ খণ্ড, ৮ই বৈশাখ, ১২৮১।

ছাত্রবোধ।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বি, পি, এম্‌স যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের পক্ষে এ পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে। গদ্য পদ্য একত্রে থাকাতে আর একটি সুবিধা যে, ছাত্রদিগকে গদ্য ও পদ্য পাঠ করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না। জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন, এ পুস্তকে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। সমস্ত বঙ্গবিদ্যালয়ে ও বালিকা বিদ্যা-লয়ে এ পুস্তকখানিকে পাঠ্যপুস্তক করিলে ছাত্র ও ছাত্রীদিগের বিশেষ উপকার হইবে। সুলভ সমাচার। ৪ খণ্ড, ১৮৩ সংখ্যা, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।

এক্ষণে দ্বাদশ বৎসরের শিশুও কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের রচনার অশুদ্ধ শোধন করিতে পারে, এবং বর্ত্তমান কালের অতি অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন রচকের বিরচিত গ্রন্থও তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক উত্তম বোধ হয়। ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত কাব্য সকলের সহিত তুলনায় কৃত্তিবাসের রচনা বাল্যক্রীড়া বোধ হয়। এবং তাঁহাদের অমৃতাভিষিক্ত রচনা পাঠে মোহিত হইতে হয়। শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত। রচনা-রত্নাবলি। ২ খণ্ড, ৪ সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৩৭।

Opinion of

DR. K. M. BANERJEA, LL. D.

13, SOUTH CIRCULAR ROAD,

9, *January* 1877.

The three prose books or rather tracts are excellently conceived as serial introductions to knowledge of Bengalee on the part of Bengalee boys and girls. They are very well adapted for vernacular schools whether male or female.

The serials in verse are equally good in their design a
execution and also well fitted for vernacular schools. T
last of the latter series is especially good for that purpose.

(Snd.) K. M. BANERJEA.

P. S.—The name of the elementary prose series is Sikkh
boli (শিক্ষাবলী), that of the versified series is Kabitapāth (কবিত
পাঠ). The last, which is partly in prose and partly in verse,
called Chatrabodh (ছাত্রবোধ).

(Snd.) K. M. B.